NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ হিংসা-জর্জর মণিপুরের নিষ্কৃতি মিরা পাইবিদের হাত ধরে?

অলকারাজের মত কারও বিপক্ষে কখনও খেলেননি জকোভিচ ৮

কলকাতা ১৮ জুলাই ২০২৩ ১ শ্রাবণ ১৪৩০ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 18.7.2023, Vol.17, Issue No.38, 8 Pages, Price 3.00

দিল্লির কুচকাওয়াজে এবার বাংলার উন্নয়ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিল্লির স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজে এবার তুলে ধরা হবে বাংলার উন্নয়ন। প্রাথমিকভাবে এরকমটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন। পাশাপাশি স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কলকাতার রেড রোডে প্রস্তাবিত কুচকাওয়াজের অনুষ্ঠান রাজ্য সরকার আরও বর্ণময় করে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী সোমবার স্বাধীনতা দিবসের প্রস্তুতি নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে প্রাথমিক ভাবে প্রস্তুতি বৈঠক করেন। সব দপ্তরকে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় রেখে কাজ করার কথা বলা হয়েছে। সেই বৈঠকে রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজকে ট্যাবলোর মাধ্যমে তুলে ধরার পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। আগে অবশ্য প্রজাতন্ত্র দিবসের ট্যাবলাতে রাজ্যের পক্ষ থেকে বাংলার দুর্গা পুজোকে ট্যাবলো আকারে প্রদর্শিত করা হয়েছিল। তবে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজে বাংলার উন্নয়নমূলক কাজকে তুলে ধরা রাজনৈতিকভাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সাম্প্রতিক সময়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার ১০০ দিনের গ্রামীণ কাজের টাকা থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনা প্রকল্প একের পর এক কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্য আর্থিক বঞ্চনার শিকার হয়েছে বলে সরব হয়েছেন। বাংলার টাকা কেন্দ্র আটকে রেখেছে বলেও একাধিকবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বাংলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকে দিল্লির রাজপথে তুলে ধরা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও বাংলার উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে কোন কোন প্রকল্পকে তুলে আনা হবে তা এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত নয়। সূত্রের খবর, সেক্ষেত্রে লদীর ভান্ডার, কৃষক বন্ধু-সহ কয়েকটি প্রকল্প অগ্রাধিকার পেতে পারে। সোমবারের বৈঠকে এ ব্যাপারে প্রস্তুতি রাখতে বলা হয়েছে।

বিলকিস বানো, চূড়ান্ত শুনানি

আমদাবাদ, ১৭ জুলাই: গুজরাতে দাঙ্গাপর্বে দেবগড় বারিয়ায় বিলকিস বানো মামলায় গণধর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ডে অপরাধী ১১ জনের সাজার মেয়াদ শেষের আগেই মুক্তি নিয়ে চূড়ান্ত শুনানি হবে আগামী ৭ অগস্ট। ওই অপরাধীদের মুক্তির সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের হওয়া মামলার শুনানিতে সোমবার এ কথা জানিয়েছে বিচারপতি বিচারপতি নাগরত্ন এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুইয়াঁর বেঞ্চ। বিলকিস এবং অন্য আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী ইন্দিরা জয় সিং এবং বৃন্দা গ্রোভার শুনানিতে অংশ নেন। প্রসঙ্গত, গত বছরের ১৫ অগস্ট ৭৬তম স্বাধীনতা দিবসে বিলকিসকাণ্ডে সাজাপ্রাপ্ত ১১ জনকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় গুজরাত সরকার। তার আগে, মুক্তির জন্য শীর্ষ আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন ওই ধর্ষণের মামলায় সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীরা। সেই আবেদনের ভিত্তিতে গুজরাত সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছিল আদালত। বিজেপি শাসিত গুজরাত সরকার ১১ অপরাধীর মুক্তির পক্ষে সওয়াল করে। এর পর ১১ জনকে ছাড়ার সিদ্ধান্ত জানায় শীর্ষ আদালত।

দ্বিতীয় কক্ষপথ পার

শ্রীহরিকোটা, ১৭ জুলাই: ধীরে ধীরে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ভারতে তৈরি চন্দ্রযান-৩। ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর চন্দ্রযান-৩ চাঁদে যাওয়ার পথে একের পর এক কক্ষপথ অতিক্রম করে চলেছে। সোমবারও কক্ষপথ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন করেছে ইসরো। এই নিয়ে চন্দ্রযান ৩-এর উৎক্ষেপণের পর দ্বিতীয় বার যানটি কক্ষপথ পরিবর্তন করল। চাঁদের দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল চন্দ্রযান ৩।

‘দিদিমণির হাজার টাকার বাগান খাইলো পাঁচ সিকার ছাগলে...’

মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা, নাম না করে অভিষেককে কটাক্ষ বিচারপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘বিজেপির গুন্ডাদের রক্ষাকবচ দিয়ে রেখেছে হাইকোর্ট। সেই জন্য প্রশাসন ব্যবস্থা নিতে চাইলেও ব্যবস্থা নিতে পারছে না। কোনও একটি নির্দিষ্ট কেসে নয়, এদের ব্ল্যাঙ্কেট প্রোটেকশন দিয়ে রেখেছে হাইকোর্ট।’ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এমন মন্তব্যের পর বিতর্কের জল সোমবার আদালত পর্যন্ত গড়ায়। সোমবার হাইকোর্টের কাছে অভিষেকের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত মামলা দায়েরের আরজি জানান হলে আদালত সেই আরজি গ্রহণ করে মামলা দায়ের করার অনুমতি দেয়।

এবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিচারপতিকে নিয়ে যে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন তার বিরুদ্ধে সোমবার সরব হলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেন, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের ওই মন্তব্য দুর্ভাগ্যজনক। পাশাপাশি এই প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়াতে তিনি অভিষেকের নাম না করে প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ‘দলের সুপ্রিমো কখনও এই ধরনের মন্তব্য করেননি। আমি তাঁকে চিনি।’

যদিও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদালত অবমাননাকর মন্তব্য দুর্ভাগ্যজনক বলে উল্লেখ করেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সোমবার প্রাথমিকে নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানির শেষে এই নিয়ে বিচারপতি সরব হন।

এদিন ভরা এজলাসে বলেন, দলের কয়েকজনের কর্মফলের কারণে তৃণমূল নেত্রী ও তাঁর দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় একের পর এক মন্ত্রী ও বিধায়ক যখন গ্রেপ্তার হচ্ছেন, সেই বিষয়ে বলতে গিয়ে একবার বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় একটি গানের কলি উল্লেখ করে বলেন, ‘দিদিমণির হাজার টাকার বাগান খাইলো পাঁচ সিকার ছাগলে...।’

প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় বিরোধী রাজনৈতিক দলের কয়েকশো সদস্য প্রার্থী নিজেদের ও তাঁদের পরিবার যাতে সুরক্ষিত থাকেন, তার জন্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তাঁদের সবাইকে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ১৫ জুলাই পর্যন্ত রক্ষাকবচ দেন। অর্থাৎ তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনওরকম কড়া পদক্ষেপ করতে পারবেন না।

পাশাপাশি পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় পুলিশি হেনস্থা থেকে বাঁচতে বিরোধী রাজনৈতিক দলের কয়েক’শো সদস্য ফের হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সেই সময় বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা পুলিশ নিষ্ক্রিয়তা ও সক্রিয়তার সমস্ত মামলার শুনানি করতেন। সম্প্রতি বিচারপতির বেঞ্চ পরিবর্তন করে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তকে দেওয়া হয়েছে পুলিশ সংক্রান্ত সমস্ত মামলার দায়িত্ব। এদিন বিচারপতি সেই সমস্ত মামলার নির্দেশ দেখেই বিরক্তি প্রকাশ করেন।

বেঙ্গালুরুতে বিরোধী জোট গঠনের বৈঠকের আগে সাক্ষাৎ মমতা-সোনিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেঙ্গালুরু বৈঠকের আগের দিনই মমতা-সোনিয়া সৌজন্য সাক্ষাৎ। বিজেপি বিরোধী দলগুলির বৈঠকের আগে নৈশভোজে যোগ দিতে বেঙ্গালুরু গিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিকেলে সেই আগমনের সূত্র ধরেই মমতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল সোনিয়া গান্ধির। ২০২১ সালের জুলাই মাসের পর ২০২৩ সালের জুলাই মাসে ফের মুখোমুখি হলেন সোনিয়া-মমতা।

এদিন মমতাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান সোনিয়া গান্ধি। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভিতরে নিয়ে যান কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া ও সঙ্গে ছিলেন ডি কে শিবকুমার। এখানে বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে মমতা ফিরে গেলেও, তৃণমূলের হয়ে নৈশভোজে থাকবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডেরেক’ও ব্রায়েন।

লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি বিরোধী জোট গঠনের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিরোধী দলের দুদিনের বৈঠকের সোমবার ছিল প্রথম দিন। কর্নাটকের বেঙ্গালুরুতে প্রথম দিনের বৈঠকে সোনিয়া গান্ধি- সহ বিরোধী নেতারা উপস্থিত রয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেস প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সোমবার বিকেলে বেঙ্গালুরু পৌঁছেছেন মূল বৈঠকের আগে এক পাঁচতারা হোটেলে সৌজন্য বৈঠক ও নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। আজ প্রধান বৈঠকে ২৬ টি বিরোধী দলের নেতারা উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের আগে বিভিন্ন বিরোধী দলের যৌথ সাধারণ কর্মসূচির খসড়া কর্মসূচি তৈরি করার জন্য একটি কমিটি গঠন এই বৈঠকের অন্যতম উদ্দ্যেশ্য। জোট সঙ্গীদের মধ্যে রাজ্য ভিত্তিক আসন বণ্টনের সূত্র এই বৈঠকের আলোচ্য সূচিতে রয়েছে। বৈঠকের আগে বিরোধী জোটের প্রধান মুখ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে কংগ্রেস সাংসদ তথা সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল বলেন, জোট সঙ্গীদের মধ্যে যোগ্য নেতৃত্বের কোনও অভাব নেই। নেতৃত্বের মুখ বাছাই নিয়ে মাথা ঘামানোর থেকে তাঁরা দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে অধিক চিন্তিত বলে বেণুগোপাল জানিয়েছেন।

পাখির চোখ লোকসভা নির্বাচন

বিরোধীদের বৈঠকের সময়েই আজ দিল্লিতে এনডিএ-র বৈঠক

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই: ‘পাখির চোখ’ লোকসভা ভোট। বেঙ্গালুরুতে বিরোধী নেতারা আজ যখন বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কৌশল নির্ধারণে ব্যস্ত থাকবেন, তখন দিল্লিতে সহযোগীদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ, জেপি নাড্ডারা। উদ্দেশ্য, লোকসভা ভোটের আগে এনডিএ-র সম্প্রসারণ। বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা সোমবার বলেন, ‘এনডিএ-র মঙ্গলবারের বৈঠকে ৩৮টি দলের নেতৃত্ব হাজির থাকবেন।’

উল্লেখ্য, কর্নাটকের বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের কাছে পর্যুদস্ত হওয়া, বিরোধীদের একজোট হওয়া, আসন্ন পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোট এবং সর্বোপরি আগামী বছরের লোকসভা ভোটকে নজরে রেখেই বিজেপি শীর্ষনেতৃত্ব আবার শরিকদের প্রয়োজন অনুভব করতে শুরু করেছেন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞমহলের একাংশ। একই উদ্দেশে শুরু হয়েছে পুরনো শরিকদের নতুন করে কাছে টানার প্রক্রিয়াও।

বিরোধী দলগুলি যে ভাবে একে অপরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে চাপের মুখে পড়েছেন বিজেপির শীর্ষনেতৃত্ব। জোট-শক্তির বিচারে ধারে এবং ভারে বিরোধীরা যে ভাবে শক্তি বৃদ্ধি করছে, তাতে দল কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে চলেছে। তাঁদের মতে, সে কারণেই দ্রুত নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে এনডিএ-র সম্প্রসারণে উদ্যোগী হয়েছেন মোদি-শাহ-নড্ডারা।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেলের আপনা দল (সোনেলাল) এবং পশুপতি পারসের রাষ্ট্রীয় লোক জনশক্তি পার্টির মতো সহযোগী দলগুলির পাশাপাশি এনডিএতে সদ্য যোগ দেওয়া জিতনরাম মার্ঝির ‘হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা’ (হাম), উপেন্দ্র কুশওয়াহার ‘রাষ্ট্রীয় লোক জনতা দল’ (আরএলজেডি), ওমপ্রকাশ রাজভরের ‘সুহেলদেব ভারতীয় সমাজ পার্টি’(এসবিএসপি) আমন্ত্রণ পেয়েছে এই বৈঠকে। ডাকা হয়েছে, কংগ্রেস মুক্ত উত্তর-পূর্ব গঠনের লক্ষ্যে ২০১৬ সালে বিজেপির নেতৃত্বে তৈরি ‘নর্থ ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স’ (নেডা)-এর শরিক দল এবং মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা গোষ্ঠী এবং বিদ্রোহী এমসিপি নেতা অজিত পাওয়ারকেও।

এমনকী, একদা বিজেপির সহযোগী চন্দ্রবাবু নায়ডুর ‘তেলুগু দেশম পার্টি’ (টিডিপি), সুখবীর সিং বাদলের ‘শিরোমণি অকালি দল’, চিরাগ পাসোয়ানের ‘লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস)’-এর কাছেও এনডিএ বৈঠকের চিঠি পৌঁছেছে বলে বিজেপি সূত্রের খবর। বিরোধী শিবিরের সাম্প্রতিক তৎপরতার আবহে বিজেপির এই উদ্যোগকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। প্রথম মোদি সরকারের আমলে এনডিএর নিয়মিত বৈঠক হলেও ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে বিজেপি একারই নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পাওয়ার এনডিএ কার্যত গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছিল।

গত চার বছর ধরে জোটের কোনও বৈঠকও হয়নি। তাই তড়িঘড়ি এই উদ্যোগ বলে মনে করা হচ্ছে।

রামনবমী মামলা: এনআইএ-র কাছে রিপোর্ট চাইল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই: রামনবমীতে অশান্তির অভিযোগ উঠেছিল এ রাজ্যে। তা নিয়ে মামলা দায়ের হয় হাইকোর্টে। আদালত তদন্তভার দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি বা এনআইএ-এর হাতে। সেই মামলা গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্ট অবধি। সোমবার তার শুনানি ছিল দেশের সর্বোচ্চ আদালতে। শিবপুর, রিষড়া ও ডালখোলায় অশান্তির ঘটনায় পাঁচটি এফআইআর দায়ের করেছিল এনআইএ। সোমবার আদালত জানতে চাইল, রামনবমীর অশান্তি নিয়ে দায়ের পাঁচটি এফআইআর-এর বিবরণ একই কি না। বিশ্লেষণ করে রিপোর্ট জমা দেবে এনআইএ। শুক্রবার সকালের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টে এই রিপোর্ট জমা দিতে হবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে। রামনবমী অশান্তি মামলার শুনানি চলাকালীন এদিন রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে শীর্ষ আদালতে। গত এপ্রিলে কলকাতা হাইকোর্টে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হীরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়। তখন কোর্টের পর্যবেক্ষণ ছিল, অশান্তিতে বিস্ফোরক ব্যবহার হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবীর প্রশ্ন, এরপরও কেন রাজ্য পুলিশ বিস্ফোরক আইনে কোনও মামলা রুজু করল না? প্রসঙ্গত, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ এনআইএ তদন্তের যে নির্দেশ দেয়, তাকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য। হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিতাদেশের আর্জি তাদের। রাজ্যের বক্তব্য ছিল, বিস্ফোরক ব্যবহার হয়েছে ধরে নিয়ে হাইকোর্ট এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দেয়। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে শুক্রবার ফের এই মামলার শুনানি হবে।

ভাঙড়ে যেতে বারবার বাধা, হাইকোর্টের দ্বারস্থ নওশাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রে বারংবার বাধা দেওয়া হচ্ছে। এই অভিযোগ তুলে হাইকোর্টের দ্বারস্থ আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। বিধায়কের দাবি, ১৪৪ ধারা না থাকা সত্ত্বেও তাঁকে ভাঙড়ে প্রবেশে বাধা দেওয়া হচ্ছে। কেন পুলিশ যেতে বাধা দিচ্ছেন তাঁর মক্কেলকে এই প্রশ্নের উত্তর চেয়েছেন নওশাদের আইনজীবী। পুলিশের বিরুদ্ধে অতি সক্রিয়তার অভিযোগও তুলেছেন তাঁরা। বিধায়ককে মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। আগামী সপ্তাহে শুনানির সম্ভাবনা।

ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল শুক্রবার। নিজেরই বিধানসভা কেন্দ্রে বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকিকে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। রবিবারও নওশাদ পড়তে হয় পুলিশি বাধার মুখে। আটকানো হয় তাঁর গাড়ি। যুক্তি দেওয়া হয়, ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে। ডিএসপি ক্রাইমকে (বারুইপুর) আইএসএফ নেতা প্রশ্ন করেন, ‘এত গাড়ি কী করে যাচ্ছে তাহলে? আমি কি ১৪৪ ধারা বলবত রয়েছে এমন এলাকায় দাঁড়িয়ে আছি?’ এরপরই আদালতে যাওয়ার কথা জানান তিনি।

রবিবার নওশাদ বারংবার অভিযোগ করেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে আটকানো হচ্ছে তাঁকে। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন, ‘নবান্ন, হাইকোর্ট চত্বর, লালবাজার, সবজায়গাতেই ১৪৪ ধারা থাকে। সাধারণ মানুষ যেতে পারে। অথচ আমাকে আমার এলাকাতেই ঢুকতে দিচ্ছে না।’

এ দিকে, আইএসএফ-এর অভিযোগ, পুলিশ নওশাদকে বাধা দিলেও ভাঙড়ে ১৪৪ ধারার মধ্যেই সভা করছে তৃণমূল। প্রায় শতাধিক কর্মী-সমর্থকদের সমাবেশ করেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা। এরপরই পুলিশের দ্বিচারিতার অভিযোগ তোলেন তাঁরা।

রাজনৈতিক মামলা নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ হাইকোর্টের বিচারপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা হাইকোর্টে রাজনৈতিক মামলার আধিক্য নিয়ে সোমবার উষ্মা প্রকাশ করলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। কাঁথি পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ভাই সৌমেন্দু অধিকারীর রক্ষাকবচ মামলার শুনানিতে বিচারপতি সেনগুপ্ত বলেন, ‘সারা দিন কি শুধু রাজনৈতিক মামলাই শুনব? অন্য মামলা কি আর শোনা যাবে না!’

সৌমেন্দুর মামলার কিছুক্ষণ আগেই ভাঙড়ে ঢুকতে বাধা দেওয়া নিয়ে হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। সেই মামলাও শুনেছিলেন বিচারপতি সেনগুপ্ত। তার পর সৌমেন্দুর মামলা উঠলে বিরক্তি প্রকাশ করেন বিচারপতি। সৌমেন্দুর বিরুদ্ধে ৮টি এফআইআর রয়েছে। বিচারপতি সেনগুপ্ত বলেন, বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে ২৭-২৮টি মামলা। একই ধরনের আরও ১০টি মামলা রয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের উপর। আদালত কি শুধু এই সবই শুনবে?

সৌমেন্দুর রক্ষাকবচের মেয়াদ ছিল সোমবার পর্যন্ত। সোমবার তার মেয়াদ বৃদ্ধির আর্জি জানিয়েছিলেন অধিকারী বাড়ির ছোট ছেলে। কিন্তু রাজ্যের তরফে তার বিরোধিতা করা হয়। আদালত এ দিন জানিয়েছে, দু’সপ্তাহ পর এই মামলার শুনানি হবে। তত দিন পর্যন্ত সৌমেন্দুর রক্ষাকবচ বহাল থাকবে। একই সঙ্গে রাজ্য সরকারকেও হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে, কেন তারা রক্ষাকবচের বিরোধিতা করছে। আদালত রাজ্যের উদ্দেশে এ-ও প্রশ্ন করে, আগে কেন রক্ষাকবচের বিরোধিতা করা হয়নি?

প্রসঙ্গত, সৌমেন্দুকে রক্ষাকবচ দিয়েছিলেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। তিনি এখন বিচারপতি। ফলে তাঁর এজলাসে থাকা সব মামলা বিচারপতি সেনগুপ্তের এজলাসে এসেছে।

সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে গুচ্ছ গুচ্ছ রাজনৈতিক মামলা হচ্ছে হাইকোর্টে। কখনও তা কোনও নেতার রক্ষাকবচের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য, তো কখনও মিটিং-মিছিলের অনুমতির জন্য। সোমবার সে ব্যাপারেই উষ্মা প্রকাশ করেছেন বিচারপতি।

দিল্লির অর্ডিন্যান্স মামলায় পরামর্শ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই: রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে কাজ করতে হবে মুখ্যমন্ত্রী ও উপরাজ্যপালকে- দিল্লির অর্ডিন্যান্স মামলায় এই পরামর্শ দিল সুপ্রিম কোর্ট। আমলাদের পোস্টিং ও বদলিতে কেন্দ্রের অর্ডিন্যান্সের তীব্র বিরোধিতা করে মামলা দায়ের করেছে দিল্লি সরকার। তার শুনানি চলাকালীনই বিচারপতি বলেন, অচলাবস্থা কাটাতে দিল্লির উপরাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীকে একসঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে। তাঁদের সম্মতিতেই আধিকারিকদের নিয়োগ করা যেতে পারে। আগামী বৃহস্পতিবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে বলে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

সোমবার সকাল থেকেই ছিল আকাশের মুখ ভার। সারাদিনই চলে শ্রাবণের ধারা। ছবি: অদিতি সাহা

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, REKHA SHAW W/O Premjee Shaw presently resident of 20, Laxmipur Math, Near Kalimandir, College More, P.O. + P.S. - Burdwan, Dist - Purba Bardhaman, PIN - 713101 hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. Judicial Magistrate 1st class at Barrackpore dated 11.07.2023 that my actual and correct name is REKHA SHAW and it is recorded in my Aadhar ID No. 7022 9284 7263 but my nick name MUNNI SHAW is recorded in my SBI A/C at Kankinara branch. REKHA SHAW & MUNNI SHAW is the same and one identical person.

নাম-পদবী

গত 13/07/23 S.D.E.M. শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10830 নং এফিডেভিট বলে Shambhunath Hembram S/o. Kachiram Hembram ও NShambhu Hembram S/o. K. Hembram সাং লোকাবাটী, ধনিয়াখালী, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

TENDER

Sealed tenders are invited by The Prodhan, Dighalkandi Gram Panchayat (Under Karimpur– II Panchayat Samity), Dighalkandi, Nadia. **NIT NO. DIG/20/2023-2024 & DIG/ 210/15TH CFC(TIED & UNTIED), Dated - 13.07.2023.** Last date of application accordingly **19.07.2023 & 24.07.2023 up to 3p.m.** For details please contact this office.

Sd/- Prodhan,
Dighalkandi Gram Panchayat.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৮ ই জুলাই। ১ লা শ্রাবন, মঙ্গলবার। প্রতিপদ তিথি। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা। বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে এক পাদদোষ।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল- ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধরে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ- বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে।

সিংহ রাশি : সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে। শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি।

তুলা রাশি : কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন। এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল।যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গার চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ।যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন,তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে।কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিন্যপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

(পুরুষোত্তম মাসের শুভারম্ভ)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, মোকাম-মেদিনীপুর, জেলা জজ, আদালত

জে. মিস - ৯৮/২০২২

শ্রী বিশ্বজিৎ কুন্ডু ....দরখাস্তকারী

-বনাম-

চাতুরীভাড়া মৌজার অধিবাসীবৃন্দ ...প্রতিপক্ষগন

এতদ্বারা সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, অত্র জেলার নারায়নগড় থানার অন্তর্গত চাতুরীভাড়া গ্রামের শ্রী বিশ্বজিৎ কুন্ডুর নাবালক পুত্র পৃথিজিৎ কুন্ডুর স্বার্থে ও হিতার্থে নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি বিক্রয়ের প্রার্থনায় তাহার পক্ষে স্বাভাবিক রক্ষক গার্জেন পিতা শ্রী বিশ্বজিৎ কুন্ডু একটি দরখাস্ত করিয়াছেন। এতদ সম্পর্কে কাহারও কোনও প্রকার আপত্তি বা বক্তব্য আদি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ত্রিশ দিন মধ্যে উপরিউল্লিখিত আদালতে উক্ত মোকর্দ্দমায় হাজির হইয়া নিজ নিজ বক্তব্য আদি পেশ করিবেন। অন্যথায় আইনানুগ মতে কার্য্য হইবেই।

তপশীল সম্পত্তির বিবরন

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা-নারায়নগড়, মৌজা- চাতুরীভাড়া, জে. এল. নম্বর -২৬৯, খতিয়ান নং -৫৯৯

দাগ নং	শ্রেনী	পরিমান
৪১৬	কালা	০.০৫৮ ডে

উত্তর ও দক্ষিন বাহু ৭.৫ ফুট। পূর্ব ও পশ্চিম বাহু ৩.৫ ফুট। যাহার উঃ- ক্রেতা নিজ। দঃ-মলয় কুমার সাউ ও প্রলয় কুমার সাউ। পূঃ-ক্রেতা নিজ। পঃ- O.T. Road

অনুমত্যানুসারে
Bibhas Mondal
সেরেস্তাদার
District Judge's Court
Paschim Medinipur

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলীর চুঁচুড়াস্থিত প্রথম সিভিল জজ (সিনিয়ার ডিভিশান) আদালত।

২০০৩ সালের ১৬ নম্বর দেওয়ানী মোকর্দ্দমা

শ্রী গোপাল চন্দ্র আহির,
পিতা- ঁমহাদেব আহির, সাকিম লাল দীঘিরধার চন্দননগর, পোঃ ও থানা চন্দননগর, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১৩৬ ...বাদী

-বনাম-

শ্রী দীপক আহির দীগর ...বিবাদীপক্ষ

প্রতি

(৮) শ্রী প্রবীর যাদব।
পিতা- ঁ সীতারাম যাদব ওঃ দয়ারাম যাদব, সাকিম লাল দীঘিরধার চন্দননগর, পোঃ ও থানা চন্দননগর, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১৩৬
৯ক) বিজয়া যাদব
স্বামী- ঁসুকুমার যাদব
৯খ) শ্রী সুরজ ভূষন যাদব
৯গ) শ্রী চন্দ্র ভূষন যাদব
উভয়ের পিতা- ঁ সুকুমার যাদব,
সকলের সাকিম বউবাজার, সি. এম. ডি. রোড, (টেলিফোন ভবনের নিকট), পোঃ খলিসানি, থানা চন্দননগর, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১৩৮।

এতদ্বারা অত্র বিজ্ঞপ্তি আদালতের আদেশ অনুসারে প্রকাশ করিয়া উক্ত মোকর্দ্দমার ৮ নম্বর বিবাদী প্রবীর যাদব, ৯ক) হইতে ৯গ) নম্বর বিবাদী যথাক্রমে বিজয়া যাদব, সুরজ ভূষন যাদব ও শ্রী চন্দ্র ভূষন যাদব-কে জানানো যাইতেছে যে, অত্র মোকর্দ্দমায় আদালত প্রিলিমিনারী ডিক্রী প্রদান করিবার পর বাদী গোপাল চন্দ্র আহির নালিশী সম্পত্তি আদালতের সার্ভেয়ার নিয়োগ দ্বারা নালিশী সম্পত্তি বিভাগবন্টন করিবার জন্য দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের অর্ডার ২৬, রুল ১৩ ও ১৫১ ধারামতে একটি দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন এবং আদালতের প্রদত্ত প্রিলিমিনারী ডিক্রী সংশোধন করিবার জন্য গত ইংরাজী ২২/১১/২০২২ তারিখে দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১৫১, ১৫২ ও ১৫৩ ধারামতে একটি দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। কিন্তু বাদী আপনাদিগকে আদালতের আদেশ মোতাবেক সমন/নোটীশ প্রেরন করা সত্বেও তাহা বেজারী হইয়া ফেরৎ আসায় বাদী গোপাল চন্দ্র আহির আদালতের আদেশ মোতাবেক আপনাদের নামিত সমন/নোটীশ অত্র দৈনিক কাগজে অত্র বিজ্ঞপ্তি মারফৎ আপনাদিগকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিন মধ্যে আপনারা যথাক্রমে প্রবীর যাদব, বিজয়া যাদব, সুরজ ভূষন যাদব ও চন্দ্র ভূষন যাদব অত্র মোকর্দ্দমায় স্বয়ং অথবা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাধ্যমে হাজির হইয়া আপনাদের বক্তব্য পেশ করিবেন। অন্যথায় একতরফা বিচারে বাদীর দাখিলী দরখাস্তদ্বয় শুনানী করা হইবে। ইহা আপনাদের সকলের অবগতির জন্য জানানো হইল

বাদীর উকিলবাবু
নিতাই চন্দ্র ঘোষ
এ্যাডভোকেট

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
Civil Judge (Sr. Divn.)
1st Court, Hooghly

বিজ্ঞপ্তি

In the Court District Delegate, Paschim Medinipur

Probate Case No. 27/2022

দীপালী রানী চক্রবর্ত্তী, পিতা-ঁরতন লাল চক্রবর্ত্তী, সাকিন- কনকপুর, পোষ্ট- ভরতপুর, থানা- ডেবরা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর ...দরখাস্তকারিনী

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে গত ইংরেজী ১৫.০২.২০২০ তারিখে রতন লাল চক্রবর্ত্তী পিতা-ঁবিপিন বিহারী চক্রবর্ত্তী পরলোক গমন করিয়াছেন। নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির জন্য তিনি একটি উইল সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন। উক্ত উইলের প্রবেট পাইবার জন্য অত্র দরখাস্তকারিনী উপরোক্ত আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনোরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে উপরোক্ত আদালতে উপস্থিত হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন নতুবা আদালতে একতরফা শুনানী হইবে।

তপশীল সম্পত্তির বিবরন

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা-ডেবরা, মৌজা -কনকপুর, জে.এল.নং - ৪১, খতিয়ান নং-১৪০, দাগ নং-২৯৮ জল, পরিমান- ০.০৯ একর পূর্ব দিক। দাগ নং- ৩০৮ বাস্তু, পরিমান- ০.০৪ একর দক্ষিন দিক। দাগ নং- ৩০৯ কালা পতিত, পরিমান- ০.৭৬ একর। দাগ নং- ৩১৬ বাস্তু, পরিমান- ০.০৩ একর দক্ষিন দিক। দাগ নং- ৩১০ কালা, পরিমান- ০.২৩ একর দক্ষিন দিক। দাগ নং- ৩১১ পুকুর, পরিমান- ০.১০ একর দক্ষিন দিক। দাগ নং- ৩১৫ পুকুর, পরিমান- ০.০২ একর। দাগ নং- ৩০৩ কালা, পরিমান - ০.১১ একর পশ্চিম দিক।
সর্বমোট পরিমান - ১.৩৮ একর এবং তদুপরিস্থ দ্বিতল পাকা বাড়ী এবং পুকুর খালি জায়গা।

অনুমত্যানুসারে
Tapas Ranjan Chakrabroty
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১২/০৭/২০২৩

বিজ্ঞপ্তি

বহরমপুর ডিষ্টিক্ট ডেলিগেট আদালত, জেলা মুর্শিদাবাদ।

মোঃ নং- ২৭/ ২২ Misc (Succession)

দরখাস্তকারী ঃ

1. Sahin Alam
2. Abdus Samin
both S/O Late Abdul Jabbar @ Abdul Jabbar Sk @ Jabbar Sk
3. Minor Sahina Khatun
D/O Late Abdul Jabbar @ Abdul Jabbar Sk @ Jabbar Sk. On behalf of the minor daughter & her self
4. Nasura Bibi
Wife of Late Abdul Jabbar @ Abdul Jabbar Sk @ Jabbar Sk, all of residing at Vill. Ramna Sekhpara, P.O Laxminathpur, P.S Domkal, Dist Murshidabad.

এতদ্বারা জনসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারীগন যথাক্রমে তাহাদের পিতা এবং স্বামী Abdul Jabbar @ Abdul Jabbar Sk @ Jabbar Sk র মৃত্যান্তে ওয়ারীশ হিসেবে তাহার Bank of Baroda, Islampur branch, Saving pass book account No - 00460100004441 বহিতে ২,৭৫, ৫৬২.৩৮ টাকা এবং তৎসহ সুদ গচ্ছিত আছে তাহা পাইবার নিমিত্তে Succession Certificate র প্রার্থনায় বহরমপুর ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, জেলা মুর্শিদাবাদ আদালতে একটি দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ৎ কিংবা উকিল বাবুর মারফৎ হাজীর হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন নচেৎ উক্ত দরখাস্তখানি একতরফা শুনানী হইবে।

দরখাস্তকারীগনের পক্ষে
Sabir Ahammed Chowdhury
(Advocate)

অনুমত্যানুসারে
Subrata Das
সেরেস্তাদার
বহরমপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, জেলা মুর্শিদাবাদ।
১০-৭-২৩

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী মোকাম শ্রীরামপুর লারনেড ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত

এ্যাক্ট - ৩৯ কেস নম্বর ৩৪/২০২৩

সর্ব সাধারন এর জ্ঞাতার্থে জানান যাইতেছে সাং হুগলী জেলার উত্তরপাড়া থানার ২নং মাখলার অন্তর্গত গোকুল সাউ পিতা- হরিচরণ সাউ। ২। সুব্রত মন্ডল, পিতা- বঙ্কিম মন্ডল, ৩। অংকুর কুমার বেরা পিতা অশোক কমার বেরা, তাহার / তাহাদের পালিকা মাতা গঙ্গামনি ওরফে গঙ্গারানী নস্কর স্বামী-মৃত শরৎ চন্দ্র নস্কর, সাং মাখলা, থানা উত্তরপাড়া, জেলা হুগলী এর উইলকৃত সম্পত্তি তাহাদের নামে প্রবেট লইবার জন্য হুজুর আদালতের নিকট আবেদন করিয়াছেন। এসম্পর্কে কাহারও কোন বক্তব্য বা আপত্তি থাকিলে অত্র নোটিশ / বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ৩০ দিনের মধ্যে অত্র হুজুর আদালতে উপস্থিত হইয়া স্বয়ং বা উকিল বাবুর মারফৎ আপত্তি জানাইবেন নতুবা এক তরফা শুনানি হইবে।

তপশীল

জেলা হুগলী, থানা ও সাবরেজিষ্ট্রী অফিস উত্তর পাড়া, মৌজা - মাখলাগ্রাম জে, এল, নং ১১, হাল এল, আর, খতিয়ান নম্বর ৩৭১ এল.আর দাগ নম্বর- ১৫০ সমগ্র বাস্তু জমি ৩৬ শতক কমবেশি ১৭ কাঠা যাহা টি. এন. মুখার্জি রোডের পাশে অবস্থিত উত্তরপাড়া পৌরসভার অন্তর্গত জমি ও তদুপরিস্থিত গৃহাদি।

দরখাস্তকারীর পক্ষে উকিল বাবু
মলয় মজুমদার
Advocate
Supreme Court of India

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী সমীর চক্রবর্ত্তী
সেরেস্তাদার
ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
শ্রীরামপুর, হুগলী, পঃ বঃ
১২-০৭-২৩

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম
সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

পাঁচলার বিডিওকে কালো গোলাপ, 'গান্ধীগিরি'তে হুঁশ ফেরানোর চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: গান্ধীগিরির নতুন নমুনা। পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসার ছবি সামনে এসেছে। বিভিন্ন জায়গায় আঙুল উঠেছে পুলিশ-প্রশাসনের দিকেও।

তাঁদেরই হুঁশ ফেরাতে এবার অন্য পন্থা বিরোধীদের। সোমবার দুপুরে হাওড়ার পাঁচলা ব্লকের ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরে আসেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিডিও দপ্তরে না থাকার জন্য যুগ্ম বিডিওর হাতেই কালো গোলাপ, মিষ্টির প্যাকেট দিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দু ব্যাঙ্গাত্মক সুরে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের সব ব্লক উন্নয়ন অধিকারিকদের মিষ্টি ও ফুল দেওয়া উচিত। এরা পঞ্চায়েতে এত সুন্দর ভালো গণনা করে মমতাময়ী নির্মমতাকে গণনার দিন সব লুট করে উপহার দিয়েছেন। এই চৌর্য বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত পশ্চিমবঙ্গের বিডিওরা। মিডডে মিল দিয়ে শুরু হবে আর মনরেগা দিয়ে শেষ হবে, এই বিডিওদের লাইন পড়ে যাবে। আমি আজকে এখান থেকে শুরু করলাম। তবে যে করতে চান শান্তিপূর্ণ ভাবে গান্ধীগিরি করে করবেন। মিষ্টি না পাওয়া গেলে নকুলদানা ও বাতাসাও দিতে পারেন।' শুভেন্দু আরও বলেন, 'এত সুন্দর ভোট করানোর জন্য এটা তাদের প্রাপ্য।' আর তিনি আসছেন শুনেই পাঁচলার বিডিও দপ্তর ছেড়ে পালিয়েছেন বলেও কটাক্ষ করেন।

এছাড়াও তিনি জানান ভোটের দিন রাজ্যপালের কাছেও সাত হাজারের বেশি অভিযোগ জমা পড়েছে। সেই বিষয়ে কী পদক্ষেপ তিনি করবেন সেটা রাজ্যপালের বিষয়। এছাড়াও বিজেপির পক্ষ থেকে গোটা ঘটনার প্রেক্ষিতে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মামলাটি আদালতের বিচারাধীন রয়েছে বলেই জানান শুভেন্দু।

টাকা হাতানোর অভিযোগে আইনজীবীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপের নির্দেশ বিচারপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: টাকা হাতানোর অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের এক আইনজীবীর বিরুদ্ধে। আর এই ব্যাপারে পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এরই পাশাপাশি ওই আইনজীবীকে শোকজও করেন তিনি। সোমবার বিচারপতির নির্দেশ, ওই আইনজীবীর বিরুদ্ধে অভিযোগ খতিয়ে দেখবে হাইকোর্টের অরিজিনাল সাইট। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে এফআইআর করতে হবে বলেও নির্দেশ দেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলকেও বিষয়টি দেখতে বলেন তিনি। প্রসঙ্গত, সোনালি মুখোপাধ্যায় নামে এক মহিলার অভিযোগ, হাইকোর্ট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির সদস্য আইনজীবী স্বাগত দত্ত অসত্য বলে কয়েক হাজার টাকা নিয়েছেন। ওই মহিলা টাকা লেনদেনের স্ক্রিনশটও বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখান। সেখানে দেখা যায়, দু'বারে প্রায় ১০ হাজার টাকা তাঁর কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে।

এই অভিযোগ প্রসঙ্গে ওই আইনজীবীর কাছে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় জানতে চান, 'আপনি টাকা নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ করা হচ্ছে। লিগ্যাল সার্ভিসেসের আইনজীবী হিসাবে আপনি কি টাকা দাবি করতে পারেন? আপনি কি টাকা নিয়েছিলেন?' প্রত্যুত্তরে আইনজীবী জানান, এটা তিনি বলতে পারবেন না। সম্ভবত এই ঘটনাটি জানেন তাঁর ক্লার্ক। এরপরই বিচারপতির প্রশ্ন,'আপনার ক্লার্ক কি আপনার অনুমতি না থাকলে এ ভাবে চাপ দিয়ে টাকা আদায় করতে পারেন? আপনি কতদিন হাইকোর্টে ওকালতি করছেন?' জবাবে আইনজীবী বলেন, 'ধর্মাবতার ২২ বছর ওকালতি করছি।' এ কথা শুনে ওই আইনজীবীর সিনিয়র কে, তা জানতে চান বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। আইনজীবী বলেন, 'আমি এখন বলতে চাইছি না। কারণ, তিনি এখন বিচারপতি রয়েছেন।' এরপরেও ওই বিচারপতির নাম জানতে চান বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। আইনজীবী তখন জানান, 'বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের জুনিয়র ছিলাম আমি।' এরপরই বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'ঠিক আছে।

ভোজলি-সহ পাঁচ দুষ্কৃতী ধৃত বীজপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল পাঁচ দুষ্কৃতী। কিন্তু অপারেশনের যাওয়ার আগেই পুলিশের জালে ওই পাঁচ দুষ্কৃতী। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার গভীর রাতে বীজপুর থানার পুলিশ হানা দেয় কাঁচড়াপাড়ার কুলিয়া রোড সংলগ্ন এলাকায়। সেখান হানা দিয়ে পুলিশ পাঁচ দুষ্কৃতীকে পাকড়াও করেছে। ধৃতদের নাম টিংকু দাস, শুভজিৎ কাহার, শেখ সালাম, সুনীল প্রসাদ ও রাহুল প্রসাদ। পুলিশ ধৃতদের কাছ থেকে ভোজালি ও ছুরি উদ্ধার করেছে। পুলিশ ধৃতদের জেরা করে বাকিদের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করছে।

বাঙালিয়ানাকে তুলে ধরতে মেগা র‍্যাম্প শো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডিএস প্রোডাকশন এন এন্টারটেইনমেন্টের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল এক মেগা র‍্যাম্প শো ২-কে ২০২৩। এই শো-তে ড. অরিজিৎ কমুার নিয়োগীর পৃষ্ঠপোষকতায় তুল ধরা হয় খাঁটি বাঙালিয়ানাকে। এই শোতে অংশ নেন খ্যাতনামা মডেলরা। যাঁদের মধ্যে ছিলেন সপ্তর্ষি, সুরভি, বিশ্বরূপ, রিয়া, আকাশ ভারতী, পায়েল, ত্রিদীপ, সুলমল।

গত ১০ দিনে রাজধানীতে বুকিং ১০০ শতাংশ:পূর্ব রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গত সপ্তাহের টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তর ভারতের রেল পরিষেবা। তবে তারই মধ্যে হাওড়া এবং শিয়ালদা থেকে দু'টি রাজধানী তদের পরিষেবা অক্ষুন্ন রেখেছে। এই প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, গত ১০ দিনে অর্থাৎ ৭ থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত ১২৩০১ হাওড়া-নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস এবং ১২৩১৩ শিয়ালদা-নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেসে ১০০ শতাংশ বুকিং হয়েছে। এর থেকে স্পষ্ট যে, শুধু ফেস্টিভ সিজন বা ছুটির সময়ই নয়, রাজধানী সবসময়েই ট্যুরিস্ট থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীদের কাছে অগ্রাধিকার পায়।

লেকটাউনে দমকলকর্মী খুন ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরেই, দাবি পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লেকটাউনে দমকল কর্মী স্নেহাশিস রায়ের খুনের ঘটনায় মোট পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করেছে বিধান নগর গোয়েন্দা বিভাগ ও লেকটাউন থানার পুলিশ। ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরেই খুন বলে দাবি করেছে পুলিশ। বিধাননগর কমিশনারেট সূত্রে খবর, ধৃত সাগরের থেকে উদ্ধার হয়েছে খুনে ব্যবহৃত ৭এমএম পিস্তল। পাশাপাশি বিধাননগর কমিশনারেটের তরফ থেকে এও জানানো হয়, ৭০ হাজার টাকার বিনিময়ে খুনের সুপারি দেয় সাগর। জেরা করে দাবি পুলিশের। এছাড়াও একটি ওয়ান শার্টার ও এক রাউন্ড কার্তুজও উদ্ধার হয়েছে পুলিশ সূত্রে খবর। এরই পাশাপাশি বিধাননগর কমিশনারেটের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, 'যাঁরা খুন করছে তাঁদের সঙ্গে কোনও শত্রুতা ছিল না স্নেহাশিসের। এরা শুধু সুপারি নিয়েছিল তাঁকে মারার জন্য। আর এই সুপারি দিয়েছিলেন সাগর। এই সাগরের সঙ্গেই ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল মৃতের। তদন্ত করে জানতে পেরেছি সাগরের একটি লটারি ব্যবসা ছিল। আর সেই ব্যবসা খারাপ হওয়ার পিছনে তাঁর ধারনা তৈরি হয় এমন অবস্থার পিছনে স্নেহাশিসের হাত রয়েছে।'

এরই পাশাপাশি উঠে এসেছে আরও একটি ব্যক্তিগত তথ্যও। সাগর একদিন তাঁর স্ত্রীকে স্নেহাশিসের সঙ্গে দেখে নেন। তারপর থেকেই তাঁর বদ্ধমূল ধারনা হয়ে যায় যে ওদের মধ্যে পরকীয়ার সম্পর্ক রয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার লেকটাউনে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় দমকল কর্মী স্নেহাশিস রায়ের। বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। এর আগেও স্নেহাশিসের উপর হামলা হয়েছিল বলে সূত্রের খবর।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৮ জুলাই ১ শ্রাবণ, ১৪৩০, মঙ্গলবার

বেতন বন্ধ করে দেব, নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় পর্ষদ সভাপতিকে ভৎর্সনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতির একটি মামলায় আদালতের আগের নির্দেশ না মানায় সোমবারই প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পালকে আদালতে সশরীরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তড়িঘড়ি এদিন হাইকোর্টে হাজির হয়েছিলেন পর্ষদ সভাপতি। তাঁকে দেখতে পেয়েই এদিন গর্জে ওঠেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় । আদালতের নির্দেশ না মানায় নজিরবিহীনভাবে তাঁর বেতন বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি।

বেতন বন্ধের কথা শুনেই আদালত চত্বরে ভেঙে পড়েন প্রাথমিক পর্ষদ সভাপতি। হাত জোড় করে প্রায় কেঁদে ফেলার উপক্রম করে পর্ষদ সভাপতি বলেন, 'আমি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করি।' জানান, তিনিই পরিবারের একমাত্র রোজগেরে, বাড়িতে বৃদ্ধা মা রয়েছেন। তিনি অসুস্থ, চিকিৎসা চলছে। এরপরেই তাঁকে শান্ত হতে বলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য তিনি গৌতম পালকে ৫ মিনিট সময়ও দেন। অনুরোধ করেন, 'প্লিজ বেতন বন্ধ করবেন না। একক বেঞ্চের নির্দেশ ৭

দিনেই কার্যকর করব। আমার কোনও ভুল হলে মাফ করে দেবেন।'

প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের টেট পরীক্ষায় বসেছিলেন এক চাকরিপ্রার্থী। প্রাথমিকভাবে মামলাকারী জানতে পারেন, তিনি ওই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হননি। যদিও পরে জানা যায়, তিনি টেট পরীক্ষায় পাশ করেছেন। ২০২০ সালে সেই পরীক্ষার জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়। উত্তীর্ণ হয়েছেন জানতে পারার পরেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মামলাকারী। তখনই বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতিকে নির্দেশ দেন, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় মামলাকারীকে যত দ্রুত সম্ভব ইন্টারভিউতে ডাকতে হবে।

গত ৭ জুন এক টেট প্রার্থীর ইন্টারভিউ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। সেই ইন্টারভিউ এখনও পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। আদালতের নির্দেশ না মানায় পর্ষদকে ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশও দেন বিচারপতি। কিন্তু পর্ষদ দাবি করেছিল, ডিভিশন বেঞ্চে মামলা হয়েছে। তাই ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছে না।

এদিকে সোমবার বিচারপতি জানতে পারেন, এদিনই বিকেলে ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করেছে পর্ষদ। তাহলে আগে কেন ডিভিশন বেঞ্চের কথা বলা হল তা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, সোমবারই পর্ষদ সভাপতি গৌতম পালকে হাজিরা দিতেও বলা হয়েছিল। আপিলের নথি নিয়ে আসতে বলা হয়েছিল তাঁকে।

এরপরেই প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পালকে আপিলের নথি নিয়ে দুপুর ৩টের সময় আদালতে হাজিরা দিতে নির্দেশ দেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। সেই মতোই তড়িঘড়ি এদিন কলকাতা হাইকোর্টে হাজিরা দেন পর্ষদ সভাপতি। সেখানেই প্রথমে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় তাঁকে ডিভিশন বেঞ্চে দায়ের করা মামলার নম্বর জানতে চান। সূত্রের খবর, সেই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর ছিল না গৌতম পালের কাছে। এরপরেই অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, তিনি গৌতম পালের বেতন বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন।

তখনই পর্ষদ সভাপতি জানান, বোর্ডের ভুল হয়ে গেছে। এরপরই বোর্ডকে সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য ৫ মিনিট সময় বেঁধে দেন বিচারপতি। পাঁচ মিনিট পরে এজলাসে এসে পর্ষদ সভাপতি আশ্বাস দেন, ডিভিশন বেঞ্চ থেকে মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। সেই শর্তে বেতন বন্ধের নির্দেশ দিয়েও প্রত্যাহার করে নেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

অভিষেকের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়েরের আবেদন, বৃহত্তর বেঞ্চ বসাচ্ছে হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিকে উদ্দেশ্য করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা মন্তব্য নিয়ে আদালত অবমাননার অভিযোগে সুয়োমোটো মামলা দায়েরের আবেদন করার জন্য বসতে চলেছে বৃহত্তর বেঞ্চ। বিষয়টি নিয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। এছাড়া প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একাধিক আইনজীবী স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করার আবেদন করেন। কিন্তু সুয়োমোটো মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে বৃহত্তর বেঞ্চের কাছে আবেদন করতে হয়।

জানা গিয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করে বিচারপতিকে তির্যক মন্তব্যের বিষয়টি বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চের সামনে আনেন আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য ও শাক্য সেন। তাঁরা আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, একজন ব্যক্তি বারংবার আদালত, বিচার ব্যবস্থা, বিচারপতিকে ক্রমাগত আক্রমণ করে চলেছেন। বিচারপতির নাম নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের কাছে নাম উল্লেখ না করে আইনজীবীরা বলেন, 'ওঁর বক্তব্য হাইকোর্ট খুনিদের

রক্ষাকবচ দিচ্ছে। হাইকোর্টের জন্যই নির্বাচনে এতো রক্তারক্তি। তিনি কার্যত বিচার ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করছেন। এর আগেও তিনি এমন মন্তব্য করেছেন। আর এই কারণে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করুক আদালত, এমনটাই আর্জি জানানো হয় সোমবার।

গত শুক্রবার ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসে নন্দীগ্রামে আহত তৃণমূল সমর্থকদের দেখতে এসএসকেএম-এ যান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর এসএসকেএম হাসপাতাল চত্বরে দাঁড়িয়ে তৃণমূল সাংসদ নাম না করে কলকাতা হাইকোর্টের এক বিচারপতির সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, 'ভবিষ্যতের অপরাধেও যাতে গ্রেপ্তার না করা হয় তার জন্য রক্ষাকবচ দেওয়া হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ করতে পারছে না। সমস্ত বিজেপি নেতাদের রক্ষা কবচ দেওয়া হচ্ছে।' সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এও দাবি করেন, 'কলকাতা হাইকোর্টের একজন বিচারপতির জন্য গোটা বিচার ব্যবস্থা কলুষিত হচ্ছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গাড়ি সাধারণ মানুষকে গাড়ি চাপা দিয়ে চলে যাচ্ছে তবু পদক্ষেপ করা যাচ্ছে না। ওই বিচারপতি শুভেন্দুকে এমন রক্ষাকবচ দিয়েছেন যে আগামী দিনেও ওঁর কোনও অপরাধের জন্য পুলিশ পদক্ষেপ করতে পারবে না।' সেই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই ব্যাপক শোরগোল পড়ে বঙ্গ রাজনীতিতে। সমালোচনায় সরব হন বিরোধীরাও। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি লিখে ডায়মণ্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংসদ পদ খারিজের আবেদন জানিয়ে চিঠি লেখেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ।

ফুট ওভারব্রিজ সম্প্রসারণের দাবিতে ব্যারাকপুর স্টেশনে রেল অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনেই ভোগান্তির শিকার রেল যাত্রীরা। ফুট ওভারব্রিজ সম্প্রসারনের দাবিতে ব্যারাকপুর স্টেশন সংলগ্ন ১৪ নম্বর রেল গেটের সামনে রেল অবরোধ করল বিক্ষোভ নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ। রেল অবরোধের জেরে শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর মেইন শাখায় ট্রেন চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। এদিন সকাল ৮টা ৪৫মিনিট থেকে রেল অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের সদস্যরা। সেই অবরোধের সামিল হন ব্যারাকপুরের বাসিন্দারা। লিখিত আশ্বাস না মেলা পর্যন্ত অবরোধ চালিয়ে যাবার হুঁশিয়ারি দেন অবরোধকারীদের।

স্থানীয়রা জানান, ২০২০ সালে আমফান ঝড়ে ব্যারাকপুর রেলস্টেশনের মাঝখানে থাকা পূর্ব পাড়ের সঙ্গে পশ্চিম পাড়ের যোগাযোগকারী ফুট ওভারব্রিজটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তারপর রেলের তরফে ব্রিজটি মেরামতিও করা হয়েছিল। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে দু-নম্বরের সঙ্গে এক নম্বরের যোগাযোগের ব্রিজের অংশ কেটে ফেলা হয়। ফুট ওভারব্রিজ

সম্প্রসারনের দাবিতে রেল প্রশাসনের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠকে বসেন ব্যারাকপুর শাখার নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ। কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষের তরফে আশ্বাস না পেয়ে ১৭জুলাই রেল অবরোধ কর্মসূচির কথা তারা আগাম জানিয়ে দেন। পূর্ব ঘোষিত অনুযায়ী এদিন ১৪ নম্বর গেটে অবরোধে নামে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ।

সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনে রেল অবরোধের জেরে চরম ভোগান্তির শিকার অফিস যাত্রী থেকে শুরু করে নিত্যযাত্রীরা। টানা দু-ঘণ্টা ধরে চলে রেল অবরোধ। অবশেষে রেল কর্তৃপক্ষের তরফে লিখিত আশ্বাস পেয়ে তারা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। বিক্ষোভকারী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় বলেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ের সংযোগকারী ফুট ওভারব্রিজটিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার দাবিতে এই রেল অবরোধ। রেল প্রশাসনের কাছে একাধিকবার স্মারকলিপি জমা দেওয়া সত্ত্বেও সুরাহা মেলেনি। নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের সদস্য অজিত কুণ্ডু বলেন, ২ নম্বর থেকে এক নম্বর পর্যন্ত কেটে ফেলা ব্রিজের সম্প্রসারনের দাবিতে তিন বছর ধরে তারা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। এক বছর আগে শিয়ালদহ ডিআরএম ব্রিজ গড়ার আশ্বাস দিলেও, একচুল কাজ এগোয়নি। অজিত বলেন, গত ১৪ ও ১৬ জুলাই রেল প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত মেলেনি। এদিনও অবরোধের আগে তারা রেল প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন। কিন্তু তারা কোনও সদুত্তর পাননি। বাধ্য হয়ে তাঁরা আন্দোলনে নেমেছেন।

ব্যারাকপুরের বাসিন্দা সুনন্দা দে জানান, দীর্ঘদিনের সমস্যা। ব্রিজ না থাকায় তাদের নিত্যদিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত। ব্যারাকপুর শাখার নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের সদস্য অরুণকুমার ঘোষ জানান, ফুট ওভার ব্রিজ সম্প্রসারনের জন্য গণ স্বাক্ষর সম্মিলিত চিঠি রেল কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রেলের তরফে কোনও সদুত্তর মেলেনি। এদিন রেল প্রশাসন লিখিতভাবে দু-তিন মাসের মধ্যে রেল ওভার ব্রিজটি পুনর্গঠনের আশ্বাস দেন। কিন্তু অবিলম্বে ব্রিজ তৈরির কাজ শুরু না হলে ফের তারা রেল অবরোধে সামিল হবেন।

কুকুরদের খাওয়াতে গিয়ে আক্রান্ত তরুণী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশুসেবা করতে গিয়ে পশুপ্রেমীদের হেনস্তা নতুন কিছু নয়। পোষ্য-সহ গোটা বাড়িকে জ্বালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ যেমন উঠেছে তেমনই হাড়হিম করে দিয়েছে এনআরএস কাণ্ড। এবার দক্ষিণ কলকাতায় তেমনই ঘটনা ঘটল।

সূত্রে খবর, গত শনিবার দুপুর ৩ টে নাগাদ ১/৩৬ আজাদগড়ের বাসিন্দা অঙ্কিতা সিকদার অভ্যাসবশত রাস্তার সারমেয়দের খাওয়াচ্ছিলেন। অভিযোগ, তখনই প্রতিবেশীরা তাঁকে বেধড়ক মারধর শুরু করে। এরপর সমগ্র ঘটনা জানানো হয় গল্ফগ্রিন থানায়। আর এই প্রতিবেশীদের মারধরের জেরে অঙ্কিতা সিকদারকে এম আর বাঙ্গুরে যেতে হয়।

এই ঘটনায় অঙ্কিতার বক্তব্য, এর আগেও বেশ কয়েকবার কুকুদের খাওয়ানোকে নিয়ে হুমকি এসেছে। তবে এখানেই শেষ নয়। পাড়ার ৭ মহিলার নামে গল্ফগ্রিন থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। এই ঘটনায় নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তা চাইছেন তরুণী। পুরো ঘটনা নিজের সোশ্যাল মিডিয়াতেও জানিয়েছেন অঙ্কিতা।

সোমবার বিধানসভায় রাজ্যসভার নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল প্রার্থীদের হাতে শংসাপত্র।

বিজেপির রাজ্যসভার নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী অনন্ত মহারাজকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও নিশীথ প্রামাণিক। ছবি: অদিতি সাহা

কলেজে ভর্তির আবেদনের শেষ দিন উতরাল, ধন্দ কাটল কই

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা: জাতীয় নয়া শিক্ষানীতির ঘোষণা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজে স্নাতক স্তরে ভর্তি হওয়া পড়ুয়াদের নাম সোমবার ঘোষণা করা গেল না। জুন মাসের গোড়ায় রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর জানিয়ে দিয়েছিল ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে বিধি মেনে সবাইকে আবেদন করতে হবে। হরেক অনিশ্চয়তা ও ধন্দ থাকায় সবার পক্ষে সেই আবেদনও করা সম্ভব হয়নি। এই বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছিল গত ১৪ মার্চ। পরীক্ষা শেষ হয় গত ২৭ মার্চ।

এরপর গত ১৫ মে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য নিজেই বসু ট্যুইট করে জানান যে, ২৪ মে বুধবার দুপুর ১২টা নাগাদ ফল প্রকাশ হবে।

পরীক্ষা শেষ হওয়ার মাত্র ৫৭ দিনের মাথড়য় ফলপ্রকাশ করে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এই বছর প্রায় ৮ লক্ষ ৬০হাজার পরীক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেন। ফল প্রকাশের ঠিক এক সপ্তাহ পর ৩১ মে, বুধবার উচ্চমাধ্যমিকের মার্কশিট আর শংসাপত্রের হার্ড কপি দিতে শুরু করে সংসদ।

এবার ভর্তির সমস্যার কারণ, প্রথমদিকে পশ্চিমবঙ্গ-সহ দু-একটি রাজ্য জাতীয় শিক্ষানীতির বিরোধিতা করলেও অধিকাংশ রাজ্যই তা মেনে নেয়। দফায় দফায় বৈঠকের পর মান্যতা দেয় পশ্চিমবঙ্গ। ঠিক হয় প্রতিটি কলেজের ভর্তির আলাদা পোর্টাল হবে। রাজ্য ঘোষণা করে ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে আবেদন প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। রাজ্য সরকার ঠিক করে চার বছরের নয়া স্নাতক পাঠক্রমের সঙ্গে পুরনো তিন বছরের পাঠক্রমও থাকবে। এই দু'রকম আবেদনে সমস্যা বেড়েছে।

উত্তর কলকাতার জয়পুরিয়া কলেজে এবার পূরণ করা আবেদনপত্র জমা পড়েছে অন্য বছরের তুলনায় হাজার তিন কম। অন্য বছর প্রায় ২৫ হাজার জমা পড়ে। এবার পড়েছে ২২,৫০০-র মত। কলেজে আসনসংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার। গত বছর মধ্য কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজে স্নাতক স্তরে ভর্তির জন্য আবেদন জমা পড়েছিল ৫০ হাজারের ওপর। সূত্রের খবর, এবার জমা পড়েছে ৩০ হাজারেরও কম।

দক্ষিণ কলকাতার যোগেশ চৌধুরী কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ পঙ্কজ রায় সোমবার বলেন, 'কোভিডের আঁচ থাকায় গত বছর আমাদের বিভিন্ন পাঠক্রমে সেভাবে আবেদন জমা হয়নি। এবার করেছেন হাজার তিনের মত আবেদনকারী। এই ঘাটতিটা হয়েছে মূলত বিজ্ঞানের বিষয়গুলো পড়ুয়ারা নিতে চাননি। কারণ, বিএসসি পাশ করে চাকরি নেই।'

দক্ষিণ কলকাতার সুপরিচিত কলেজ নিউ আলিপুরে এবার

আবেদনপত্র জমা পড়েছে ৫ হাজার ৬৯২। গত বছরের তুলনায় প্রায় ৩০০ কম। অধ্যক্ষ ইন্দ্রনীল কর জানিয়েছেন, 'আমরা এতে একটু সমস্যায় পড়ব। এ বছর আসনসংখ্যা বেড়েছে। কিভাবে এত আসন পূরণ হবে বুঝতে পারছি না।' এই সব আবেদনের প্রায় ৪৫ শতাংশই তিন বছরের 'মাল্টি ডিসিপ্লেনারি' পাঠক্রমের জন্য।

পশ্চিমবঙ্গের অধ্যক্ষ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সংগঠনের সভাপতি ডঃ শ্যামলেন্দু চট্টোপাধ্যায় এই প্রতিবেদককে জানান, প্রথমে স্থির হয়েছিল শিক্ষা দপ্তর কেন্দ্রীয়ভাবে ভর্তি প্রক্রিয়া পরিচালনা করবে। শেষ পর্যন্ত সেটা করা হয়নি। করা গেলে হয়ত এই অবস্থা কিছুটা রোখা যেত।

শ্যামলেন্দুবাবু বলেন, 'আমার ধারণা, নয়া শিক্ষাবর্ষের ভর্তি শুরু হতে হতে আগস্ট হয়ে যাবে। বিভিন্ন কলেজে বিজ্ঞানে বরাদ্দ আসনের ৪০ শতাংশ খালি হয়ে যাবে। কারণ, বিজ্ঞানের বিভিন্ন পাঠক্রমে ভর্তি হওয়া পড়ুয়ারা প্রথমে ভর্তি হওয়া প্রতিষ্ঠান ছেড়ে আরও ভাল কিছুর আশায় অন্য প্রতিষ্ঠানে চলে যাবেন।'

সংরক্ষণে অনগ্রসরদের কোটা বাড়িয়ে একটা অনিশ্চয়তা তৈরি করা হয়েছে। অনেক কলেজেই এই কোটা পূরণ হয় না। অনেক আসন শূন্য থাকে। এই সংরক্ষিত শূন্য আসন সাধারণ আসনে রূপান্তরিত হয়ে লেনদেনের বাজারে হাজির হবে। এতে পড়ুয়া ও অভিভাবকদের অনেকে যথেষ্ঠ বিভ্রান্ত হয়েছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট কলেজের সংখ্যা ১৫৩। শ্যামলেন্দুবাবু এই প্রতিবেদককে বলেন, 'প্রথমে কথা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে ভর্তি করা হবে। শেষ পর্যন্ত সেটা করা হয়নি। করা গেলে ভর্তিতে বেআইনি আর্থিক লেনদেনে অনিয়মের আশঙ্কা অনেকটাই রোখা যেত।'

শ্যামলেন্দুবাবুর মতে, 'আমার অভিজ্ঞতা বলে, সেপ্টেম্বর মাসে বিভিন্ন কলেজের খালি আসনগুলোয় ভর্তি নিয়ে একটা বেআইনি লেনদেন চলবে। তার পর পুজোর ছুটি এসে যাবে। সব মিলিয়ে বেশ কিছু পড়ুয়া ও অভিভাবক সমস্যায় পড়তে পারেন।' অন্যদিকে ডঃ পঙ্কজ রায় বলেন, 'আমরা লক্ষ্য রাখছি যাতে ১ আগস্ট থেকে নয়া পাঠক্রমের ক্লাশ শুরু করা যায়।'

সব মিলিয়ে, এখনও কলেজে ভর্তি হতে যাওয়া নয়া পড়ুয়াদের একটা বড় অংশ বা তাঁদের অভিভাবকরা রীতিমত শঙ্কায়। কবে তাঁরা এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হবেন, একমাত্র সময়ই তার উত্তর দিতে পারবে।

জেল হেপাজতে অসুস্থ সুজয়কৃষ্ণ, ভর্তি করা হল এসএসকেএম-এ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন কালীঘাটের কাকু। এরপরই তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বলে সূত্রে খবর। প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ইডির হাতে গ্রেপ্তার হয়ে এখন তিনি জেলবন্দি। তবে এদিন বুকে ব্যথা অনুভব করার পরই সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে তড়িঘড়ি রাজ্যের সর্বসেরা সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই মুহূর্তে এসএসকেএম হাসপাতালের চিকিৎসকরা এই মুহূর্তে তাঁকে পরীক্ষা করছেন বলে জানা গিয়েছে। এদিকে প্যারোল শেষ হওয়ার তিন দিনের মধ্যেই অভিযুক্তর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের নির্দেশ ছিল ইডি আদালতের। তার মধ্যেই এই অসুস্থতা দেখা দেওয়ায় প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা।নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে কালীঘাটের কাকুকে একাধিকবার ডেকে পাঠায় সিবিআই। একবার সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখিও হন তিনি। স্ত্রীয়ের অসুস্থতার কথা বলে একাধিকবার জেরাও এড়িয়েছেন তিনি। পরবর্তীকালে তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডিও। তল্লাশির পর ফের সুজয়কৃষ্ণকে তলব করা হয়। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইডি। সুজয়কৃষ্ণের গ্রেপ্তারির পর থেকে আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন তাঁর স্ত্রী বাণী ভদ্র। সম্প্রতি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর স্ত্রীয়ের। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণেও ছিলেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। স্ত্রীয়ের মৃত্যুর পর শেষকৃত্যে যোগ দেওয়ার জন্য প্যারোলে মুক্তি পান কালীঘাটের কাকু। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর ফের তাঁকে জেলে ফিরে যেতে হয়।

নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত বেসরকারি বিএড কলেজ সংগঠনের সভাপতি তাপস মণ্ডলের মুখে প্রথম শোনা যায় কালীঘাটের কাকুর নাম। তাপস দাবি করেন, বলাগড়ের বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা কুন্তল ঘোষ কালীঘাটের কাকুকে অর্থাৎ এই সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে টাকা দেওয়ার কথা বলে তাঁর থেকে বড় পরিমাণের অর্থ নিয়েছেন। পরবর্তীকালে গোপাল দলপতির মুখেও সুজয়কৃষ্ণর নাম শোনা যায়। যদিও প্রকাশ্যে কালীঘাটের কাকুকে টাকা দেওয়ার কথা অস্বীকার করেন কুন্তল ঘোষ। তবে ইডি আধিকারিকদের দাবি, নিয়োগ দুর্নীতির টাকা বিপুলভাবে লাভবান হয়েছেন সুজয়কৃষ্ণ। তাঁর একাধিক সম্পত্তির নাগালও পেয়েছেন ইডি আধিকারিকরা।

সুজয়কৃষ্ণকে গ্রেপ্তারির পর থেকেই তোলপাড় হয় রাজ্য রাজনীতি। একাধিক সাক্ষাতকারে কালীঘাটের কাকু জানান, তিনি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দপ্তরে কাজ করেন। অভিষেককে ফাঁসানোর চেষ্টা করে কোনও লাভ হবে না বলেও জানান তিনি।

সম্পাদকীয়

এর পরেও আগামী মনে রাখবে তো?

ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রী আসনে আসার পর নরেন্দ্র মোদি এরকমই নানাবিধ বদল এনেছেন বহিরঙ্গে। প্রকল্পের নাম বদলাচ্ছেন, পুরনো নোট বদলে দিচ্ছেন, কাশ্মীরের স্ট্যাটাস বদলে ফেলছেন, নতুন শিক্ষা নীতি করছেন। তাঁর বড় বাসনা যে একটি স্থায়ী আসন পেতে হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আলাপচারিতায়। তাঁরা যেন বলে, এই যে নোট দেখছো, এটা নরেন্দ্র মোদির আমলে হয়েছিল। এই যে নীতি আয়োগ নামক নামটি শুনতে পাচ্ছো একে আদিযুগে বলা হতো প্ল্যানিং কমিশন, মোদিজি এসে পাল্টে দিয়ে এই নতুন নাম করেছেন। ওই যে পার্লামেন্ট বিল্ডিং দেখতে পাচ্ছো ওটাও তো মোদিজির অবদান। তার উপরে রাখা নতুন ধরনের অশোকস্তম্ভ তাঁরই কীর্তি। আমি আগামী ভারতে পিএইচডির বিষয় হব তো? এরকম নানাবিধ সম্ভাবনা ও আকাঙ্ক্ষার কথা ভাবতে ভাবতে নরেন্দ্র মোদির যেন ঘুমই হয় না। তিনি ঠিক নিশ্চিত হতে পারছেন না। তাই আট বছর পরও তাঁকে একের পর এক চমক দিতে হচ্ছে।

একটানা ৪৮ ঘণ্টার কোনও গ্যাপ আমরা দেখিনি যে, নরেন্দ্র মোদি কোনও ঘোষণা করেননি কিংবা নিজের ও সরকারের প্রশংসা করেননি। 'প্রধানমন্ত্রী অনেকদিন কিছু বলেন না তো?' এরকম কোনও প্রশ্ন আমাদের মধ্যে কখনও আলোচনা হওয়ার সুযোগই দেন না তিনি। প্রতিদিন একটি নয়, অন্তত গড়ে তিনটি করে বক্তৃতা দেন। তিনি আলোচনায় থাকতে ভালোবাসেন। আমাকে নিয়ে চর্চা হচ্ছে এই অ্যাটেনশন সিকিং মনস্তত্ত্বই মোদির চালিকাশক্তি।

ইতিহাস বদলে দেওয়া একটি নেশা। কিন্তু কী আশ্চর্য! যে শাসকেরা এই নেশায় আচ্ছন্ন হয়েছেন, ভারতের ইতিহাস তাঁদের খুব একটা সিরিয়াসলি নেয়নি। অনেককে নিয়েই পরবর্তীকালে হাসাহাসিই হয়েছে। অথবা ভুলেই গিয়েছে। রিমেক অথবা রিমিক্স আজও সঙ্গীতের ইতিহাসে মূলস্রোতে প্রবেশ করতে পারেনি। সাময়িক ঢেউ তুলেছে। সিডি, ক্যাসেট রেকর্ড পরিমাণ বিক্রিও হয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ না সেই গায়ক গায়িকা নিজেদের মৌলিক কিছু উপহার দিতে পেরেছেন, তাঁদের কেউ মনে রাখেনি। আট বছরে শুধুই রিমেক আর রিমিক্স! আমরা অরিজিন্যাল কিছু পেলাম না। আগামী ভারত তাঁকে যাতে মনে রাখে সেটা চান মোদি। কিন্তু নতুন প্রজন্মের প্রবণতা হল মুভ অন। অর্থাৎ বেশিদিন একটি পেশা অথবা ইস্যুতে আটকে না থাকা। আগামী ভারতের আধুনিক প্রজন্মের কাছে এভাবে রিমেক আর রিমিক্স করে চিরস্থায়ী হওয়া দুষ্কর!

জন্মদিন

আজকের দিন

প্রিয়াঙ্কা চোপড়া

১৮৬১ *বিশিষ্ট চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৮২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার জন্মদিন।*
১৯৯৮ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ইশান কিষানের জন্মদিন।*

সম্মানটুকু যে তাঁদের প্রাপ্য!

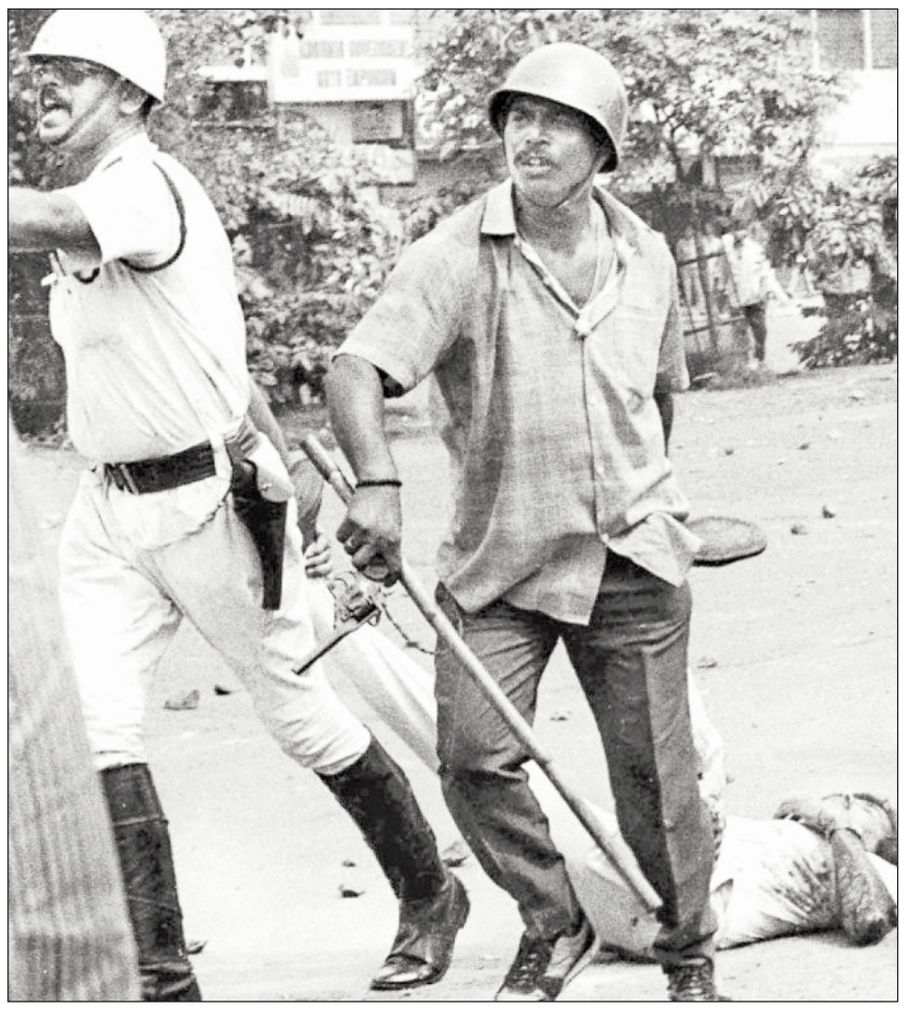

সুপ্রিয় দেবরায়

ছোটবেলায় জেনেছিলাম 'শহিদ দিবস' বলা হত ৩০ জানুয়ারি, গান্ধীজি'র মৃত্যুর দিনটিকে। আবার কারুর কারুর মুখে শুনেছিলাম ভগত সিং, সুকদেব, রাজগুরুর ফাঁসির দিন ২৩ মার্চ'কেও 'শহিদ দিবস' হিসেবে পালন করেন অনেকে। বেশ কিছুটা বড় হয়ে জানতে পারলাম, ২১ অক্টোবর 'পুলিশ শহিদ দিবস' কিংবা 'পুলিশ স্মরণ দিবস', দেশব্যাপী সকল পুলিশ বিভাগ পালন করেন। ১৯৫৯ সালে এই দিনে, চলমান চিন-ভারত সীমান্ত বিবাদের অংশ হিসেবে লাদাখের ইন্দো-তিব্বত সীমান্তে একটি টহলরত পুলিশ বাহিনীকে চিনা বাহিনী আক্রমণ করেছিল এবং দশ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ১৯৬১ সালে ১৯ মে ১১ জন ভাষাসৈনিক বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার দাবিতে শহিদ হয়েছিলেন শিলচর রেল ষ্টেশনে। ১৯ মে এখন 'ভাষা শহিদ দিবস' হিসেবে স্বীকৃত। উক্ত দিবসগুলিকে জাতীয় পর্যায়ে 'শহিদ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। যারা জাতির জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন, তাঁদের শহিদ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এছাড়াও ১৯ নভেম্বর রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের জন্মদিনটি মহারাষ্ট্রে এবং ১৭ নভেম্বর লালা লাজপত রায়ের মৃত্যুদিনটি ওড়িশায় পালন করা হয় 'শহিদ দিবস' হিসেবে।

বিগত প্রায় পঁচিশ বছর ধরে, প্রতি বছর ২১ জুলাই বিশাল আয়োজন করে পশ্চিমবঙ্গে 'শহিদ দিবস' পালন করা হয়। কিন্তু কেন পালন করা হয়? কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় গাড়ির চাকা প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হয়, বিশাল জনস্রোতের তোড়ে। অঘোষিত স্কুল-অফিস ছুটি। ২০১১ সালে সর্বাধিক জনসমাগম, ৩৫ লাখ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ২০২০ এবং ২০২১ সালে ভার্চুয়াল ভাবে পালন হলেও, আশা করা হচ্ছে এ'বারের শহিদ দিবসে ফিরে আসবে করোনার আগের বছরগুলির ভিড়। তার সাথে এবার জুড়ে গিয়েছে সম্প্রতি পঞ্চায়েত ভোটের বিজয় উৎসব।

১৯৯২ সালে ২৫ নভেম্বর ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে যুব কংগ্রেসের সভাপতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সভা ডাকলেন। সেই সময় সিপিআই(এম) ছাড়া আর কোনও দলের ডাকে যে ব্রিগেড উপচে পড়তে পারে, কেউ ভাবতে পারত না। কিন্তু তাই হয়েছিল। শেষন-এর সর্বভারতীয় কর্মসূচি 'নো ভোটার কার্ড, নো ভোট' বাস্তবায়িত করার আহ্বানে। মমতা সেই সময় বুঝেছিলেন, শেষন-এর ভোটার কার্ড তৈরির প্রস্তাব কার্যকর করতে রাজ্য নির্বাচন দফতর গড়িমসি করবে। কারণ ১৯৯১ সালের ২০ মে লোকসভা এবং বিধানসভা ভোটে যে ব্যাপক-হারে রিগিং শুরু হয়েছিল, তাতে ভবিষ্যতে হয়তো এই ভোটার কার্ড পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এরপর ১৯৯৩ সালে ২১ জুলাই 'নো ভোটার কার্ড, নো ভোট' স্লোগানকে এক নম্বরে রেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাকরণের চার পাশে বিক্ষোভের ডাক দেন। ময়দানের মেয়ো রোড, ধর্মতলা সহ ব্রেবোর্ন রোডে টি বোর্ড ও স্ট্র্যান্ড রোডে জমায়েত ডাকা হয়েছিল। এই মিছিল ও জমায়েতকে আটকাতে ১৪৪ ধারা জারি করেছিল সরকার। এই ধরনের বিক্ষোভে যা হয়, তাই হয়েছিল। জনতার সঙ্গে পুলিশের ঠেলাঠেলি। ইটের খণ্ডযুদ্ধ। যে সব পুলিশ আধিকারিকরা দায়িত্বে ছিলেন, সামলাতে পারলেন না এই জনসমুদ্র। প্রথমে লাঠি-চার্জ, তারপর কাঁদানে গ্যাস চালিয়েই গুলি চালানোর নির্দেশ। সরকারি হিসাব অনুযায়ী ১৩ টি মৃতদেহ পড়ে থাকল জনপথে। মমতা তখন সব জায়গায় টহল দিচ্ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন সৌগত রায় ও সোনালি গুহ। তাঁর দিকেও পুলিশ বন্দুক উঠিয়েছিল, কিন্তু ওনার দেহরক্ষী এবং পুলিশকর্মী মাইতি'র তৎপরতায় মমতা বেঁচে যান। যদিও উনি পড়ে গিয়ে মার খেলেন, হাসপাতালে ভর্তি হলেন। এই বলিদানের দিন থেকেই মমতা যেন সিপিআই(এম) সরকারের বিরুদ্ধে নতুন করে লড়ার জমি পেয়ে গেলেন। এর চার বছর পরে ১৯৯৮ সালে ১ জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেস গঠন। তারপরের ইতিহাস, ২০১১ সালের পালাবদল, আমরা সবাই অবহিত।

দলের জন্মলগ্ন থেকেই প্রতি বছর ২১ জুলাই দিনটিকে 'শহিদ দিবস' হিসেবে পালন করে তৃণমূল কংগ্রেস। ধর্মতলায় হয় বিরাট জমায়েত। সকালে পার্টির ঝাণ্ডা নিয়ে হাওড়া, শিয়ালদহ ষ্টেশন থেকে জনস্রোতের জনজোয়ারে কলকাতার রাস্তা প্রায় যানবাহন-হীন। একটি অলিখিত ছুটির দিন কলকাতার মতো ব্যস্ত শহরে। এই দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে। দলের আগামী দিনের রূপরেখা কী হবে, সংগঠন কী করে বাড়ানো হবে; এ সবেরই নির্দেশ দেওয়া হয় এই সভায়। মূল বক্তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গে দলের প্রথম সারির নেতা-নেত্রীরা।

কিন্তু কেন পালন করা হয় এই 'শহিদ দিবস'? ১৯৯৩ সালে ২১ জুলাই যে ১৩ জন শহিদ হয়েছিলেন কিসের জন্য? 'নো ভোটার কার্ড, নো ভোট'; এটিই মূল স্লোগান ছিল সেইদিন। অর্থাৎ স্বাধীন ভাবে জনগণের ভোটাধিকারের দাবি। সেই সময়ের সরকারের প্রতিটি নির্বাচনে ছাপ্পা ভোট, বুথ দখল ও সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে জয়লাভের প্রতিবাদে মানুষের গনত্রান্তিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল সেই দিনের মিছিলের লক্ষ্য। কিন্তু সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পঞ্চায়েত ভোট কী দেখাল আমাদেরকে? মানুষ যদি নির্ভয়ে তাঁর ভোটাধিকার প্রয়োগ না-ই করতে পারেন, তাহলে কিসের গণতন্ত্র! এ তো একটা প্রহসন! যেটা শুরু হয়েছিল সেই পূর্ব শাসক দলের আমলে এবং আজও অব্যাহত। তাহলে ২০১১ সালে পালাবদল হয়ে জনগণ কী পেল? সেই রিগিং, বুথ দখল, ছাপ্পা; যে সমস্ত শব্দগুলি কী ভাবে যেন আমাদের অভিধানে পাকাপাকি জায়গা করে নিয়েছে। এই শব্দগুলিকে নির্মূল করার জন্যই তো ছিল সেই ২৩ জুলাই ১৯৯৩ সালের মিছিল এবং ১৩ জন কর্মীর বলিদান। যতদূর শুনেছি এবং জেনেছি, ছাপ্পা ভোট দেওয়া একটা আর্ট। সবাই পারে না। তাদের জন্য একটি সংঘটিত দল থাকে। যে পার্টির দরকার, তাদের জন্য তারা এই ছাপ্পা ভোট দেয়। তারা কোনও একটি নির্দিষ্ট পার্টির কর্মী নয়। এবারের পঞ্চায়েত ভোট যেন এক সাজানো চিত্রনাট্য! এক দফায় ভোট, অপর্যাপ্ত সময় মনোনয়ন পত্র দাখিলের, কেন্দ্রীয় বাহিনীর অসক্রিয় ভূমিকা!

চিন্তা করতে গেলে, কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যায়! এরকম পঞ্চায়েত নির্বাচন'ই কি চেয়েছিলেন সেই ১৩ জন শহিদ রাজনৈতিক কর্মী? ১৯৯১ সালে যে রিগিং, বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট দেখেছিলেন, তার বিরুদ্ধে 'নো ভোটার কার্ড, নো ভোট' স্লোগান নিয়ে লড়তে গিয়েই এই ১৩ জন পার্টি কর্মী শহিদ হয়েছিলেন। তাহলে তিরিশ বছর পরে যদি একই চিত্র দেখতে পাওয়া যায় নির্বাচনগুলিতে, 'শহিদ দিবস' পালন করে কি সত্যিই আমরা তাঁদের যথার্থ সম্মান দিচ্ছি! প্রশ্নটা বোধহয় আমার-আপনার, শুভ-বুদ্ধি সম্পূর্ণ প্রত্যেকের।

হিংসা-জর্জর মণিপুরের নিষ্কৃতি মিরা পাইবিদের হাত ধরে?

পঙ্কজ কুমার চ্যাটার্জি

মে মাসের গোড়া থেকে মণিপুরে হিংসার রাজত্ব শুরু হয়েছে এবং তা এখনো চলছে। হিংসার মূল কারণ উপত্যকাবাসী মেইতেই উপজাতি এবং পার্বত্য এলাকার অধিবাসী কুকি-জোমো উপজাতির মধ্যে সংঘর্ষ। বিবাদের কারণ মেইতেই উপজাতির দীর্ঘ দিনের দাবি- তফশীলি উপজাতির তকমা পাওয়া। রাজ্যের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং গত ৩০ সে জুন তৈরি হচ্ছিলেন রাজ্যপালের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিতে যাওয়ার জন্য। এমন সময় একদল 'মিরা পাইবি' বাড়ি ঘিরে ফেলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। তাদের দাবী বীরেন সিং মুখ্যমন্ত্রীর পদে থেকে রাজ্যের শান্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় নিয়ত থাকুন। তিনি পদত্যাগ করলে হয়তো কেন্দ্র রাষ্ট্রপতির শাসন লাগু করে দেবে। কারা এই মিরা পাইবি? মিরা পাইবিদের ইমাস বা মণিপুরের মা বলেও অভিহিত করা হয়। এরা মেইতেই উপজাতির সমস্ত অংশ থেকে আসা নারী বাহিনী। এক নৈতিক শক্তি রূপে এরা সমাজে সম্মানীয়া। এদের সংগঠনের নেতৃত্ব দেন বরিষ্ঠ নারীরা এবং এরা কোন রাজনৈতিক দলভূক্ত নন। এদের নারী মশাল বাহিকাও বলা হয় কারণ আন্দোলনের সময় এদের হাতে জ্বলন্ত মশাল থাকে।

ব্রিটিশ আমল থেকেই এই মিরা পাইবিদের ভূমিকা দেখা গেছে। দুইটি নারী যুদ্ধ বা 'নুপি লাল' সংঘটিত হয় এই মিরা পাইবি সেনার দ্বারা। প্রথম যুদ্ধ হয় ১৯০৪ সালে, যখন কর্নেল ম্যাক্সওয়েল বিনা বেতনে শ্রমের প্রথা তলালুপদ কার্যকরী করার চেষ্টা করেন। এই রীতিতে পুরুষদের প্রতি ৩০ দিনে ১০ দিন বিনা বেতনে শ্রম দিতে হতো। এই আদেশ কর্নেলকে প্রত্যাহার করে নিতে হয়। দ্বিতীয় নুপি লাল হয় ১৯৩৯ সালে যখন মহারাজার অর্থনৈতিক নীতি, মূল্য বৃদ্ধি এবং ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও মণিপুর থেকে চাল রপ্তানির বিরুদ্ধে মিরা পাইবিরা পথে নামেন। এইবারও মহারাজাকে পিছিয়ে আসতে হয়।

স্বাধীন ভারতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত সমস্যা কেন্দ্র করে মণিপুর রাজ্যের প্রতিটি আন্দোলনে মিরা পাইবিদের প্রধান ভূমিকা নিতে দেখা যায়। মণিপুরকে রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করার দাবি এবং মদ নিষিদ্ধ করার মতো বিখ্যাত আন্দোলনেও এদের সামনের সারিতে আসতে দেখা গেছে।

ইম্ফল শহরের প্রত্যেক তলেইকাইদ বা কলোনীতে মিরা পাইবি দল আছে। যেমন আছে রাজ্যের প্রতিটি গ্রামে। যদিও মিরা পাইবির মধ্যে সব নারীরাই আছে, তবুও বিবাহিতা নারীদেরই নেতৃত্বে আসতে দেখা যায়। শিক্ষাবিদদের ধারণা একমাত্র ঋতুচক্র পেরিয়ে আসা নারীরাই নেতৃত্ব দিতে পারেন, যৌন আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। এখনও দলে সমস্ত নারী থাকলেও নেতৃত্ব দিতে পার্নে শুধু বরিষ্ঠ নারীরাই। সাম্প্রতিক কালে কেন্দ্রের আফসপা আইনের বিরুদ্ধে ইরম শর্মিলার ১৬-বছর ব্যাপী অনশন ধর্মঘটের মেরুদন্ড হলো এই মিরা পাইবিরা। এর পাশাপাশি সমান শক্তিতে এরা লড়ে যাচ্ছে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে। ২০০৪ সালে থাংজাম মনোরমা দেবীকে ধর্ষণ এবং হত্যার অভিযোগের পরে প্রায় ৩০ জন মিরা পাইবি নারী ইম্ফল শহরের রাস্তায় একটি ব্যানার নিয়ে উলঙ্গ হয়ে পথ পরিক্রমা করেন, যাতে লেখা ছিল — 'ভারতীয় সেনা, আমাদের ধর্ষণ করো।' রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমাধানে দায়িত্ব নেওয়া ছাড়াও সমান ভাবে মিরা পাইবিরা ব্যক্তিগত, ক্ষুদ্র সমস্যার সমাধানেও কার্যকরী ভূমিকা নেন। নারী বিষয়ক বিবাহ-বিবাদ, সম্পত্তি-বিবাদের ক্ষেত্রেও এরা মেইতেই সমাজের 'নৈতিক বিবেক' হয়ে দাঁড়িয়েছে। মণিপুরে যখন সংঘর্ষের ঘটনা কমে এসেছিল তখনই এই সব বাড়তি দায়িত্ব এরা নিজেদের ঘাড়ে নেন। বেশ কিছু বছর আগে মিরা পাইবিরা ইম্ফল উপত্যকার ভাতের হোটেলগুলিতে আকস্মিক হানা দেন। এই সব হোটেলে নিভৃত কেবিনে তরুণ এবং তরুণীরা মিলিত হতো। তরুণদের মধ্যে সেলফোন ব্যবহারের বিরুদ্ধেও তাঁরা হানা দেন। এই ভাবে মিরা পাইবিরা উপত্যকা অঞ্চলে নৈতিক স্বাস্থ্যদ বজার রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন।

মিরা পাইবিদের নৈতিক সতর্কতার পাশাপাশি মূল লক্ষ্য ছিল মেইতেই সমাজের বৃহত্তর আন্দোলন। ২০১২ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত যখন মণিপুরে 'ইনার লাইন পারমিট' চালু হয় তখনও আন্দোলনের পুরোভাগে মিরা পাইবিদের অনেক সময় সহিংস ভূমিকা নিতে দেখা গেছে। বিরোধী পক্ষে ছিল মণিপুর পুলিশ এবং ফলস্বরূপ মণিপুরে কার্ফু বলবৎ হয়।

মিরা পাইবিদের রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার চরিত্র নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করছে শাসক বিজেপি দল। ২০১৭ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় আসার কয়েক মাস পরে ইম্ফল উপত্যকায় এক অদ্ভূত ঘটনা ঘটে। রাজধানীর থাংমেইবানদ কলোনির মিরা পাইবিরা 'প্রেম বন্ধ'-এর ডাক দেন। কারণ, ৩৮-বছর-বয়সী বিজেপি দলের প্রথম বার নির্বাচিত এমএলএ হেইখাম দিঙ্গো সিং এক স্থানীয় মহিলার সাথে সাত বছরের সম্পর্কের পরে তাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করেন। থাংমেইবানদের ক্রুদ্ধ মিরা পাইবিয়া সিং-এর শহর সেকমাইতে হানা দিয়ে এমএলএ-র বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়ান। তাঁদের দাবি এমএলএ মহিলাকে গ্রহণ করুণ। এখানেই প্রথম তাঁরা বাধা পান সেকমাই-এর এমএলএ-র পক্ষ অবলম্বনকারী মিরা পাইবিদের কাছে।

মণিপুর রাজ্যে দুই মাস ব্যাপী হিংসার পরিবেশের বিষয়ে গম্ভীর আলোকপাত করেছেন গ্রাউন্ড জিরো থেকে বর্ষীয়ান লেফটেন্যান্ট জেনারেল এল নিশিকান্ত সিংহ—'আমি মণিপুরের এক সাধারণ মানুষ হিসাবে অবসর জীবন যাপন করছি। রাজ্য এখন 'রাজ্যহীন'। জীবন এবং সম্পত্তি যে কেউ যে কোন সময়ে ধ্বংস করে দিতে পারে। যেমন লিবিয়া, লেবানন, নাইজেরিয়া এবং সিরিয়াতে হয়েছে। মনে হয় মণিপুরকে মানচিত্র থেকে অন্তর্হিত হওয়ার পথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। কেউ কি শুনছেন?'

বিশ্ববিহারী প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদি শুনে থাকলেও তিনি এখনো মুখ খোলেননি। এই নীরবতার বিরুদ্ধে জোরালো অভিযোগ এনেছেন মণিপুরের এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওকরাম ইবোবি সিং এবং 'নর্থইস্ট ইন্ডিয়া উওমেন ইনিশিয়েটিভ ফর পিস'-এর কনভেনর বিনালক্ষ্মী নেপ্রাম। ভারত সরকারের লেজে গোবরে অবস্থা দেখে বিশ্বের দাদা 'যুক্তরাষ্ট্র' সাহায্য করার আগ্রহ দেখিয়েছে। এখনো পর্যন্ত প্রায় ১৫০ মানুষ মারা গেছে, ৬০,০০০ মানুষ গৃহহারা হয়েছে। পুলিশের অস্ত্রাগার থেকে জঙ্গীরা ৪,৫৭৩ টি অস্ত্র লুট করেছে, যাতে রাজ্য সরকারের প্রচ্ছন্ন মদত পরিষ্কার। এছাড়া ২৫০ টি গীর্জা ধ্বংস হয়েছে, অনেক খ্রীষ্টধর্মী মানুষ ঠান্ডা মাথায় খুন হয়েছে। অনেক মানুষ মায়ানমার সহ পাশের দেশে আশ্রয় নিয়েছে। তখন সামরিক জুনটা আকাশ থেকে বোমা ফেলেছে। এমন অরাজকতা ভারতে কখনো হয়নি। এমনকি কাশ্মীরের দীর্ঘ ৭৫ বছরের আন্দোলনেও নয়। মাত্র দুই মাসে যদি এই ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হতে পারে, তাহলে কিসের গণতান্ত্রিক সরকার?

সমাজের মধ্যে থেকে প্রধানত শান্তির পথে এতদিন যারা মণিপুরের প্রধান উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাতে প্রশাসনের পাশাপাশি জাগ্রত প্রহরীর মতো বিনিদ্র পাহারা দিয়েছে সেই মিরা পাইবিদের মধ্যেও বিভাজন করার রাজনীতি শুরু করেছে শাসক দল। তাহলে মণিপুরের ভবিষ্যৎ কি? সরকারের অপদার্থতায় বাধ্য হয়ে অতি সম্প্রতি মণিপুর হাইকোর্টের বার অ্যাশোসিয়েশন সুপ্রীম কোর্টের আবেদন জানিয়েছিল যে এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে মায়ানমার থেকে ব্যাপক ভাবে রোহিঙ্গা মুসলিমরা রাজ্যে প্রবেশ করছে। কুকি উপজাতি পক্ষের আইনজীবী আদালতের কাছে আবেদন জানান যেন আদালত সামরিক বাহিনীকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। শীর্ষ আদালত তা অগ্রাহ্য করে বলেছেন যে সামরিক বাহিনী বেসামরিক প্রশাসনের অধীনেই কাজ করবে।

সশস্ত্র সেনাবাহিনী এবং রাজ্য প্রশাসন যেখানে চরম ব্যর্থ সেখানে চলমান ভয়ংকর সংঘর্ষের এবং অস্থিরতার উপযুক্ত উত্তর দিতে পারে মণিপুরি মিরা পাইবি বাহিনী। এছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। হিংসার সাহায্যে বা নিষ্ক্রিয়তা বজায় রেখে সাম্প্রদায়িকতাদীর্ণ রাজ্যের মানুষের জীবনে শান্তি ফিরবে না।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

অগ্নিমূল্য ছিল সবজির বাজার, এবার বৃদ্ধি পেল আলুর দাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: মধ্যবিত্তের হেঁসেলে বড় ধাক্কা দিয়েছে আলু। অগ্নিমূল্য ছিল সবজির বাজার। এবার এক সপ্তাহে আলুর দাম বাড়ল একশো টাকা। আলুর ঊর্ধ্বমুখী মূল্য কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা নিয়ে চরম জল্পনা দানা বেঁধেছে ব্যবসায়ী মহলে। যদিও আলুর দাম বাড়ায় স্টোরে মজুত রাখা চাষিদের একাংশের মুখে হাসি ফুটেছে। আলু ব্যবসায়ীদের দাবি, প্রতিবেশী বেশ কয়েকটি রাজ্যে আলুর চাহিদা বেড়েছে। ভিন রাজ্যে রপ্তানিও বৃদ্ধির কারণেই আলুর দাম ঊর্ধ্বমুখী।

এবার পোখরাজ (হাইব্রিড) আলু স্টোর লোড হয়েছে প্যাকেট (৫০ কেজি) প্রতি ৩০০ টাকায়। ধূপগুড়ির জ্যোতি হিমঘর ঢুকেছে ৪০০ টাকায়। মুর্শিদাবাদের স্থানীয় জ্যোতি আলু স্টোর লোডিয়ে বিক্রি হয়েছে ৪৫০ টাকা প্রতি প্যাকেটে। মুর্শিদাবাদে ২০-২২ এপ্রিলের মধ্যে সবকটি হিমঘর খুলেছে। তারপর থেকে আলুর দামে খুব একটা ওঠা নামা হয়নি। তবে গত এক সপ্তাহ থেকে আলুর দাম ক্রমেই উপরের দিকে উঠছে। সোমবার জেলার হিমঘরগুলিতে পোখরাজ আলুর ফ্রি বন্ড বিক্রি হয়েছে ৪০০-৪২০ টাকায়। ঝাড়াই বাছাই করে রেডি আলু বিক্রি হচ্ছে ৬২০-৬৩০ টাকা প্রতি প্যাকেট। সেখানে ধূপগুড়ির জ্যোতি আলুর ফ্রি বন্ড ছিল ৫০০টাকা। সোমবার ধূপগুড়ির রেডি আলুর দাম ছিল ৭২০-৭৩০ টাকা প্রতি প্যাকেটে। আর খোলা বাজারে জ্যোতি আলু বিক্রি হচ্ছে ২২-২৫ টাকা কেজি দরে। স্থানীয় চাষিদের জ্যোতি আলুর দাম আরও ৫০ টাকা ঊর্ধ্বে রয়েছে। আলু ব্যবসায়ী পলাশ ঘোষ বলেন, বিহার, ঝাড়খণ্ড, আসাম, ওড়িশায় ব্যাপক আলু রপ্তানি হচ্ছে। দাম বৃদ্ধির অন্যতম কারণ রপ্তানির হার বাড়ায়। তবে এই দামও স্থায়ী নয়। আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

একটানা দীর্ঘদিন তাপপ্রবাহের কারণে সবজির ফলনে ব্যপক প্রভাব পড়েছে। উৎপাদনে ঘাটতি হওয়ায় কাঁচা সবজির দাম মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল। দু'এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় দাম কিছুটা কমলেও একগুণও মধ্যবিত্তের নাগালে আসেনি। বেগুন বিক্রি হচ্ছে ৫০-৬০ টাকা কেজি দরে। ঝিঙে ৫০ টাকা, পটল ৩৫ টাকা, মুলো ৪০ টাকা, টমাটো ৮০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে খুচরো বাজারে। লঙ্কার দাম কিছুটা কমে ২৫০ টাকা কেজিতে এসে ঠেকেছে। হিমঘর মালিক সুনীল ঘোষ বলেন, সবজির দাম আকাশ ছোঁয়া হওয়ায় অধিকাংশ পরিবার আলুর উপর নির্ভর হয়ে পড়েছিল। তারই প্রভাব পড়েছে আলুর দামে। দুর্গা পুজো পর্যন্ত আলুর দামে ওঠানামা থাকবে।

আলুর দাম বৃদ্ধিতে চাষিদের একাংশ খুশি হলেও সংসার চালাতে চরম অস্বস্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের দাবি, সবজি থেকে মুখ ফিরিয়ে হেঁসেল চলছিল আলুর দিয়ে। সেই আলুর দাম বাড়ায় উনুন জ্বালানোয় দায় হয়ে পড়ল। আলু, সবজির দাম নিয়ন্ত্রণে সরকারি হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে বৈদ্যবাটি ও শেওড়াফুলি জুড়ে কড়া নিরাপত্তা

থাকছে ড্রোনের নজরদারি, মেডিক্যাল ক্যাম্প ও পানীয় জলের ব্যবস্থা

বনস্পতি দে ● হুগলি

শ্রাবণ মাসের প্রথম দিন থেকে শুরু হচ্ছে তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলা একমাস ধরে চলবে এই মেলা। এই উপলক্ষে বৈদ্যবাটি ছয়টি গঙ্গার ঘাট থেকে ভক্তরা স্নান করে জল তুলে বাঁকে করে জল নিয়ে পায়ে হেঁটে তারকেশ্বরের পথে রওনা দেবেন। ইতিমধ্যে অনেক ভক্ত জল নিয়ে তারকেশ্বরের পথে পায়ে হেঁটে রওনা দিয়েছেন। এই সময়ে গঙ্গার ঘাটগুলিতে ও শেওড়াফুলির গঙ্গার ঘাটগুলিতে হাজার হাজার ভক্তের ভিড় উপচে পড়বে। বৈদ্যবাটি পুরসভার সূত্রে জানা গিয়েছে, নিমাই তীর্থ ঘাটের ভিড় কমাতে পূণ্যার্থীদের অন্য ঘাট গুলিতে গিয়ে জল তুলতে অনুরোধ করা হয়েছে, নিরাপত্তার খাতিরে ১১ নম্বর রেলগেট গঙ্গার ঘাটগুলিতে সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে তা সত্ত্বেও শ্যাওড়াফুলির ছাতু গঞ্জ থেকে বৈদ্যবাটির জোড়া অশ্বত্থ তলা ১১ নম্বর রেলগেট ও নিমাই তীর্থ ঘাট থেকে দিল্লি রোডের দীর্ঘাঙ্গী মোড় পর্যন্ত সিসি ক্যামেরা দিয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে। দুটি স্বাস্থ্য শিবির তিনটি অ্যাম্বুল্যান্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা সবসময় থাকবেন। সপ্তাহে চার দিন শুক্র, শনি, রবি, সোম সেখানে শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালের ডাক্তাররা চিকিৎসা পরিষেবা দেবেন। বৈদ্যবাটি পুরসভার চেয়ারম্যান পিন্টু মাহাতোর বক্তব্য রাস্তা দখল করে কোনো দোকান করা যাবে না, খাবারের দোকানে উনুন ভিতরে রাখতে হবে, শহরের সব শৌচালয় সংস্কার করা হয়েছে এবং পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে পুণ্যার্থীদের জন্য। গঙ্গার ঘাট গুলি সংস্কার করা হয়েছে, নিমাই তীর্থ ঘাটে দুটি স্পিডবোট থাকছে ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী রাখা হয়েছে। এইসব নিয়ে শ্রীরামপুরের মহাকুমা শাসকের অফিসে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব পক্ষকে নিয়ে এক বৈঠক করা হয়েছে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক বৈদ্যবাটির পুরপ্রধান চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের অফিসাররা এছাড়া সেখানে ছিলেন বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির প্রতিনিধিরা দমকল রেল পুলিশ ও রেল সুরক্ষা বাহিনীর অফিসাররা। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এবার নজরদারিতে ড্রোন ওড়ানো হবে। ভক্তদের ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে বৈদ্যবাটির ১৫টি জায়গায় পুলিশ চৌকি থাকছে। এছাড়া পর্যাপ্ত পুলিশ থাকছে সাদা পোশাকে পুরুষ ও মহিলা পুলিশ থাকছে। থাকছে সিভিক ভলান্টিয়ার ফোর্স প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বজ্রাঘাতে মৃতের পরিবারকে অনুদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: গত ৭ জুন মাঠে চাষের কাজ করার সময় বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয় পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার অন্তর্গত দইচাঁদা এলাকার বাসিন্দা শেখ মনিরুল ইসলামের। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবেলা দপ্তরের উদ্যোগে সোমবার দইচাঁদা এলাকার বাসিন্দা মৃত মনিরুল ইসলামের স্ত্রীর হাতে দু' লক্ষ টাকার আর্থিক অনুদান তুলে দিলেন খণ্ডঘোষ বিধানসভার বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খণ্ডঘোষ ব্লক প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা। বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগ জানান, মৃত ওই ব্যক্তির একটি পুত্র ও কন্যা সন্তান রয়েছে। আগামী দিনে তাদের লেখাপড়া থেকে শুরু করে অন্যান্য বিষয়ে যাতে কোনও রকম অসুবিধা না হয়, সেই দিকটা মাথায় রাখতে রাজনৈতিকভাবে এলাকার নেতৃত্বকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারা যেন সবসময়ই ওই পরিবারটির পাশে থাকে।

পাঞ্জাব নৈশনল বৈংক (ভারত সরকার কা উপক্রম) | pnb | punjab national bank (Govt of India Undertaking)

SASTRA ভার্টিকাল, সার্কেল অফিস, হুগলি,
২৩এ, রায় এম সি লাহিরি বাহাদুর স্ট্রিট,
পো. শ্রীরামপুর, হুগলি (পব),
পিন-৭১২২০১, ইমেল আইডি : cs8240@pnb.co.in

সংশোধনী

আমাদের প্রজ্ঞাপন বিক্রয় নোটিশ ০৩.০৮.২০২৩ তারিখের, ১৭.০৭.২০২৩ তারিখে ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এবং একদিন সংস্করণে প্রকাশিত (**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স লাকি ওয়াইন শপ (ক্রম নং ৩৩), শ্রী প্রভাত ঢোলে এবং শ্রীমতি মিত্রা ঢোলে (ক্রম নং ৩৭), শ্রী রূপকুমার বাগ এবং শ্রী প্রদীপ বাগ (ক্রম নং ৩৮)**) পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক কর্তৃক ইস্যুকৃত অনিবার্য কারণে প্রত্যাহৃত হল। অনিচ্ছাকৃত অসুবিধা ঘটানোর কারণে দুঃখিত।

তারিখ : ১৮.০৭.২০২৩ | অনুমোদিত অফিসার
স্থান : শ্রীরামপুর | পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

কাঁকসা ব্লকে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বরদাস্ত নয়, বিজয়ীদের হুঁশিয়ারি জেলা সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসা ব্লকে কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বরদাস্ত করা হবে না বলে বিজয়ী প্রার্থীদের হুঁশিয়ারি দিলেন জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। সঙ্গে আগামী দিনে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পঞ্চায়েত পরিষেবা প্রদানের পরামর্শও দেন তিনি। সোমবার বিজয়ী প্রার্থীদের জেলা সভাপতি দিলেন নতুন রাজনৈতিক পাঠ। পশ্চিম বর্ধমানের সংগঠনকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে পঞ্চায়েতে জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে সাংগঠনিক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয় এদিন।

কাঁকসা ব্লকের সংগঠনকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে কাঁকসার সাতটি অঞ্চলের সকল জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে দু'টি সাংগঠনিক সভা করা হয়। প্রথম সভাটি করা হয় মলানদিঘি, গোপালপুর, আমলাজোড়া এই তিনটি অঞ্চলকে নিয়ে গোপালপুর নান্দনিক হলে এবং দ্বিতীয় সভাটি বনকাটি, বিদবিহার, ত্রিলোকচন্দ্রপুর ও কাঁকসা এই চারটি অঞ্চল নিয়ে সভাটি হয় কাঁকসার দোমড়া গ্রামের একটি ম্যারেজ হলে। জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রতিটি বিজয়ী প্রার্থীকে আগামী দিনে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পঞ্চায়েত পরিষেবা প্রদানের কথা বলেন এবং হুঁশিয়ারির সঙ্গে তিনি জানান, কাঁকসা ব্লকে কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বরদাস্ত করা হবে না। এবং সমাজবিরোধী দের কোন স্থান দেওয়া যাবে না।

দলীয় কর্মীদের সকলকে সংঘবদ্ধ হতে বলেন তিনি ও কর্মীরা সংবদ্ধ হলে বিরোধীরা কখনওই শাসকদলের কর্মীদের ওপর হামলা করতে পারবে না বলেও পরামর্শ দেন তিনি।

জঙ্গলে উদ্ধার মৃতদেহ, তৃণমূলকর্মী বলে দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: রবিবার রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ বুদবুদে জাতীয় সড়কের বাইপাসে জঙ্গল থেকে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে বুদবুদ থানার পুলিশ। মৃতের নাম চাঁদ বাউড়ি। তাঁর বয়স ৪১ বছর। জানা গিয়েছে, গত ১১ জুলাই গণনার দিন থেকে নিখোঁজ ছিলেন গলসির পোতনা গ্রামের বাসিন্দা চাঁদ বাউড়ি। সোমবার সকালে পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। পরে পুলিশ সিদ্ধান্ত নেয় দেহটি আসানসোল জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করা হবে। সেই মতো দেহ আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সূত্রের খবর, মৃত চাঁদ বাউড়ি তৃণমূল কর্মী ছিলেন। কিন্তু পরিবারের তরফে রাজনৈতিক যোগ অস্বীকার করা হয়েছে। গলসি ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি জনার্ধন চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, মৃত ব্যক্তি তৃণমূলের কর্মী ছিলেন। ১১ তারিখ থেকে নিখোঁজ থাকার পরে তাঁর অনেক খোঁজ করা হলেও, তাকে খুঁজে না পেয়ে পরিবারের সদস্যদের বলা হয়েছিল বুদবুদ থানায় নিখোঁজ ডাইরি করতে। সেইমতো পরিবার নিরুদ্দেশ হওয়ার অভিযোগ জানায় গত ১৩ তারিখ। এরপরেই রবিবার গভীর রাতে ওই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তিনি জানিয়েছেন, তার শরীরে কোথাও আঘাতের চিন্হ নেই সেটা পুলিশের কাছ থেকে তিনি জানতে পেরেছেন। এখন ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত কিছুই বলা যাচ্ছে না। অপরদিকে এই ঘটনায় পুলিশকেই দায়ী করেছেন বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি রমন শর্মা। তাঁর দাবি, গণনাকেন্দ্রের বাইরে পুলিশ লাঠিচার্জ করেছিল। হয়তো সেই লাঠির আঘাতেই তাঁর মৃত্যু হতে পারে।

ইন্ডিয়ান বৈংক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD

গলসি শাখার জন্য অফিস প্রেমিসেস/ শাখার জন্য প্রস্তাব আহ্বায়ক নোটিশ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, **গলসি, গ্রাম এবং পো- গলসি, থানা-পূর্ব বর্ধমান, প.ব.** ঠিকানায় **১৬০০ বর্গ ফুট কার্পেট এরিয়া** মাপের একতলায় প্রধান সড়কে বাণিজ্যিক সুবিধাযুক্ত এলাকায় সহজে দ্রষ্টব্য এবং পার্কিং স্পেসযুক্ত ১৫ থেকে ২০ বছরের মেয়াদে শাখা স্থাপনের জন্য লিজের ভিত্তিতে (নির্মিত/নির্মীয়মান) আগ্রহী প্রেমিসেস মালিকগণের কাছ থেকে ২ ডাক ব্যবস্থায় (টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল) টেন্ডার আহ্বান করছে।
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুকূলে ডিডি'র আকারে **২৫০ টাকা (অফেরতযোগ্য)** আদায় দিয়ে নিম্নোক্ত ঠিকানা থেকে **১৮.০৭.২০৩ থেকে ০৩.০৮.২০২৩ তারিখ** পর্যন্ত টেন্ডার ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ০৩.০৮.২০২৩।
ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখে।

দ্য ডিজিএম, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস : আসানসোল
প্রেমিসেস ডিপার্টমেন্ট , উদরেজ ভবন, ৩য় তল
৮, জি টি রোড (পশ্চিম), আসানসোল - ৭১৩ ৩০৪, প.ব.

বিস্তারিত পাওয়া যাবে ওয়েবসাইটে : www.indianbank.in

SBI | **আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান**
৪র্থ তল, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, বর্ধমান - ৭১৩১০১ (প.ব.)
ফোন - ০৩৪২-২৫৬৭১৪১, ইমেল : sbi.10264@sbi.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
এতদ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান অনুমোদিত অফিসার ২০০২ (২০০২-৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে **ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার** প্রতি ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম	স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ (টাকা)
১.	**শ্রী আনোয়ার খান** পিতা আহাদ হোসেন খান ঠিকানা : হরের ডাঙ্গা, আলুডাঙ্গা, ওয়ার্ড নং ৫, (অগ্রণী সংঘ/কেন্দুপুকুর মসজিদের নিকট) পো. বর্ধমান, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩১০১	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা-সাধনপুর, জেএল নং ৬৯, বর্ধমান পুরসভা অধীন, উল্লেখ্য বন্ধকদত্ত দলিল নং আই-১৩৩৮ -২০০৫, আরএস প্লট নং ৮৫৩, এলআর প্লট নং -১৬১৪, সাব প্লট নং ৮৫৩/একে, আরএস খতিয়ান নং ১১৮, এলআর খতিয়ান নং: ৩০০১, শ্রেণি-বাস্তু, পরিমাণ এরিয়া ১৪৪১ বর্গফট--০.০৩৩ একর, জেলা-বর্ধমান, থানা- বর্ধমান, সম্পত্তির চৌহদ্দি - উত্তরে- অন্যান্যের সম্পত্তি, দক্ষিণে- অন্যান্যের ভবন, পশ্চিমে- অন্যান্যের জমি সম্পত্তি। সম্পত্তি শ্রী আনওয়ার খান এর নামে।	ক) ১২.০৪.২০২৩ খ) ১৩.০৭.২০২৩ গ) ২৫,৭০,৯৬০.০০ টাকা এবং অন্যান্য সুদ

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১৩.০৭.২০২৩
স্থান - বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান

SBI | **আরঅ্যান্ডডিবি আরএসিসি বসিরহাট (৬২৯৮৪)**
ইটিন্ডা রোড, বসিরহাট, পো. এবং থানা - বসিরহাট
জেলা - ২৪ পরগনা (উ), পব, পিন - ৭৪৩৪১১
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৩.০৮.২০২২ তারিখে** ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা **শ্রী সুদীপ্ত বল,** পিতা হিমাংশু বল এবং **শ্রীমতি অপর্ণা বল (জামিনদাতা),** স্বামী হিমাংশু বল, গ্রাম - বসিরহাট জামরুলতলা, পো. বসিরহাট, থানা - বসিরহাট, জামরুলতলা যুবক সংঘের নিকট, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৪১১ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১০,৩৯,৬৭৯.৭৪ টাকা** ২৯.০৭.২০২২ অনুযায়ী নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সহ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৩ জুলাই ২০২৩ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির প্রতীকী স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া **১০,৩৯,৬৭৯.৭৪ টাকা** ২৯.০৭.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি ৪.৮৩২ ডেসিমেল, মৌজা- বসিরহাট, প্লট নং ৩৪৪৭, ৩৪৪৮, ৩৪৪৯, জেএল নং ৪৩, এলআর নং ৩৩৭৫, আরএস খতিয়ান নং ৩১২৬, ৩১২৫, ১৬৩৭, এলআর খতিয়ান নং ১৬৩৭/১, -বসিরহাট পুরসভার ওয়ার্ড নং ১০ অধীন, থানা- বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, দলিল নং- আই- ১২৩৬ -২০০৪ সালের।
সম্পত্তি শ্রী সুদীপ্ত বল, পিতা প্রয়াত হিমাংশু বল এর নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি - উত্তরে- ব্যানার্জি ভবন, দক্ষিণে- খালি জমি, পূর্বে- পুকুর, পশ্চিমে- পুর সড়ক সমন্বিত।

তারিখ - ১৩.০৭.২০২৩ | অনুমোদিত অফিসার
স্থান - বসিরহাট | স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ন বৈংক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস, কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, প্লট নং ৩৭৭ এবং ৩৭৮, ব্লক-জিডি, সেক্টর III
সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ১০৬, ফোন - (০৩৩) ৪০২৫ ৯৭১৮

পরিশিষ্ট IV {রুল - ৮(১)}
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১২.০৪.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী পঙ্কজ সাহা** পিতা পরিতোষ চন্দ্র সাহা এবং শ্রীমতি পাপড়ি সাহা স্বামী শ্রী পঙ্কজ সাহা উভয়ের ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং জি-এ, ১৭৭, দমদম পার্ক রোড, পো. বাঙ্গুর এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০৫৫, আমাদের বি.কে. পাল এভিনিউ শাখা, কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৩৩০৫২৪.০০ টাকা** (তেইশ লাখ তিরিশ হাজদার পাঁচশো চব্বিশ টাকা) টাকা পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১২ জুলাই ২০২৩ তারিখে**।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **২২৯৮৮৯১ টাকা** (বাইশ লাখ আটানব্বই হাজার আটশ একানব্বই টাকা) টাকা ১১.০৭.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট (ভার্টিফায়েড টাইলস/মার্বেল ফ্লোর) একতলায়, ফ্ল্যাট নং জি-এ (পিছনের অংশে) লিফট সুবিধা সহ, ২ বেডরুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং স্পেস, ১ কিচেন, ১ বাথ রুম তথা ওয়াটার ক্লোসেট এবং ১ ব্যালকনি পরিমাণ ৭৬৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং অন্যান্য ব্যবস্থাদির ব্যবহারের অধিকার সমন্বিত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সহ জমির পরিমাণ ৫ কাঠা কমবেশি অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১৭৭, দমদম পার্ক, থানা-লেকটাউন, পো-বাঙ্গুর এভিনিউ, কলকাতা- ৭০০০৫৫, মৌজা-শ্যামনগর (নতুন), কৃষ্ণপুর (পুরানো) জেএল নং ১৭ (পুরানো), ৩২/২০ (নতুন), সিডি/আরএস দাগ নং ৫১, পুর হোল্ডিং নং ২৩৭ (নতুন), ১৭২ (পুরানো) ওয়ার্ড নং ২৮, স্থানীয় দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন এডিএসআর অফিস বিধাননগর, সল্ট লেক সিটি, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা অধীন সমুদয় সম্পত্তি। উত্তরে- প্লট নং ১৫০, দক্ষিণে- ৩০ ফুট চওড়া সড়ক, পূর্বে - প্লট নং ১৭৮, পশ্চিমে- প্লট নং ১৭৬ সমন্বিত।

তারিখ : ১২.০৭.২০২৩, স্থান : কলকাতা | স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

NOTICE

IN THE COURT OF LD. DISTRICT DELEGATE, AT CHINSURAH, DIST-HOOGHLY
ACT 39 CASE NO.-25/2022

PETITIONERS : 1) Mohan Das, 2) Madan Das, All are S/o. Lt. Jatin @ Jatindra Nath Das, All are of-Vill. & P.O.- Sugandhya, P.S.- Polba, Dist.- Hooghly, Pin- 712102.
LEGATEES/ BENEFICIARIES: 1) Manoj Das 2) Mihir Das, All are S/o Mohan Das. all are resident of-Vill. & P.O.-Sugandhya, P.S.-Polba, Dist.- Hooghly, Pin- 712102.
NEAR RELATIVES: (1) **Maya Bhowmik** W/o Sukumar Bhowmik D/o. Lt. Jiten @ Jitendra Nath Das of Khusigoli, Sankor More, P.O. & P.S.- Chinsurah, Dist.- Hooghly, Pin- 712101. **2) Pramila Mondal** W/o Kalachand Mondal D/o. Lt. Jiten @ Jitendra Nath Das Of Rabindranagar Rice Mill P.O. & P.S.- Chinsurah, Dist.- Hooghly, Pin- 712101
That it is hereby inform to all that afore said petitioners, my clients filed a case before the Ld. Court stated above for getting probate being numbered as Act.39 Case No.25/2022. Which is pending against the aforesaid beneficiaries and Legatees, relating to the properties described in the schedule below. That in this respect if any one has any objection he may file objection against the petition filed by the petitioners by himself or by his nominated Advocate being appeared before the Ld. court with-in 30 day from the date of publication of this Notice, otherwise the above noted case shall be heard ex-parte

SCHEDULE OF THE PROPERTIES AS PER THE "WILL"
SCHEDULE "KA" (MOHAN DAS)
DISTRICT HOOGHLY, P.S.- POLBA, J.L. NO.- 180 (OLD), 71 (NEW), MOUZA-SUGANDHYA:-
• Plot No.- 183, Khatian No. 463/2, Class-"Kalabagan", Measuring 40 Sataks land out of 83 Sataks on Eastern side.
• Plot No. 183/988, Khatian No. - 463/2, Class-"Doba", Measuring 04 Sataks.
• Plot No. (R.S. & L.R.)- 173, Khatian No. (L.R.)- 463/2, Class- "Kalabagan", Measuring 48 Sataks on West side out of 97 Sataks.
• Plot No. (R.S. & L.R.)- 178, Khatian No. (L.R.)- 463/2 Class "Kalabagan", Measuring 05 Sataks land out of 09 Satak.
• Plot No. (R.S. & L.R.)- 263, Khatian No. (L.R.)- 463/2, Class-"Bastu", Measuring 26 Sataks land on eastern side out of 66 Sataks.
• Plot No. (R.S. & L.R.)- 177, Khatian No. (L.R.)- 463/2, Class "Kalabagan", Measuring about 20 Sataka.
• Plot No. (R.S.&L.R.)- 234, Khatian No. (L.R.)- 463/2, Class-"Bastu", Measuring about 15 Sataks on middle out of 29 Sataks with residential unit.
DISTRICT HOOGHLY, P.S.- POLBA, J.L. NO.- 63, MOUZA- GOTU:-
1) Plot No. (R.S.&L.R.)- 3706, Khatian No. (L.R.)- 1777, Class-"Shali, Measuring 43 Sataks land out of 60 Sataks on Western side.
2) Plot No. (R.S.& L.R.)- 3413/4020, Khatian No. (L.R.)- 1777, Class- "Shali", Measuring 34 Sataks.
SCHEDULE "KHA" (MADAN DAS)
DISTRICT HOOGHLY, P.S.- POLBA, J.L. NO.- 180 (OLD), 71 (NEW), MOUZA-SUGANDHYA:-
• Plot No. (R.S.&L.R.)- 183, Khatian No. (L.R.)- 463/2, Class-"Kalabagan", Measuring 43 Sataks land out of 83 Sataks on Western side.
• Plot No. (R.S.&L.R.)- 173, Khatian No. (L.R.)- 463/2, Class-"Kalabagan", Measuring 49 Sataks land out of 97 Sataks on Western side.
• Plot No. (R.S.&L.R.)- 175, Khatian No. (L.R.)- 463/2, Class-"Doba", Measuring about 02 Sataks.
• Plot No. (R.S.&L.R.)- 178, Khatian No. (L.R.)- 463/2, Class-"Kalabagan", Measuring 04 Sataks land out of 09 Sataks on Southern side.
• Plot No. (R.S.&L.R.)- 263, Khatian No. (L.R.)- 463/2, Class-"Bagan",, Measuring 25 Sataks land out of 66 Sataks on Western side.
• Plot No. (R.S. & L.R.)- 234, Khatian No. (L.R.)- 463/2, Class-"Bastu", Measuring 14 Sataks land out of 29 Sataks, on Southern side and 04 Sataks on Northern side 10 Satak, Total 14 Satak.
DISTRICT HOOGHLY, P.S.- POLBA, J.L. NO.- 174 (OLD), 63 (NEW) MOUZA-GOTU, PLOT NO. (R.S.&L.R.)- 5013, L.R. KHATIAN NO.- 1777, CLASS- 'SALE, MEASURING 31 SATAKS.
SCHEDULE "UMA" (MANOJ DAS)
DISTRICT HOOGHLY, P.S.- POLBA, J.L. NO.- 71, MOUZA- SUGANDHYA:-
• Plot No. (R.S.&L.R.)- 159, Khatian No. (L.R.)- 463/2, Class- "Kalabagan", Measuring 21 Sataks land out of 42 Sataks on West side.
• Plot No. (R.S.&L.R.)- 158, Khatian No. (L.R.)- 463/2, Class-"Doba", Measuring about 01 Satak out of 02 Sataks.
SCHEDULE "CHA" (MIHIR DAS)
DISTRICT HOOGHLY, P.S.- POLBA, J.L. NO.- 71, MOUZA- SUGANDHYA:-
• Plot No. (R.S.&L.R.)- 159, Khatian No. (L.R.)- 463/2, Class- "Kalabagan", Measuring 21 Sataks land out of 42 Sataks on East side.
• Plot No. (R.S.&L.R.)- 158, Khatian No. (L.R.)- 463/2, Class-"Doba", Measuring about 01 Satak out of 02 Sataks.
Total value of Schedule "KA", "KHA", "UMA", and "CHA" Properties of Rs.30,00,000 (Rupees Thirty Lacs)

Amal Kumar Mazumdar | **By the order of**
Advocate | **Charan Singh**
District Judges' Court, Hooghly | **Sheristader**
District Delegate, Hooghly

ইন্ডিয়ন বৈংক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১
পরিশিষ্ট - IV-A" [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য] স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত "যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৩.০৮.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে** প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।
ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত নিম্নমতে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম শাখা	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী তাপস কুমার দাস শাখা : দালানঘাটা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ কমবেশি ২ শতক, পরগনা-মুড়াগাছা, কানপুর-ধানবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, তৌজি নং ৩৭ বিএল এবং এলআরও-ডায়মন্ড হারবার, মৌজা-বন বাহাদুরপুর, জেএল নং ১৪৯, সাবেক খতিয়ান নং ১৯, এলআর খতিয়ান নং ৪৩৬, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪৭৩, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা উল্লেখ্য দলিল নং ৪২২৪/২০১৭ ঠিকানায় সমুদয় সম্পত্তি। **চৌহদ্দি- উত্তরে**- ৬ ফুট চওড়া গ্রাম সড়ক, **দক্ষিণে**- অভিজিৎ বাবুর জমি, **পূর্বে**- শ্রীমতি অন্যার জমি, **পশ্চিমে**- ৫ ফুট চওড়া সড়ক সমন্বিত।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ১১২৫০০০.০০ টাকা ঘ) ১১৩০০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB50458424085 ছ) ৪৯৬২২১.৪২ টাকা

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন ibapifin@mstcecommerce.com।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

তারিখ : ১৮.০৭.২০২৩, স্থান : কলকাতা | **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

SBI | **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল**
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - সংঘমিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, ই-মেল আইডি - sanghamitra.gupta@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭৪১৯১৮

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ০৩.০৮.২০২৩ তারিখে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতা/গণ এমএসটিসি লি'-এর সহিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে চালান মাধ্যমে https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp তে এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ইএমডি পাঠাতে পারেন নিলামের তারিখের পূর্বে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ০৩.০৮.২০২৩
সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকে ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ -"আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।"

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ হারে / ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ
১.	**১. শ্রী বুদ্ধদেব ত্রিপাঠী** এন.এইচ. রবীন্দ্রনাথ টেগোর হসপিটাল, ১২৪ ইএম বাইপাস, মুকুন্দপুর, যাদবপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৯৯ **২) শ্রীমতি পৃথা পাল,** গভ. অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, দিনহাটা, এস.ডি. হসপিটাল, দিনহাটা, দিনহাটা গার্লস স্কুলের নিকট, কোচবিহার - ৭৩৬১৩৫	**শ্রী বুদ্ধদেব ত্রিপাঠী,** পিতা শ্রী বিজন কুমার ত্রিপাঠী এবং **শ্রীমতি পৃথা পাল** স্বামী বুদ্ধদেব ত্রিপাঠী দলিল নং ০৪১১৭-২০১৯, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৬২৯-২০১৯, পৃষ্ঠা ১৩৬৪৯৩ থেকে ১৩৬৫৫৪। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি, দ্বিতীয় তলে ব্লক নং ৭,'প্রুডেন্ট প্রাণা' হাউসিং কমপ্লেক্স পরিমাণ এসবিএ ১০৭৪ বর্গফুট কমবেশি এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ এবং/বা স্বত্ব এবং ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত ব্লক ৭স্থিত ফ্ল্যাট এবং একতলায় একটি খোলা কার পার্কিং স্পেস হোল্ডিং নং ২৭২ শ্রীপুর বাঘেরঘোল, নরেন্দ্রপুর, থানা-সোনারপুর, ওয়ার্ড নং ৩৩, কলকাতা- ৭০০১০৩ ঠিকানায় সমুদয় সম্পত্তি। উত্তরে- আরএস দাগ নং ১১৯৪, ১১৯৫, ১১৯৭, ১২০২, ১২০৪, ১২০৫ এবং ১২০৬, দক্ষিণে- আরএস দাগ নং ১১৯৩(অংশ), ১১৭৯ এবং মৌজা বনহুগলি, পূর্বে- আর এস দাগ নং ১১৭৯, ১১৭৮(অংশ), ১১৮৭(অংশ), ১১৮৫, ১১৮৮ (অংশ) এবং পশ্চিমে- আরএস দাগ নং। ১১৫৫,১১৬৮,১২০০(অংশ), ১২০১(অংশ) এবং ২০৯৩ সমন্বিত। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্বাধীনে**	**২৫,৮৮,৬১৭.০০ টাকা (পঁচিশ লক্ষ অষ্টআশি হাজার ছশো সতের টাকা) ২২.১০.২০২১** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ **যোগাযোগের ব্যক্তি: ৯৬৭৪৭১১৫২৩**	**৩৬,৯০,০০০.০০ টাকা** / **৩,৬৯,০০০.০০ টাকা** / **১০,০০০.০০ টাকা** / পর্যবেক্ষণের তারিখ ২৭.০৭.২০২৩

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রদত্ত লিঙ্ক ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে বিশেষ লিংক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।
আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে

তারিখ : ১৮.০৭.২০২৩ | অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা | স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ফের তৃণমূলের অন্দরে গোষ্ঠীকোন্দল

কানাইয়ালাল আগারওয়ালের ডাকা সমস্ত অনুষ্ঠান বয়কট করার সিদ্ধান্ত!

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: পঞ্চায়েত নির্বাচন পরবর্তীতে উত্তর দিনাজপুর জেলায় ফের তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে। উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ার বিধায়ক (তৃণমূল কংগ্রেস) হামিদুর রহমান গণনাকেন্দ্রের বাইরে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর হাতে শারীরিকভাবে নিগৃহীত হওয়ার ঘটনায় বিরূপ মন্তব্য ও উদাসীন থাকার প্রতিবাদে জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগারওয়ালের ডাকা সমস্তরকম অনুষ্ঠান বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে চোপড়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির নেতৃত্বরা। রবিবার বিকেলে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ায় একটি দলীয় মিটিংয়ে বসে চোপড়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। এই মিটিং এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা জেলা সভাপতির ডাকা কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করার কথা জানান। পাশাপাশি ইসলামপুরের তৃণমূল ব্লক সভাপতি জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধেও আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে ইসলামপুরে উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের ৪ নম্বর আসনে তৃণমূলের দলীয় টিকিট না পেয়ে করিমপন্থী নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চোপড়ার তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমানের মেয়ে আর্জুনা বেগম। গণনার দিন রাত প্রায় ২টো নাগাদ গণনাকেন্দ্রে মেয়ের জন্য প্রবেশের চেষ্টা করলে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা বিধায়ক ও তার অনুগামীদের ওপর ব্যাপক লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় বিধায়ক হামিদুল রহমান সহ তার বেশ কিছু অনুগামী আহত হয়। এরই প্রতিবাদে পরেরদিন চোপড়ায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় চোপড়ার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। তারই অঙ্গ হিসেবে রবিবার চোপড়ায় তৃণমূলের ব্লক কমিটির মিটিং এর আয়োজন করা হয়। বিধায়ক হামিদুল রহমান অসুস্থ থাকায় তিনি এই মিটিংয়ে উপস্থিত হতে পারেননি। এই দলীয় মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন চোপড়া তৃণমূলের ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষ, ব্লকের কোর কমিটির সদস্য ফজলুল হক সহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা মিটিং শেষে চোপড়া ব্লক সভাপতি (তৃণমূল কংগ্রেস) প্রীতিরঞ্জন ঘোষ জানিয়েছেন, 'আমাদের বিধায়কের ওপর পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা নির্মমভাবে লাঠিচার্জ করে। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে শিলিগুড়িতে মেডিক্যাল কলেজে রেফার করা হয়। তারপরেও জেলা সভাপতি তাকে দেখতে যায়নি। তার কোনও খোঁজ নেয়নি। দোষী পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আমাদের বিধায়ক ও একাধিক কর্মী আহত হওয়ার ব্যাপারে তিনি চরম উদাসীন ছিলেন। পাশাপাশি ইসলামপুরের দলের ব্লক সভাপতি জাকির হোসেন বিধায়ক সম্পর্কে এই ঘটনায় আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন। তা স্বত্তেও তার বিরুদ্ধে জেলা সভাপতি কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। এরই প্রতিবাদে আমরা জেলা সভাপতির ডাকা সমস্তরকম সাংগঠনিক কাজ ও অনুষ্ঠান বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল জানিয়েছেন, 'বিধায়ক আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় দলের পক্ষ থেকে বিস্তারিত খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। তার শারীরিক অবস্থার ব্যাপারেও আমরা নজর রাখছি। চোপড়া ব্লকের এই বয়কটের সিদ্ধান্ত আমাকে অফিসিয়ালি জানানো হয়নি। তবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে কার কি ভূমিকা ছিল, তা নজরে রেখে রাজ্য কমিটির কাছে রিপোর্ট পাঠানো হচ্ছে।'

গোঘাটে ভোটে জিতে দু'বার ফুলবদল বিজেপি প্রার্থীর, ঘটনায় রাজনৈতিক চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু হয় না। বিজেপি থেকে তৃণমূল আবার তৃণমূল থেকে বিজেপি হওয়ার ঘটনায় রাজনৈতিক নাটক দেখা গেল হুগলি জেলার গোঘাটে। গোঘাট বিধানসভার ভাদুর পঞ্চায়েত থেকে ২০৬ নম্বর বুথে বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় সাঁতরা জয়ী হয়। জয়ের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের গোঘাটের ব্লক সভাপতি বিজয় রায় তাকে তৃণমূলে জয়েন করান। এই ঘটনার আবার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই সেই সেই সঞ্জয় সাঁতরা বিজেপি রাজ্য সম্পাদক বিমান ঘোষের হাত ধরে বিজেপিতে ফিরে এলেন। সঞ্জয় সাঁতরা বলছেন তৃণমূল তাকে ভীতি প্রদর্শন করে জোর করে দলে যোগ দিয়েছিল। তিনি দীর্ঘদিনের বিজেপি কর্ম। বিজেপি থাকতে চান, তাই বিজেপিতে ফিরে এলেন। অপরদিকে বিজেপির রাজ্য সম্পাদক বিমান ঘোষ বলছেন তৃণমূল ভোট লুঠ করেছে। সঠিক ভোট হলে আরামবাগ মহকুমা থেকে তৃণমূল নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। এখন টাকা দিয়ে বিজেপির জয়ী প্রার্থীদের কিনতে চাইছে। তবে একজন বিজেপি প্রার্থীকে যদি তৃণমূল দলে নেওয়ার চেষ্টা করে তাহলে তারা ১০ জন তৃণমূলের জয়ী প্রার্থীকে দলে নেবে। খানাকুল জুড়ে টাকার বস্তা নিয়ে তৃণমূল ছুটছে। এর শেষ দেখে ছাড়বে বিজেপি। অন্যদিকে যার হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন সঞ্জয় সাঁতরা সেই গোঘাট এক নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিজয় রায় বলেন, আমার কাছে সে রকম কোনও খবর নেই। চাপ দিয়ে ওনাকে বিজেপিতে যোগদান করানো হয়নি। তবে খবর পাচ্ছি, উনি এখনও তৃণমূলেই আছেন। তবে ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক নেতারা বলছেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখে চুন কালি পড়ল। এভাবে দলে যোগ দেওয়ালে আগামী দিনে বুমেরাং হতে পারে। আর এটা প্রমাণ করে দিলে বিজেপি।

বাঁকুড়ায় বনমহোৎসব অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: 'অরণ্যের সবুজোদয় সৃষ্টি ভোরের সূর্যোদয়' স্লোগানকে সামনে রেখে বাঁকুড়া উত্তর বন বিভাগের উদ্যোগে শহরের মিশন প্রাইমারি স্কুলে বনমহোৎসব অনুষ্ঠিত হল। সোমবার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া উত্তর বন বিভাগের ডিএফও উমর ইমাম। বাঁকুড়া উত্তর বন বিভাগ সূত্রে জানানো হয়েছে, বনমহোৎসব উপলক্ষে মঙ্গলবার একদিনেই জেলার বিভিন্ন জায়গায় ২৫ লক্ষ চারা গাছ লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বনাঞ্চলের ভিতরে ৩৯০ হেক্টর জায়গায় ও স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, রাস্তার দু'পাশে মিলিয়ে দু'লাখের বেশি চারা একদিনে লাগানো হবে। বাঁকুড়া উত্তর বন বিভাগের ডিএফও উমর ইমাম এদিন জানান, গাছ নিয়ে মানুষের সচেতনতা অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষ বুঝেছেন গাছ লাগানো ছাড়া উপায় নেই। এখন এই মুহূর্তে জেলায় প্রায় ২৩ শতাংশ বনভূমি বলে তিনি জানান।

স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীর দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: সোমবার সকালে গোপীবল্লভপুর থানার ছাতিনাশোল গ্রামের মাঠে থাকা একটি নিমগাছে এক ব্যক্তিকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। যার ফলে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামবাসীরা বিষয়টি জানায় গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম রাজকমল নন্দী, তাঁর বয়স ৪৪ বছর, বাড়ি ছাতিনাশোল গ্রামে, তিনি গোপীবল্লভপুর দুই ব্লক স্বাস্থ্য বিভাগের গ্রুপ ডি কর্মী ছিলেন। তিনি গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যাই করেছেন কিনা, তা খতিয়ে দেখার জন্য পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্তের কাজ শুরু করেছে। তার পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, সোমবার সকালে অফিস যাওয়ার জন্য তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। তারপর লোক মুখে শুনে পরিবারের লোকেরা এসে দেখেন, অফিস না গিয়ে গ্রামের মাঠে একটি নিমগাছে গলায় ফাঁস লাগিয়ে তিনি ঝুলছেন। কী কারণে রাজকমল নন্দী আত্মহত্যা করেছেন, তা নিয়ে তাঁর পরিবারের কেউ কিছুই বলতে পারছেন না। ওই ঘটনার ফলে তাঁর পরিবারের সকলেই কান্নায় ভেঙে পড়েন।

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt of India Undertaking)
Oriental Bank of Commerce · United Bank of India

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সস্ত্র ভার্টিকাল, সার্কেল অফিস, হুগলী, ২৩এ, রাই এম সি লাহিড়ী বাহাদুর স্ট্রিট, পোস্ট- শ্রীরামপুর, হুগলী (পঃবঃ), পিন-৭১২২০১। ইমেল আইডি- cs8240@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইএমডি (বায়না অর্থ জমা) এবং নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময়: ০১.০৮.২০২৩/ দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ -এর নং ৫৪) -এর অধীনে ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়, সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ: ৩১.০৭.২০২৩

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর অধীনে ৮(৬) বন্দোবস্তের অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক /সুরক্ষিত ঋণদাতা-র কাছে বন্ধকী/চার্জযোগ্য আছে, যার বাস্তবিক/ গঠনমূলক/প্রতীকী দখল নিয়েছেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক -এর অনুমোদিত আধিকারিক, তা ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''সেখানে যা কিছু আছে'' ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণ-এর কাছ থেকে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা এবং অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং মূল্য ইত্যাদি বকেয়া উদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত মত।

লট নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা/ জামিনদারের অ্যাকাউন্ট	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/ স্বত্বাধিকারীর নাম (সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতা) এবং দখল	ক) সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	ক) ই-অকশনের তারিখ/ সময় খ) সুরক্ষিত পাওনাদারের জানা দায়বদ্ধতার বিশদ
১.	ক) সিঙ্গুর খ) মেসার্স শ্রী গুরু মেডিকেল হল গ) স্বত্বাধিকারী: শ্রী বাপন রায় পিতা- শ্রী অজিত রায় গ্রাম ও পোস্ট- কামারকুন্ডু জেলা- হুগলি, পিন ৭১২৪০৭	শ্রী বাপন রায়ের নামে জমি ও একটি দোকান বিল্ডিং এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক পরিমাপ ০.০২ একর, এলআর খতিয়ান নং ৬৪০৪ (জেএল নং ১৩), এলআর দাগ নং ১৩৯০, মৌজা গোপাল নগর, থানা- সিঙ্গুর, জেলা হুগলি, ২০১২ সালের বিয়িং দলিল নং ১৫৬৩ বই নং ১, সিডি ভলিউম নং ২, পৃষ্ঠা নং ২৪২৬ থেকে ২৪৩৭, এডিএসআর সিঙ্গুর, হুগলি। দখল: বাস্তবিক	ক) ০৫.০৫.২০১৬ খ) ২৪.১০.২০১৯ গ) ১২,৫৮,২৩৭.০০ টাকা (বারো লক্ষ আটান্ন হাজার দুইশত সাঁইত্রিশ টাকা মাত্র) সহ সুদ + চার্জ।	ক) ১৪.৬৪ লক্ষ টাকা খ) ১.৪৬ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা	ক) ০৩.০৮.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা খ) বর্তমান সময়ে ব্যাঙ্কের অজানা
২.	ক) সিঙ্গুর খ) মেসার্স সুমিত্রা শাড়ি গ) অংশীদার: শ্রী প্রদীপ বিশ্বাস পিতা- শ্রী অশোক বিশ্বাস এবং শ্রীমতী নমিতা বিশ্বাস স্বামী- শ্রী প্রদীপ বিশ্বাস গ্রাম- ভীমপুর, পোস্ট বান্দিপুর, থানা- হরিপাল জেলা হুগলি, পিন- ৭১২৪০৭	সম্পত্তি নং ১ : জমি ও ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যা ভীমপুর গ্রামে অবস্থিত, মৌজা খানা খানপুর, জেএল নং ৯০, এলআর প্লট নং ৫৬৮/৭৪৯, এলআর খতিয়ান নং ৯২৩, জেলা- হুগলি, বান্দিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে এলাকার পরিমাপ ৩ ডেসিমেল, সম্পত্তিটি শ্রীমতি নমিতা বিশ্বাস, স্বামী- শ্রী প্রদীপ বিশ্বাসের নামে। এডিএসআর, হরিপালের অফিসে নিবন্ধিত, বুক নং ১, সিডি ভলিউম নং ১৮, পৃষ্ঠা ৪৩৩৩ থেকে ৪৩৪২ পর্যন্ত,বিয়িং নং ০৬৫৩২ সাল ২০১০ -এ নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- গ্রাম পঞ্চায়েত রোড, দক্ষিণ- অন্যদের কৃষি জমি, পূর্ব- সাধারণ পথ, পশ্চিম- গৌর চন্দ্রের জমি। সম্পত্তি নং ২ : গ্রাম ভীমপুর, মৌজাখানা খানপুর, জেএল- নং ৯০, এলআর প্লট নং ৮১৩, এলআর খৈতান নং ৯২৬, জেলা- হুগলি বান্দিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে অবস্থিত ৪ ডেসিমেল পরিমাপের জমি ও ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। সম্পত্তিটি শ্রীমতি নমিতা বিশ্বাস, স্বামী- শ্রী প্রদীপ বিশ্বাসের নামে। ২০১১ সালে এডিএসআর, হরিপালের অফিসে নিবন্ধিত, বুক নং ১, সিডি ভলিউম নং ০২, পৃষ্ঠা ১৮৬২ থেকে ১৮৭১ পর্যন্ত, বিয়িং নং ০০৪৯৫ এ নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- তারাপদ বিশ্বাসের বাড়ি, দক্ষিণ- নরেন্দ্র নাথ বিশ্বাসের বাড়ি, পূর্ব- গ্রাম পঞ্চায়েত, পশ্চিম- অন্যদের বাড়ি। সম্পত্তি নং ৩ : ভীমপুর গ্রামে অবস্থিত কারখানার জমি এবং ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, মৌজা- খানা খানপুর, জেএল নং ৯০, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৫৩১, খতিয়ান নং ৫১৪, বান্দিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা- হুগলি এলাকার পরিমাপ ০.১০ একর (আনুমানিক)। সম্পত্তিটি মেসার্স সুমিত্রা শাড়ির নামে আছে, তার অংশীদার শ্রী প্রদীপ বিশ্বাস, শ্রী অশোক বিশ্বাস এবং শ্রীমতি নমিতা বিশ্বাস স্বামী- শ্রী প্রদীপ বিশ্বাস। ২০১২ সালের এডিএসআর হরিপালে নিবন্ধিত, বুক নং ১, সিডি ভলিউম নং ১৩, পৃষ্ঠা ২৫৮৯ থেকে ২৬০৯ পর্যন্ত, বিয়িং নং আই ৪৫২৩ -এ নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- উত্তম মাঝির জমি, দক্ষিণ- বৈদ্যনাথ দে-এর জমি, পূর্ব- বাসন্তী রায়ের জমি, পশ্চিম - ৮'০" চওড়া পঞ্চায়েত রাস্তা। দখল : বাস্তবিক (সম্পত্তি-১,২, ও ৩) সম্পত্তি নং ৪: গ্রাম ভীমপুর, মৌজা- খানা খানপুর, জেএল নং ৯০, এলআর খতিয়ান নং- ৯১৬, এলআর প্লট নং- ৮১৩, বান্দিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে হুগলি জেলায় জমি ও বিল্ডিংয়ের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, এলাকার পরিমাপ ৫ ডেসিমেল। সম্পত্তিটি শ্রী প্রদীপ বিশ্বাস, পিতা- শ্রী অশোক বিশ্বাসের নামে আছে । ২৩.০২.২০০৯ তারিখে বিয়িং নং আই১০৪০ মাধ্যমে এডিএসআর হরিপাল-এ নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- কানাই কোলের রাস্তা এবং জমি, দক্ষিণ- পুকুর, পূর্ব- তারাপদ বিশ্বাসের সম্পত্তি, পশ্চিম- কানাই কোলের জমি। দখল: প্রতীকী (সম্পত্তি-৪)	ক) ০৮.০৪.২০১৫ খ) ২৪.০৯.২০১৮ (সম্পত্তি ১, ২ এবং ৩) এবং ১৩.০৭.২০১৫ (সম্পত্তি ৪) গ) ২,৫৫,৩২,২৮৩.০২ টাকা (দুই কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ বত্রিশ হাজার দুইশত তিরাশি টাকা এবং দুই পয়সা) ৩১.০৩.২০১৫ অনুযায়ী সহ সুদ + চার্জ।	সম্পত্তি নং ১ ক) ১৬.২৭ লক্ষ টাকা খ) ১.৬৩ লাখ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি নং ২ ক) ৫.৯৪ লক্ষ টাকা খ) ০.৫৯ লাখ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি নং ৩ ক) ৩৩.৬৩ লক্ষ টাকা খ) ৩.৩৬ লাখ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি নং ৪ ক) ৩০.০৭ লক্ষ টাকা খ) ৩.০১ লাখ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা	ক) ০৩.০৮.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা খ) বর্তমান সময়ে ব্যাঙ্কের অজানা
৩.	ক) আরামবাগ খ) মেসার্স তাজ রাইস মিল গ) অংশীদার: শ্রী নব কুমার কোলে পিতা- প্রয়াত কৃষ্ণ মোহন কোলে, তারকেশ্বর, হুগলি ৭১২৪০৫ এবং মেসার্স স্যাফায়ার অ্যাকোয়া এগ্রো টেক প্রাঃ লিঃ, অংশীদার এবং জামিনদার: শ্রী বলজিত সরকার পিতা- প্রয়াত আব্দুল গফর সরকার গ্রাম- আমগ্রাম, পোস্ট- হরিণখোলা, থানা- আরামবাগ, জেলা- হুগলি ৭১২৪১৫	সম্পত্তির বিশদ বিবরণ ১: আমগ্রাম, হরিণখোলা, আরামবাগ, জেলা- হুগলি, পঃবঃ- ৭১২৪১৫ জেএল নং-১৩৮, আরএস খতিয়ান নং-৩২, প্লট নং-৪৩ (আরএস), ২৩২ (এলআর) এর অধীনে ইউনিট (তাজ রাইস মিল) এর জমি ও ভবনের (প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি সহ) ন্যায়সঙ্গত বন্ধক জমির পরিমাপ ৬৬ শতক। মেসার্স তাজ রাইস মিলের নামে জমির বিক্রয় দলিল নং-২২ সাল-১৯৯৯,৭৭২ সাল-২০০১, ৪৫২৫ এবং ৪৫২৬ সাল-২০০১। সম্পত্তির বিশদ বিবরণ ২: 'তাজ সুপার মার্কেট' নামে বলজিৎ সরকারের মালিকানাধীন জেএল নং ১৩৮, খতিয়ান নং ৩২(আরএস), ৮১৪(এলআর) প্লট নং ২৩২- এ অবস্থিত ১৪ শতক (৮.৪৭ কাঠা) এলাকা পরিমাপের জমি, যার দলিল নং ৪১৩৩ তারিখ- ১৯.০৮.১৯৯৮ । দখল: প্রতীকী	ক) ১১.০৮.২০১৪ খ) ০৩.১১.২০১৪ গ) ২,০৬,৬৮,০৮১.০০ টাকা (দুই কোটি ছয় লক্ষ আটষট্টি হাজার একাশি টাকা) ৩১.০৩.২০১৪ অনুযায়ী সহ সুদ + চার্জ।	সম্পত্তি নং ১ ক) ১১৩.৪৯ লক্ষ টাকা খ) ১১.৩৫ লাখ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি নং ২ ক) ৬০.০০ লক্ষ টাকা খ) ৬.০০ লাখ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা	ক) ০৩.০৮.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা খ) বর্তমান সময়ে ব্যাঙ্কের অজানা

-নিয়ম ও শর্তাবলি -
বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষ হবে -
১) সম্পত্তিগুলি বিক্রি হতে যাচ্ছে ''যেখানে যেমন আছে'' এবং ''যেখানে যা আছে'' এবং ''যেখানে যা-কিছু আছে'' ভিত্তিতে।
২) অত্র উপরে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের কাছে থাকা সর্বোত্তম তথ্যের উপর নির্ভর করে বর্ণিত, তবে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা কিছু বাদ যাওয়া যদি এই ঘোষণায় পরিলক্ষিত হয়, তার জন্য অনুমোদিত অফিসার জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
৩) নিম্নস্বাক্ষরকারী বিক্রয়কার্য করবেন ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যা ব্যবস্থিত হয়েছে ওয়েবসাইট - **https://www.mstcecommerce.com -তে ০৩.০৮.২০২৩ তারিখ @ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা।**
৪) বিক্রির বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য দেখুন **ওয়েবসাইট: www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app** এবং **www.pnbindia.in**।
৫) বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কিত যেকোন প্রশ্নের জন্য, আগ্রহী দরদাতারা যোগাযোগ করতে পারেন, **উত্তম হাওলাদার (সিএম), মোবাইল- ৮৪২০০৪০৫৪৮**
৬) প্রথম বিড অবশ্যই রিজার্ভ মূল্যের চেয়ে বেশি হতে হবে
৭) প্রযোজ্য কর ক্রয়কারী দ্বারা বহন করতে হবে
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(১) এর অধীনে ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১৮.০৭.২০২৩
স্থান: শ্রীরামপুর
উত্তম হাওলাদার (চিফ ম্যানেজার)
অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ন বৈংক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ১০১
ই-মেল : z184@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পদের বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত ''যেখানে যে অবস্থায় আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''যেখানে যেমন আছে'' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৩.০৮.২০২৩ তারিখ** প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।
ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত নিম্নমতে।

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) ১. ঋণগ্রহীতা - শ্রী কৃষ্ণ পাল, পিতা প্রয়াত শৈলেন চন্দ্র পাল নতুন বাজার, পাল পাড়া, পো.-কৃষ্ণনগর, থানা - কোতয়ালি, জেলা - নদিয়া (প.ব.), পিন - ৭৪১ ১০১ ২. শ্রীমতি মৌসুমী পাল স্বামী শ্রী কৃষ্ণ পাল নতুন বাজার, পাল পাড়া, পো.-কৃষ্ণনগর, থানা - কোতয়ালি, জেলা - নদিয়া (প.ব.), পিন - ৭৪১ ১০১ খ) কৃষ্ণনগর আইবি ব্রাঞ্চ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত খতিয়ান নং এলআর ২৮৬০৫, প্লট নং আরএস ৯০৯৬, ৯০৯৪, এলআর ১২১১৯, ১২১১৮ জমির পরিমাণ ৩.৩১ ডেসিমেল জমির প্রকৃতি ভিটা, কৃষ্ণনগর পুরসভা অধীন হোল্ডিং নং ২৭/৪, ওয়ার্ড নং ১৩, রথতলা রোড নতুন বাজার পো. কৃষ্ণনগর, থানা কোতোয়ালি, জেলা নদিয়া, উল্লেখ্য দলিল নং ৩৯৬০/১৯৯৯ কৃষ্ণ পালের নামে রেজিস্ট্রিকৃত সাব-রেজিস্ট্রার কৃষ্ণনগর, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ। চৌহদ্দি - উত্তরে - কানাই পালের সম্পত্তি, দক্ষিণে - গোপাল চন্দ্র গড়াই এবং বাবলু গড়াইয়ের সম্পত্তি পূর্বে - ৮ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ পশ্চিমে - মহেশ গড়াইয়ের সম্পত্তি সমন্বিত।	১২,৫৩,৯৯৫.০০ টাকা (বারো লাখ তিপান্ন হাজার নশো পঁচানব্বই টাকা) টাকা ১২.০৭.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ/ চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ১০,৬০,০০০.০০ টাকা (*) (দশ লাখ যাট হাজার টাকা) টাকা খ) ১,০৬,০০০.০০ টাকা (এক লাখ ছয় হাজার টাকা) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB3026366986 ঙ) জানা নেই চ) প্রতীকী দখল
২.	ক) ১. ঋণগ্রহীতা - মহ. আবদুল আলিম শেখ, পিতা প্রয়াত খেদের আলি গ্রাম - জানকি নগর, পো. পলাশি সুগার মিল, থানা - কালীগঞ্জ, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১১৫৭ ২. জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা মহ. আবদুল আলিম শেখ, পিতা প্রয়াত খেদের আলি গ্রাম - জানকি নগর, পো. পলাশি সুগার মিল, থানা - কালীগঞ্জ, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১১৫৭ খ) পলাশি ব্রাঞ্চ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত খতিয়ান নং এলআর ২৮৬০৫, প্লট নং আরএস ৯০৯৬, ৯০৯৪, এলআর ১২১১৯, ১২১১৮, জমির এরিয়া ৩.৩১ ডেসিমেল এবং জমির প্রকৃতি -ভিটা, কৃষ্ণনগর পুরসভা অধীন হোল্ডিং নং ২৭/৪, ওয়ার্ড নং ১৩, রথতলা রোড, নতুন বাজার, পো- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতোয়ালি, জেলা-নদিয়া, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ৩৯৬০/১৯৯৯ ঠিকানায় সমুদয় সম্পত্তি কৃষ্ণা পালের নামে রেজিস্ট্রিকৃত সাব রেজিস্ট্রার এডিএসআর কৃষ্ণনগর, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ। চৌহদ্দি- উত্তরে- কানাই পালের সম্পত্তি দক্ষিণে- গোপাল চন্দ্র গেড়াই এবং বাবলু গড়াই এর সম্পত্তি, পূর্বে- ৮ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, পশ্চিমে- মহেশ গড়াইয়ের সম্পত্তি সমন্বিত।	১৫,২৬,২৯৬.৯৯ টাকা (পনের লাখ ছাব্বিশ হাজার দুশো ছিয়ানব্বই টাকা এবং নিরানব্বই পয়সা) [MOI+MOX=১৩,৪০,৫৬০.০০ টাকা + ১,৮৫,৭৩৬.৯৮৫] টাকা ১৫.০৭.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ১৩,১০,০০০.০০ টাকা (*) (তেরো লাখ দশ হাজার) টাকা খ) ১,৩১,০০০.০০ টাকা (এক লাখ একত্রিশ হাজার টাকা) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB৩০০৯০৬৮২৫৩৯ ঙ) জানা নেই চ) প্রতীকী দখল
৩.	ক) ১. ঋণগ্রীহতা তথা জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা নিবেদিতা প্রামাণিক চক্রবর্তী স্বামী সৌরভ চক্রবর্ত, পাঁচু মন্ডল লান্স খাগরা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ পিন - ৭৪২১০৩ ২. জামিনদাতা সৌরভ চক্রবর্তী পাঁচু মন্ডল লান্স খাগরা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ পিন - ৭৪২১০৩ খ) কান্দি শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ২ ডেসিমেল এবং তদস্থিত বসবাসের ভবন নিবেদিতা প্রামাণিক চক্রবর্তীর নামে উল্লেখ্য রেজিস্ট্রিকৃত দান দলিল নং আই- ১১৯৩০/১৮ তারিখ ১৪.০৯.২০১৮ , মৌজা-সৈদাবাদ, থানা-বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, জেএল নং ১০০, আরএস প্লট নং ৪০১/৪৯৩১, এলআর প্লট নং ৮৬৮, হোল্ডিং নং ৪৯/এ, দয়ময়ী পাড়া লেন, ওয়ার্ড নং ৩ অধীন সমুদয় সম্পত্তি। চৌহদ্দি-উত্তরে- ১০ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে - অখিল প্রামাণিকের সম্পত্তি, পূর্বে- বাপ্পা ঘোষের সম্পত্তি, পশ্চিমে- বিপদ ভাস্করের সম্পত্তি সমন্বিত।	২৭,৯২,৮৬৭.৩৭ টাকা (সাতাশ লাখ বিরানব্বই হাজার আটশ সাতষট্টি টাকা এবং সাঁয়ত্রিশ পয়সা) [BB+MOI=২৫,৯১,০৮৬.৩৭ টাকা + ২,০১,৭৮১.৯৪] টাকা ১৫.০৭.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ২৬,৪০,০০০.০০ টাকা (*) (ছাব্বিশ লাখ চল্লিশ হাজার টাকা) টাকা খ) ২,৬৪,০০০.০০ টাকা (দুই লাখ চৌষট্টি হাজার টাকা) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB৩২৯২৯০৮৪১৫ ঙ) জানা নেই চ) প্রতীকী দখল
৪.	ক) ১. ঋণগ্রহীতা মেসার্স এইচ. এম. হার্ডওয়্যার স্বত্বা. শ্রী হাসানুজামান শেখ পিতা সফিউর রহমান ২. ঋণগ্রহীতা শ্রী হাসানুজামান শেখ (স্বত্বা) পিতা সফিউর রহমানত ৩. জামিনদাতা - সফিউর রহমান, পিতা প্রয়াত হাজি এহসান ৪. জামিনদাতা - শ্রী ইকবাল হোসেন, পিতা সফিউর রহমান, ৫. জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা - স্বত্বা শ্রী হাসানুজামান শেখ পিতা সফিউর রহমান সকলের ঠিকানা - গ্রাম - উদয়চাঁদপুর, পো- জীবন্তী, থানা - কান্দি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৩৬ খ) কে. এন. রোড ব্রাঞ্চ	সম্পত্তি ১: সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অবস্থিত গ্রাম -উদয়চাঁদপুর, মহালন্দী ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো- জীবন্তি, থানা- কান্দি,জেলা-মুর্শিদাবাদ,(প ব), পিন- ৭৪২১৩৬, খতিয়ান নং আর এস ২৮৬, এলআর-৩৬২৩, প্লট নং এলআর -৯৩৪, শ্রেণি-বাড়ি, এরিয়া - ৫.৫০ ডেসিমেল, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং আই- ১৩০ তারিখ ২৯.০৯.২০১০, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বহরমপুর। সম্পত্তি শ্রী হাসানুজ্জামান শেখ এর নামে। চৌহদ্দি- উত্তরে- মাটির রাস্তা, দক্ষিণে- ভুজু শেখের সম্পত্তি, পূর্বে- সফিউর রহমানের জমি, পশ্চিমে- পিডব্লুডি, গোডাউন এবং সড়ক সমন্বিত। সম্পত্তি ২: সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অবস্থিত গ্রাম -উদয়চাঁদপুর, মহালন্দী ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো- জীবন্তি, থানা- কান্দি,জেলা-মুর্শিদাবাদ,(প ব), পিন- ৭৪২১৩৬, খতিয়ান নং আর এস ২৯৫৭, এলআর-৩৬২২, প্লট নং এলআর -৯৪০, শ্রেণি-ভিটা, এরিয়া - ৪.৫০ ডেসিমেল, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং আই- ৫২০০ তারিখ ১৬.০৭.২০২৩, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বহরমপুর। সম্পত্তি শ্রী ইকবাল হোসেনের নামে। চৌহদ্দি- উত্তরে- ৬ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে- সফিউর রহমানের জমি, পূর্বে-মুরসাসলিম শেখ এর জমি, পশ্চিমে- রাখহরি মন্ডলের সম্পত্তি সমন্বিত। সম্পত্তি ৩: সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অবস্থিত গ্রাম -উদয়চাঁদপুর, মহালন্দী ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো- জীবন্তি, থানা- কান্দি,জেলা-মুর্শিদাবাদ,(প ব), পিন- ৭৪২১৩৬, খতিয়ান নং আর এস ২৯৫৭, এলআর-৩৬২২, প্লট নং এলআর -৯৩৯, শ্রেণি-ভিটা, এরিয়া - ৪.০০ ডেসিমেল, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং আই- ৭০৪৭ তারিখ ২১.১২.২০১১, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বহরমপুর। সম্পত্তি শ্রী ইকবাল হোসেনের নামে। চৌহদ্দি- উত্তরে- প্রধান মেটাল রোড, দক্ষিণে- হাসনুরজামান শেখের সম্পত্তি, পূর্বে-মুরসাসলিম শেখ এর জমি, পশ্চিমে-১৫ফুট চওড়া সড়ক এবং বসির শেখের সম্পত্তি সমন্বিত।	৭৩,৬০,০৪৩.৭৮ টাকা (তিয়াত্তর লাখ ষাট হাজার তেতাল্লিশ টাকা এবং আটাত্তর পয়সা) [৫০,৮৩,৪৪৪.০০ টাকা + ২২,৭৬,৫৯৯.৭৮] টাকা ১৫.০৭.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ	সম্পত্তি ১ ক) ৩৯,৫০,০০০.০০ টাকা (*) (উনচল্লিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) টাকা খ) ৩,৯৫,০০০.০০ টাকা (তিন লাখ পঁচানব্বই হাজার টাকা) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB৩০০৪১৬৬০৭৮৩১ ঙ) জানা নেই চ) প্রতীকী দখল সম্পত্তি ২ ক) ৫,৯০,০০০.০০ টাকা (*) (পাঁচ লাখ নব্বই হাজার টাকা) টাকা খ) ৫৯,০০০.০০ টাকা (উনষাট হাজার টাকা) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB৩০০৪১৬৬০৭৮৩২ ঙ) জানা নেই চ) প্রতীকী দখল সম্পত্তি ৩ ক) ২৫,৮০,০০০.০০ টাকা (*) (পঁচিশ লাখ আশি হাজার টাকা) টাকা খ) ২,৫৮,০০০.০০ টাকা (দুই লাখ আটান্ন হাজার টাকা) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB৩০০৪১৬৬০৭৮৩৩ ঙ) জানা নেই চ) প্রতীকী দখল
৫.	ক) ১. ঋণগ্রহীতা মিতা দাস শর্মা স্বামী শুভ্রাংশু নারায়ণ শর্মা ২. ঋণগ্রহীতা শুভ্রাংশু নারায়ণ শর্মা, পিতা ব্রহ্ম নারায়ণ শর্মা ৩. জামিনদাতা - শ্রী বিষ্ণু নারায়ণ শর্মা, পিতা শুভ্রাংশু নারায়ণ শর্মা ৪. জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা মিতা দাস শর্মা স্বামী শুভ্রাংশু নারায়ণ শর্মা সকলের ঠিকানা - ৮৪, রবীন্দ্র নাথ টেগোর রোড, পো. এবং থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০১, পশ্চিমবঙ্গ খ) কে. এন. রোড ব্রাঞ্চ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট ''স্বস্তি' (জি-৫ তলা ভবন) ফ্ল্যাট নং ৫০১, দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম দিকে ৬ষ্ঠতলে, জেএল নং ৯১, প্লট নং আরএস এবং এলআর ৯৩২/ ১০৯৫, খতিয়ান নং আরএস ৩৯৮, এলআর ৭২৩, ৩০৮৮, ৩০৮৭ অবস্থিত ৮৪ এবং ৮৪এ রবীন্দ্র নাথ টেগোর রোড লালদিঘি পোস্ট এবং থানা-বহরমপুর, বহরমপুর পুরসভা অধীন জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ১০১,পশ্চিমবঙ্গ সুপার বিল্ট আর এরিয়া ৮৫০.০০ বর্গফুট উল্লেখ্য রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ৫৬৫৯/২০১৩, তরিখ ১৪.০৮.২০১৩ এডিএসআর বহরমপুর, ফ্ল্যাট শ্রীমতি মিতা দাস শর্মার, স্বামী শুভ্রাংশু নারায়ণ শর্মার নামে। চৌহদ্দি- উত্তরে- ফ্ল্যাট নং ৫০২, দক্ষিণে- লেন, পূর্বে- মিনতী দাসের সম্পত্তি, পশ্চিমে- বীরাংশু নারায়ণ দাস শর্মার সম্পত্তি সমন্বিত।	৮,০১,৬৬২.৪৮ টাকা (আট লাখ এক হাজার ছশো বাষট্টি টাকা এবং আটচল্লিশ পয়সা) [BB+MOI+MOX=৫,৬৪,৪৫৪.৪২ টাকা + ২,৩৪,২৫৮.০৬] টাকা ১৫.০৭.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ২০,২০,০০০.০০ টাকা (*) (কুড়ি লাখ কুড়ি হাজার) টাকা খ) ২,০২,০০০.০০ টাকা (দুই লাখ দুই হাজার টাকা) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB৩০০৭৮৫০৫৭৪৭১ ঙ) জানা নেই চ) প্রতীকী দখল

*বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ২৩.০৮.২০২৩; সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in
(২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন ibapifin@mstcecommerce.com।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ''১৮০০১০২৫০২৬'' এবং ''০১১-৪১১০৬১৩১'' যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ১৫.০৭.২০২৩ (ক্রম নং ১, ২ এবং ৩) এবং ১৭.০৭.২০২৩ (ক্রম নং ৪ এবং ৫)
স্থান : বহরমপুর
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

দিল্লির আমলা নিয়োগে একমত হোন মুখ্যমন্ত্রী-উপরাজ্যপাল

পরামর্শ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই: রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে কাজ করতে হবে মুখ্যমন্ত্রী ও উপরাজ্যপালকে- দিল্লির অর্ডিন্যান্স মামলায় এই পরামর্শ দিল সুপ্রিম কোর্ট। আমলাদের পোস্টিং ও বদলিতে কেন্দ্রের অর্ডিন্যান্সের তীব্র বিরোধিতা করে মামলা দায়ের করেছে দিল্লি সরকার। তার শুনানি চলাকালীনই বিচারপতি বলেন, অচলাবস্থা কাটাতে দিল্লির উপরাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীকে একসঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে। তাঁদের সম্মতিতেই আধিকারিকদের নিয়োগ করা যেতে পারে। আগামী বৃহস্পতিবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে বলে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত।

দিল্লির আমলাদের বদলি সংক্রান্ত সমস্ত সিদ্ধান্ত দিল্লি সরকারের হাতেই দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু সেই নির্দেশ খারিজ করে অর্ডিন্যান্স জারি করে কেন্দ্র। তার বিরোধিতা করেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় দিল্লির আপ সরকার। ইতিমধ্যেই এই মামলায় কেন্দ্র সরকারকে নোটিস দিয়েছে শীর্ষ আদালত। আমলা নিয়োগ ও বদলি প্রসঙ্গে কেন্দ্রের অর্ডিন্যান্স আদৌ বৈধ কিনা তা প্রমাণ করার আদেশও দেয় শীর্ষ আদালত।

সোমবার শুনানি চলাকালীনই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বলেন, 'এই অচলাবস্থা কাটাতে একটা পরামর্শ দিতে পারি। দিল্লির উপরাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী কি একসঙ্গে বসে আধিকারিক নাম ঠিক করতে পারেন না?' অর্ডিন্যান্স নিয়ে মামলার মধ্যেই দিল্লির ইলেকট্রিসিটি রেগুলারিটি কমিশনের চেয়ারপার্সন নিয়োগের দরকার ছিল। সেই প্রসঙ্গেই রাজনৈতিক ভেদাভেদের উর্ধ্বে উঠে একমত হয়ে আধিকারিক নিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

এই প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছেন উপরাজ্যপালের আইনজীবী হরিশ সালভে। তবে আপের প্রতিক্রিয়া মেলেনি। অর্ডিন্যান্স মামলায় আগামী বৃহস্পতিবার ফের শুনানি হবে শীর্ষ আদালতে। তবে অর্ডিন্যান্সের বৈধতা নিয়ে যে মামলা দায়ের হয়েছে, তার শুনানি কনস্টিটিউশন বেঞ্চে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানিয়েছেন, এই অর্ডিন্যান্সকে বিলে পরিণত করে বাদল অধিবেশনেই পেশ করতে চলেছে কেন্দ্র।

তোলা যাবে না ছবি

মোবাইলের ব্যবহারও নিষিদ্ধ হল কেদার-বদ্রিতে

দেরাদুন, ১৭ জুলাই: কেদারনাথ মন্দিরে নিষিদ্ধ হল মোবাইলের ব্যবহার। মন্দিরে ছবি বা ভিডিও তোলা যাবে না, জানিয়ে দিলেন কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথ মন্দিরের সামনে প্রেমিককে প্রেম প্রস্তাব দেন এক মহিলা ব্লগার। সেই নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। তার পরেই এই পদক্ষেপ করলেন মন্দির কর্তৃপক্ষ।

মন্দির চত্বরে বেশ কয়েকটি বোর্ড টাঙিয়েছে শ্রী বদ্রিনাথ-কেদারনাথ মন্দির কমিটি। তাতে হিন্দি এবং বাংলায় নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। লেখা হয়েছে, 'মন্দির চত্বরে মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশ করা যাবে না। কোনও ধরনের ছবি বা ভিডিও তোলা যাবে না। আপনি সিসি ক্যামেরার নজরদারিতে রয়েছেন।' দর্শনার্থীদের 'শালীন' পোশাক পরারও নির্দেশ দিয়েছেন মন্দির কর্তৃপক্ষ। জানিয়েছেন, মন্দির চত্বরে তাঁবু খাটানো যাবে না। পাশাপাশি কর্তৃপক্ষের তরফে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে, নির্দেশ না মানলে আইনি পদক্ষেপ করা হবে। শ্রী বদ্রিনাথ-কেদারনাথ মন্দির কমিটির সভাপতি অজেন্দ্র অজয় জানিয়েছেন, ধর্মীয় স্থানে কিছু রীতিনীতি থাকে। সেগুলি সকলের মেনে চলা উচিত। বদ্রিনাথ থেকে কোনও অভিযোগ না এলেও ওই মন্দিরেও নির্দেশিকা জারি করে বোর্ড টাঙানো হয়েছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে
ই- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
টেন্ডার নোটিশ নম্বর
এন-২৩৫-৬২ টেলি টেন্ডার-০৭-২০২৩
ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/টেলি/হে.কো., এন.ই. রেলওয়ে, গোরখপুর ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তার পক্ষে দরপত্র নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতার মানদণ্ড অনুযায়ী পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা থাকা ঠিকাদারদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।
১. টেন্ডার নং : এন-২৩৫-৬২ টেলি টেন্ডার-০৭-২০২৩, **২. কাজের নাম:** প্রশাসনিক ব্লকে রেল এবং টেলিকম সুবিধার সরবরাহ, ইনস্টলেশন, পরীক্ষা ও কমিশনিং, নতুন কনফারেন্স হল, মডেল রুম এবং সিডব্লিউএম/বিডব্লিউ রুম ব্রিজ ওয়ার্কশপ/ গোরখপুর ক্যান্টে., **৩. দরপত্র মূল্য: ₹ ৯,৩৮,১১২.৮৯** (নয় লক্ষ আটত্রিশ হাজার একশো বারো টাকা উননব্বই পয়সা), **৪. বিড নিরাপত্তা: ₹ ১৮,৮০০/-**, **৫. অফারের বৈধতা: ৬০ দিন, ৬. স্থান, তারিখ এবং দরপত্র বন্ধ ও খোলার সময়:** ডিএসটিই/টেলি অফিস, এন.ই. রেলওয়ে, গোরখপুর **১৭.০৮.২০২৩** তারিখ **১৫.০০ ঘন্টা**-তে, **৭. সমাপ্তির সময়কাল: ৩ মাস, ৮.** ওয়েবসাইট যেখানে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথিগুলির বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে: **www.ireps.gov.in**, **৯.** দরপত্রের যে কোনও পরিবর্তনের জন্য, অনুগ্রহ করে মূল টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির সংশোধনের জন্য ইন্টারনেট ওয়েবসাইট দেখুন। **১০.** বিড সিকিউরিটি ই-পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে নগদে জমা করা হবে বা ভারতের একটি তফসিল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি বন্ড হিসাবে জমা দেওয়া হবে বা দরপত্র নথিতে উল্লেখ করা হবে। **১১.** দরপত্র/দরপত্রদাতাদের অবশ্যই তৃতীয় শ্রেণির ডিজিটাল স্বাক্ষর থাকতে হবে এবং অবশ্যই নিবন্ধন করতে হবে আইআরইপিএস পোর্টালে। শুধুমাত্র নিবন্ধিত দরপত্র/ডাকদাতারা ই-টেন্ডারিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। **১২.** প্রাসঙ্গিক সকল কাগজপত্র দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সময় আপলোড করতে হবে। **১৩.** বিশদ দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, যোগ্যতার মানদণ্ড, নিয়ম এবং শর্তাবলী **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ।
দ্রষ্টব্য: দরপত্রদাতা/ডাকদাতাকে অবশ্যই তার অফার সহ (যা দরপত্রের নথিতে সংযুক্ত করা আছে পূরণকৃত চেক তালিকা (ফরম্যাট-৩) জমা দিতে হবে।
ডেপুটি চিফ সিগন্যাল এন্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/
CPRO/Sig-44 টেলি/হে.কো./গোরখপুর
যেকোনো যাত্রী সুবিধা নিয়ে অভিযোগ মোবাইল নম্বর ০৯৭৯৪৮৪৫৯৫৫-এ এসএমএস করুন
কখনই ট্রেনে বিড়ি/সিগারেট পান করবেন না

বাংলাদেশে মহামারির রূপ নিচ্ছে ডেঙ্গি, মৃত কমপক্ষে ১০৬ জন

ঢাকা, ১৭ জুলাই: বাংলাদেশে ক্রমে বাড়ছে ডেঙ্গুর প্রকোপ। এই রোগের দাপটে এখনও পর্যন্ত শুধু জুলাই মাসেই মৃত্যু হয়েছে ৫৯ জনের। সবমিলিয়ে মৃতের সংখ্যা ১০৬। দেশজুড়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কয়েক হাজার রোগী। ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে হাসিনা সরকারের চেষ্টা সত্ত্বেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না। গত কয়েক মাস ধরেই ডেঙ্গির দাপট বেড়ে চলেছে বাংলাদেশে। শুধু জুলাই মাসেই হাসপাতালে ভরতি হয়েছেন ১২ হাজার ৯০০ জন। রোগের বলি ৫৯ জন। এখনও পর্যন্ত দেশের হাসপাতালগুলিতে মোট ২০ হাজর ৮৮৭ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সবমিলিয়ে মৃতের সংখ্যা ১০৬। দিন যত যাচ্ছে ডেঙ্গি নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ততই বাড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) মনে করে, দেশে এখন ডেঙ্গির 'জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা' চলছে। এটি জাতীয় উদ্বেগের বিষয়। তবে স্বাস্থ্যবিভাগের দাবি, এখনও জরুরি পরিস্থিতি ঘোষণা করার মতো পরিবেশ তৈরি হয়নি। ডেঙ্গি উদ্বেগজনক পর্যায়ে চলে গেলে তা জারি করা হতে পারে। ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ে রবিবার স্বাস্থ্য অধিদফতর একটি সেমিনার করে। অধিদফতরের ব্রিফিংয়ে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রকের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব আনোয়ার হোসেন হাওলাদার। তিনি বলেন, ডেঙ্গিতে পাবলিক হেলথ ইমার্জেন্সি ঘোষণা করার মতো অবস্থা হয়েছে, এটা মনে করি না। কারণ, ২০০০ সাল থেকে দেশে ডেঙ্গির প্রকোপ হচ্ছে। ডেঙ্গির ম্যানেজমেন্টের একটা স্ট্যান্ডার্ড প্রটোকল আছে। এই প্রটোকল অনুসরণ করলে ডেঙ্গিতে ক্যাজুয়ালটি কমানো সম্ভব।

সামনে এল কুনোয় চিতা মৃত্যুর চাঞ্চল্যকর তথ্য

ভোপাল, ১৭ জুলাই: গত পাঁচ মাসে মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে একের পর এক চিতার মৃত্যুর ঘটনা উদ্বেগ বাড়িয়েছে। গত সপ্তাহেই মৃত্যু হয়েছে তেজস ও সুরজ নামের দু'টি চিতার। তাই এহেন ঘটনা রুখতে বিশেষ পদক্ষেপ করছে বনদপ্তর। তারমধ্যে অন্যতম হচ্ছে, দশটি চিতার রেডিও কলার খুলে ফেলা।

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, কুনো জাতীয় উদ্যানে চিতা মৃত্যুর ঘটনা খতিয়ে দেখতে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দু'জন বিশেষজ্ঞ আসছেন। ভারতে চিতা আনার ঐতিহাসিক প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত দক্ষিণ আফ্রিকার বিশেষজ্ঞ অ্যাড্রিয়ান টর্ডিফ বলেন, 'রেডিও কলার চিতা মৃত্যুর কারণ হতে পারে। তবে এটাই যে একমাত্র কারণ তা নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার শুষ্ক আবহাওয়ায় অভ্যস্ত ওই চিতাগুলি। এই প্রথম ভারতীয় বর্ষা দেখছে তারা। ফলে নানান সমস্যা তৈরি হতে পারে।'

এই বিষয়ে পরিবেশ মন্ত্রক রবিবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'রেডিও কলারের কারণে চিতার মৃত্যু হচ্ছে, এই দাবির পক্ষে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। প্রাকৃতিক কারণে সমস্ত চিতার মৃত্যু হয়েছে।' প্রসঙ্গত, চিতার গলায় 'রেডিও কলার' ব্যবহার করা হয় তাদের গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্য।

মধ্যপ্রদেশের চিফ ফরেস্ট কনজারভেটর জেএস চৌহান জানিয়েছেন, 'রেডিও কলার নিয়ে মঙ্গলবার একটি বৈঠক করা হবে। বর্ষাকালে এই রেডিও কলার থেকে সংক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ এই সময় বাতাসে আদ্রতা অনেক বেশি থাকে। ফলে কলারের আশপাশে চুলকোয় চিতাগুলি। নখের আঁচড়ে সেখানে ক্ষত তৈরি হয়। সেই জায়গায় মাছি বসে সংক্রমণ ছড়ায়। এর থেকে তাদের মৃত্যু হতে পারে।' তিনি আরও জানান, 'আমাদের আরও পরীক্ষানিরীক্ষা করতে হবে। মৃত্যুর অন্যান্য কারণগুলিও খতিয়ে দেখতে হবে। যে চিতাগুলির মৃত্যু হয়েছে, তার মধ্যে দু'টি চিতার হার্ট, কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তাই রেডিও কলার মারাত্মক বিষয় না হলেও মৃত্যু সঙ্গে এর যোগ থাকতে পারে।'

চিনে বাড়ছে যুবকদের বেকারত্বের হার

বেজিং, ১৭ জুলাই: চিনের শহরাঞ্চলে ১৬ থেকে ২৪ বছর বয়সি যুবকদের মধ্যে বেকারত্বের হার গত মাসে (জুন) ২১.৩ শতাংশ বেড়েছে। এর মাধ্যমে যুবকদের বেকারত্বে নতুন রেকর্ড গড়েছে দেশটি। সোমবার জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে চিনের অর্থনীতি ৬.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও এটি বিশ্লেষকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। বিনিয়োগ সংস্থা ভ্যানগার্ডের এশিয়া প্যাসিফিক জোনের প্রধান অর্থনীতিবিদ কিয়ান ওয়াং বলেছেন, চিনের পণ্য খুচরা বিক্রয় ও আবাসন বিনিয়োগে হতাশা বিশেষভাবে স্পষ্ট। এদিকে চিনের তরুণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রগুলো ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন অর্থনীতিবিদরা। কারণ চলতি বছর রেকর্ড ১১.৫৮ মিলিয়ন শিক্ষার্থী তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করে চিনের চাকরি বাজারে প্রবেশ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। চিনে শহরে থাকা যুবকদের বেকারত্বের হার কয়েক মাস ধরেই বাড়ছে। হ্যাং সেং ব্যাংক চায়নার প্রধান অর্থনীতিবিদ ড্যান ওয়াং বলেছেন, বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তাদের অসন্তোষের অভিব্যক্তি অর্থনীতিতে আস্থার ব্যাপক ক্ষতির কারণ হতে পারে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৩-২৪-১৮, তারিখ ঃ ১২.০৭.২০২৩।
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিইই/জি/ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়্গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য আইটেমসমূহের ক্ষেত্রে উল্লিখিত তারিখে **দুপুর ১২টার** আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং তা **বেলা ১২.৩০ মিনিটে** খোলা হবে। **কাজের বিবরণঃ** তমলুকে বর্তমান আরপিএফ ব্যারাকের মানোন্নয়ণ সহ আদর্শ মানের ২০ শয্যাবিশিষ্ট মহিলা আরপিএফ ব্যারাক নির্মাণের জন্য ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮,৬০,৮২৯.৫০ টাকা। **বায়না মূল্য জমাঃ** ১৭,২০০ টাকা। **খোলার তারিখ ঃ** ০৯.০৮.২০২৩। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতিপত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ৬ (ছয়) মাস। **জমা দেওয়ার তারিখ ঃ** ০৯.০৮.২০২৩ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, স্পেসিফিকেশন-এর জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা করতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য বিডারগণ অন্যান্য সমস্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-408)**

TENDER NOTICE
The building contractors are hereby invited to submit the quotation for the construction of G+4, Residential Building for Gold Co-operative Housing Society Ltd. on HIDCO allotted LIG, Plot No. 770 in AAIIIB Newtown. Quotation should be submitted within 7 days to **BOX No: T-1807/2023-24** of newspaper **EKDIN PATRIKA, Narasingha Broadcasting Pvt. Ltd.1, Old Court, House Corner, Tobacco House, 3rd Floor, Room no 306(S) Kolkata-700001.**, The Selection Process is the discretionary part of the society.

ওয়াগনার বাহিনীর পর এবার বিদ্রোহী আরও এক রুশ ফৌজের শীর্ষ কমান্ডার

মস্কো, ১৭ জুলাই: সেনাবাহিনীর উপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন! ওয়াগনার বাহিনীর বিদ্রোহের পর ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে এবার 'বিদ্রোহী' রুশ ফৌজের শীর্ষ কমান্ডার মেজর জেনারেল ইভান পোপোভ। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, সম্প্রতি ইউক্রেন ফ্রন্টে পরিস্থিতি ও রুশ সেনাদের দুর্দশা নিয়ে মুখ খোলেন মেজর জেনারেল ইভান পোপোভ। অভিযোগ, তারপরই তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইউক্রেনের দক্ষিণ জাপরজাই অঞ্চলে রুশ সেনার ৫৮ তম সশস্ত্র বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন পোপোভ। তাঁর কথা প্রকাশ্যে এসেছে একটি অডিও বার্তায়। তিনি বলেন, আমি কাপুরুষ নই। মৃত রুশ যোদ্ধাদের মানে মিথ্যে বলার কোনও অধিকার আমার নেই। তাই আমি বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খুলতে

বাধ্য হয়েছি। পুতিনের রাশ যে ক্রমে ঢিলে হচ্ছে তা স্পষ্ট করে রুশ ফৌজের ইন্টেলিজেন্স ফেলিওর নিয়ে মুখ খুলেছেন মেজর জেনারেল ইভান পোপোভ। ইউক্রেনীয় বাহিনীর গোলাবর্ষণের মোকাবিলায় রুশ গোলন্দাজ বাহিনীর ব্যর্থতা নিয়েও সরব হয়েছেন তিনি। পোপোভ দাবি করেন, রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগু ও সেনাপ্রধান ভ্যালেরি গেরাসিমভ ষড়যন্ত্র করে তাঁকে পদচ্যুত করেছেন। পোপোভের কথায়, যুদ্ধক্ষেত্রে ইউক্রেনের ফৌজ আমাদের প্রতিরক্ষা বলয় ভেদ করতে পারেনি। কিন্তু এই ঘরের শত্রুরা সেনার পিঠে ছুরি মেরেছে।

এদিকে, ভাড়াটে ওয়াগনার বাহিনীর মাথায় বসানো হয়েছে নতুন মুখ। আগের নেতা ইয়েভগেনি প্রিগোজিন কোথায় কেউ জানেন না। প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের নতুন পছন্দ আন্দ্রেই ত্রোশেভ ওরফে 'গ্রে হেয়ার'। বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন, ওয়াগনার বাহিনী যে এইভাবে ক্রেমলিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মস্কোর দিকে অগ্রসর হবে, সেই গোয়েন্দা তথ্য নাকি হোয়াইট হাউস এবং পেন্টাগনে কয়েক দিন আগে পৌঁছেছিল। মার্কিন প্রশাসন ওই তথ্য পেয়েও চুপ করে ছিল। মার্কিন প্রশাসন নাকি চাইছিল, রাশিয়ায় যা ঘটে ঘটুক। শেষ মুহূর্তে পুতিন পরিস্থিতি কিছুটা সামলে নেওয়ায় হতাশ আমেরিকা ও ইউরোপের কূটনৈতিক মহল। হতাশা গ্রাস করেছে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ও ইউক্রেনীয় সেনাকেও।

Public Notice
NOTICE is hereby served to all that my client **Mr. Sumit Ghosh Thakur** S/o Madan Mohan Ghosh Thakur, now deceased, is the absolute owner of the property located at "Gopal Bhawan", 2nd & 3rd Floor, Hospital Road, P.O. & P.S.-Chinsurah, Dist. Hooghly & having its Holding No. 291/154/147/2, Moholla - Kashimpur, HCM Ward No. 14, Mouza - Hooghly, JL No. 19, LR Dag No. 3058, LR Khatian No. 6246, PO & PS-Chinsurah, Dist. Hooghly-712101, is free from all encumbrances. The agreement/s whatsoever made with whomsoever earlier as tenant is/are still stand cancelled. The occupants are hereby notified to evacuate the said premises of my client by 7 days from the date hereof, in order to avoid legal consequences. No responsibility, whatsoever, shall lie upon my client as well as any prayer by whomsoever be entertained. For any clarification please contact the following person:
Subodh Chandra Ganguy,
Advocate,
District Judges' Court, Hooghly at Chinsurah,
(M) 7044325105
Dated -17.07.2023.

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
সংবাদপত্রে প্রকাশক প্রজ্ঞাপন
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
নোটিশ
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা সম্পর্কিত;
এবং
২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) অধীন বিষয় সম্পর্কিত
এবং
জি. আর. কৃষ্ণ ফেরো অ্যালয়জ প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U27100WB2008PTC121962), ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি, রেজিস্টার্ড অফিস সিএফ-৩৬১, সল্টলেক সিটি সেক্টর - I, কলকাতা-৭০০০৬৪, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী/আবেদনকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ৭ জুলাই ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**" থেকে "**মহারাষ্ট্র রাজ্যে**" কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল **(www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, II এমএসও বিল্ডিং, নিজাম প্যালেস, ৪র্থ তল, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।
দরখাস্তকারীর পক্ষে
জি. আর. কৃষ্ণ ফেরো অ্যালয়জ প্রাইভেট লিমিটেডএর পক্ষে
স্বা/-
[কেশব কুমার আগরওয়াল]
স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর
তারিখ : ১৭ জুলাই, ২০২৩ ডিন নং : ০২৪৬০৯৫৮

চরবৃত্তির অভিযোগে উত্তরপ্রদেশে গ্রেপ্তার যুবক

লখনউ, ১৭ জুলাই: পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর চরবৃত্তির অভিযোগে উত্তরপ্রদেশের এক যুবককে গ্রেপ্তার করল অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, মোটা টাকার বিনিময়ে ভারতীয় সেনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাকিস্তানে পাচার করতেন ওই যুবক। জেরায় গুপ্তচর বৃত্তির কথা স্বীকার করেছেন অভিযুক্ত।

এটিএস সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত যুবকের নাম মহম্মদ রইস। তিনি উত্তরপ্রদেশের গোণ্ডা জেলার তারাবগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে রইস জানিয়েছেন, মাঝে কাজের খোঁজ মুম্বই যান তিনি। সেখানে আরমান নামের এক যুবকের সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁকে আরব আমিরশাহিতে কাজ খুঁজে দিতে বলেছিলেন রইস। তখনই মোটা টাকার বিনিময়ে চরবৃত্তির প্রলোভন দেখান আরমান। এর পরেই রইসের আইএসআইয়ে হয়ে চরবৃত্তির শুরু। মাঝে পাক গুপ্তচর হুসেন ভারতীয় সামরিক সেনাঘাঁটিগুলি সম্পর্কে তথ্য চেয়ে ফোন করে রইসকে, বিনিময়ে ১৫ হাজার টাকা পাঠানো হয় তাঁকে। কথা মতো সেই কাজ শুরু করে রইস। অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশ এটিএস নজর রাখছিল যুবকের উপরে।

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে শ্রীমতি ভবানী বালা হাইথের সাথে প্রয়াত রজনীকান্ত হাইথ 15/09/2003 তারিখে পরলোক গমন করেছেন, তিনি তার আট পুত্রকে রেখে গেছেন যথা 1) শ্রী সুনীল হাইথ 2) শ্রী দেবেন্দ্র নাথ হাইথ 3) শ্রী অনিল কুমার হাইথ 4) শ্রী শ্যামল হাইথ ওরফে বাবাজী শ্যামসুন্দর 5) শ্রী বিমল কুমার হাইথ 6) শ্রী মধুসূদন হাইত 7) শ্রী পরিমল হাইথ 8) শ্রী অসীম হাইথ (এখন 20/08/2012 তারিখে মৃত) তার উত্তরাধিকারী হিসাবে রেখে গেছেন তার স্ত্রী শ্রীমতি ইভা হাইথ এবং এক বিবাহিত কন্যা শ্রীমতি মৌমিতা নাথ (স্বামী অপূর্ব নাথ)। উপরোক্ত ব্যক্তিরা সকলেই ওয়ারিশ প্রয়াত ভবানী বালা হাইথ এবং প্রয়াত রজনী কান্ত হাইথের উত্তরসূরি, তাদের সম্পত্তি উল্লেখ করা হয়েছে- মৌজা-কোননগর, জেএল নং-07, বাস্তু জমির জায়গা এবং R.S প্লট নং- 8134 এবং 8135, R.S খতিয়ান নং-1694 এবং 174-এর অধীনে, L.R খতিয়ান নং- 6000-এর অধীনে L.R প্লট নং- 13874 এবং 13875-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, মোট জমির পরিমাপ প্রায় 05 কাঠা 03 চটক বা 8. 03 sq ft। বা 3746.16 বর্গ ফুট। এবং কোননগর মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং-89 জিটি রোড ইস্ট, পিএস এবং এডিএসআর অফিস উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলি। সংশ্লিষ্ট সকলকে এতদ্বারা তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করার জন্য অবহিত করা হচ্ছে যে এই নোটিশটি প্রকাশের 10 (দশ) দিনের মধ্যে উপরে উল্লেখিত উত্তরাধিকার বা সম্পত্তি-ভিত্তিক বিষয়ের জন্য দাবি বা আপত্তি (লিখিতভাবে) আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। যদি এই সময়ের মধ্যে কোন দাবি/আপত্তি না পাওয়া যায় তাহলে উপরে উল্লেখিত উত্তরাধিকারী সম্পত্তির মালিক এবং সম্পত্তিটি সব ধরনের দায়বদ্ধতা এবং আইনি বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত থাকবে। (পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের কাছে। হুগলি আঞ্চলিক কার্যালয়, বঙ্কিম কানন চিনসুরা, জেলা- হুগলি, পিনকোড-712102)

ফর্ম নং আইএনসি-২৫এ
রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে পাবলিক কোম্পানি থেকে প্রাইভেট কোম্পানিতে পরিবর্তনের জন্য বিষয় সম্পর্কিত
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৪১ অধীন বিষয় সম্পর্কিত
এবং
সেইকো কমার্শিয়াল লিমিটেড (দি কোম্পানি) রেজিস্টার্ড অফিস ১, সুনইয়াত সেন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১২ **(CIN : U51109WB1984PLC038003)**
...... দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ৩১ মে, ২০২৩ তারিখে কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পরিবর্তনের নির্ধারণ নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৪ ধারা এবং উক্ত রুলস অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার (রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ) সমীপে এক আবেদন দাখিলে আগ্রহী। যেকোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবিত কোম্পানির অবস্থানের/পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে রেজিস্টার্ড ডাকে বিরোধিতার কারণ এবং স্বার্থের ধরন হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০ নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১ দিনের মধ্যে নোটিশ পাঠাতে পারেন। একটি কপি দরখাস্তকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
রেজিস্টার্ড অফিস :
১, সুনইয়াত সেন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১২
সেইকো কমার্শিয়াল লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
অনিল গুপ্তা
স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর
তারিখ : ১৮.০৭.২০২২ DIN : 00079399

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-০২-২৩, তারিখঃ ১৩.০৭.২০২৩। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নং. ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-০২-২৩-এর পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **স্থান সহ কাজের নামঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে এনএইচ-২বি-এর উপর কিমি ৩১/০৬-০৭-তে ভেদিয়া-বোলপুর (বিডিএইচ-বিএইচপি) স্টেশনের মধ্যে আরওবি নং ৫১-এর নির্মাণ সম্পর্কিত ২৫ কেভি এসি ওএইচই-র ডিজাইন, ড্রইং, মডিফিকেশন, নির্মাণ, পরীক্ষণ ও চালুকরণ। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১৬,৪৯,২১৫.৬২ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবেঃ** ৩৩,০০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য, **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৪.০৮.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলাঃ** টেন্ডার বন্ধের পরে যে কোনও সময় টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য টেন্ডারদাতারা **www.ireps.gov.in**ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে। HWH-160/2023-24
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in –এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পাকিস্তানে ফের আক্রান্ত সংখ্যালঘু হিন্দুরা রকেট লঞ্চার নিয়ে হামলা মন্দিরে

ইসলামাবাদ, ১৭ জুলাই: পাকিস্তানে হিন্দু মন্দিরে রকেট লঞ্চার নিয়ে হামলা চালাল ডাকাতরা। মন্দিরের আশেপাশে হিন্দুদের বাড়িতেও ঢুকে গুলি চালায় তারা। যদিও ঘটনায় কারও হতাহতের খবর মেলেনি। তবে সিন্ধ প্রদেশের এই ঘটনায় ফের পাকিস্তানের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রসঙ্গত, শুক্রবার রাতেই শপিং মল বানানোর জন্য ভেঙে ফেলা হয় করাচির ১৫০ বছরের পুরনো

একটি মন্দির। মন্দিরে রকেট লঞ্চার হামলার ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার ভোররাতে। সিন্ধ প্রদেশের দক্ষিণে কাশমোর এলাকায় অবস্থিত মন্দিরটি বছরে একবারই খোলা হয়। সারাবছর তালা ঝোলানো থাকে মন্দিরে। রবিবারও মন্দির বন্ধই ছিল। সেই সময়েই গর্ভগৃহ লক্ষ্য করে রকেট লঞ্চার ছোঁড়ে একদল ডাকাত। ৮-৯ জনের একটি ডাকাত দল ওই মন্দির সংলগ্ন হিন্দুদের বাড়িতেও হামলা চালায়। এলোপাথাড়ি গুলি চালায় তারা। তবে এই ঘটনায় কেউ আহত হননি। হামলার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে কাশমোর-কান্ধকোট এসএসপি ইরফান সাম্মোর নেতৃত্বে বিরাট পুলিশ বাহিনী। তবে পুলিশ দেখেই পালিয়ে যায় ডাকাতদল। তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। তবে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ডাকাতদের ছোঁড়া রকেট লঞ্চারগুলি অকেজো ছিল। তাই বিস্ফোরণ ঘটাতে পারেনি। হিন্দু মন্দিরটি অক্ষত রয়েছে বলেই জানা গিয়েছে। তবে স্থানীয়দের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

আলকারাজের মতো কারও বিপক্ষে কখনো খেলেননি জোকোভিচ

নিজস্ব প্রতিনিধি: রজার ফেদেরার আর রাফায়েল নাদালের বিপক্ষে মোট ১০৯ বার মুখোমুখি হয়েছেন নোভাক জোকোভিচ। আর কার্লোস আলকারাজের বিপক্ষে খেলেছেন মাত্র তিনবার। টেনিস ইতিহাসের অন্যতম সেরা দুই কিংবদন্তির বিপক্ষে এক শর বেশি ম্যাচ খেললেও তিন ম্যাচ অভিজ্ঞতায় আলকারাজকেই 'সেরা' প্রতিপক্ষ মনে হচ্ছে জোকোভিচের।

৩৬ বছর বয়সী এই সার্বিয়ান তারকা রোববার উইম্বলডনে ছেলেদের এককের ফাইনালে ২০ বছর বয়সী আলকারাজের কাছে হেরে গেছেন। ৫ সেটের 'ক্ল্যাসিক' লড়াইয়ে হারের পর জোকোভিচ বলেছেন, এমন কারও বিপক্ষে আগে কখনো খেলেননি। এমনকি আলকারাজকে অনেকে যে ফেদেরার, নাদাল ও জোকোভিচের সামর্থ্যের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন, সেটিতেও একমত রেকর্ড ২৩ গ্র্যান্ড স্লামের মালিক।

গতকাল উইম্বলডনের ফাইনালের আগে আলকারাজের বিপক্ষে জোকোভিচ সর্বশেষ মুখোমুখি হয়েছিলেন ফ্রেঞ্চ ওপেনের সেমিফাইনালে। যেখানে শারিরীক ও মানসিকভাবে পিছিয়ে আগেভাগেই কোর্ট ছেড়ে যান আলকারাজ।

এবার উইম্বলডন ফাইনালের শুরুটাও ছিল জোকোভিচের অনুকূলে। প্রথম সেট জেতেন ৬,১ ব্যবধানে। কিন্তু এর পর আর দাপট ধরে রাখতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত ৩,২ সেটে জিতে উইম্বলডনের ট্রফি হাতে নেন আলকারাজ। স্পেনের এই তরুণের প্রশংসা করতে গিয়ে জোকোভিচ বলেন, 'বছরখানেক ধরে যে মানুষ বলে আসছে ওর মধ্যে রজার (ফেদেরার), রাফা (নাদাল) এবং আমার সংমিশ্রণ আছে, আমি তাতে একমত। ওর মধ্যে তিন বিশ্বসেরার সেরা দিকগুলোই আছে।'

ফেদেরার, নাদাল এবং জোকোভিচের সেরা দিকগুলো থাকার অর্থ, টেনিস কোর্টে দরকার হওয়া সব দক্ষতাই আছে আলকারাজের। অন্য এক প্রশ্নের জবাবে সেটিও বলেন জোকোভিচ, 'সত্যি বলতে কী, ওর মতো খেলোয়াড়ের বিপক্ষে আমি কখনো খেলিনি। রজার এবং রাফার নিজেদের শক্তির দিক আছে, আবার দুর্বল দিক আছে। কার্লোসকে আমার পূর্ণাঙ্গ খেলোয়াড় মনে হয়েছে। সব ধরনের মাঠে সাফল্য পেতে এবং দীর্ঘ দিন টিকে থাকার জন্য যেটা দরকার, তেমন মানিয়ে নেওয়ার দুর্দান্ত সামর্থ্য আছে ওর।'

প্রতিপক্ষ জোকোভিচের পাশাপাশি স্বদেশী কিংবদন্তি নাদালের প্রশংসাও পেয়েছেন আলকারাজ। ২০ বছর বয়সে দুটি গ্র্যান্ড স্লাম জয় করা এই তরুণকে উইম্বলডন ফাইনালের পর অভিনন্দন জানিয়ে টুইট করেছেন নাদাল।

২২টি গ্র্যান্ড স্লামজয়ী নাদাল সেখানে আরেক স্প্যানিশ কিংবদন্তির নাম উল্লেখ করে লিখেছেন, 'আজ তুমি আমাদের অসামান্য আনন্দ দিয়েছো। আমি নিশ্চিত, স্প্যানিশ টেনিসের অগ্রদূত মানোলো সান্তানা যেখানে থাকুন না কেন, তোমার জন্য উৎফুল্ল হয়েছেন যে উইম্বলডনে (শিরোপা জয়ীদের তালিকায়) আজ তুমি যোগ দিয়েছো। তোমার জন্য আন্তরিক আলিঙ্গন থাকল, মুহূর্তটা উপভোগ কর, হে চ্যাম্পিয়ন!!'

ওল্ড ট্রাফোর্ডেই ফিরলেন জিমি অ্যান্ডারসন

নিজস্ব প্রতিনিধি: জেমস অ্যান্ডারসন প্রান্ত থেকে বোলিং করছেন জেমস অ্যান্ডারসন;অ্যাশেজে ওল্ড ট্রাফোর্ড টেস্টে এমন সম্ভাবনা জোরাল হলো আরও। চতুর্থ টেস্টের দলে ফেরানো হয়েছে ইতিহাসের সফলতম পেসারকে। হেডিংলি টেস্টের একাদশ থেকে একটিই পরিবর্তন এনেছে ইংল্যান্ড। অ্যান্ডারসন এসেছেন আরেক পেসার ওলি রবিনসনের জায়গায়। আগামী বুধবার থেকে শুরু হতে যাওয়া টেস্টের জন্য আজ একাদশ ঘোষণা করেছে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)।

এজবাস্টনের পর লর্ডসে দ্বিতীয় টেস্টেও হারের পর হেডিংলিতে পরিবর্তন এনেছিল ইংল্যান্ড। যেটি এসেছিল বোলারদের মধ্যেই। মার্ক উড ও ক্রিস ওকস ফিরেছিলেন, জশ টাংয়ের সঙ্গে বাদ পড়েছিলেন অ্যান্ডারসনও। প্রথম দুই টেস্টে ৭৫.৩৩ গড়ে মাত্র তিনটি উইকেট নিয়েছিলেন এ মাসেই ৪১ পূর্ণ করতে চলা পেসার। হেডিংলিতে ইংল্যান্ডের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন দলে ফেরা উড ও ওকস। দুজনই জায়গা ধরে রেখেছেন ওল্ড ট্রাফোর্ডে। রবিনসনেরও অবশ্য চোটের সমস্যা ছিল। হেডিংলিতে প্রথম ইনিংসে ১১.২ ওভার বোলিং করলেও দ্বিতীয় ইনিংসে বোলিং করেননি। যদিও ব্যাটিংয়ের জন্য ফিট ঘোষণা করা হয়েছিল তাঁকে। হেডিংলি টেস্টের আগেই ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস বলেছিলেন, একাদশ এমনভাবে সাজানো যাতে তিনি এক ওভার বোলিং না করলেও কোনো অসুবিধা না হয়। হেডিংলি টেস্টের আগেই ওল্ড ট্রাফোর্ডে অ্যান্ডারসনের খেলার ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছিলেন স্টোকস। তিনি বলেছিলেন, 'অ্যান্ডারসন একটু বিশ্রামের সুযোগ পাবে, পরের সপ্তাহে ওল্ড ট্রাফোর্ডে জেমস অ্যান্ডারসন প্রান্ত থেকে ছুটে আসতে পারবে।' হেডিংলি টেস্ট জিতে এখনো অ্যাশেজে নিজেদের সম্ভাবনা টিকিয়ে রেখেছে ইংল্যান্ড। অবশ্য সিরিজ জিততে পরের দুটি টেস্টই জিততে হবে তাদের। এমন প্রেক্ষাপটের ম্যাচে একাদশে খেলোয়াড়ের একটি পরিবর্তন হলেও ইংল্যান্ড দলে আরেকটি পরিবর্তন আছে। ব্যাটিং অর্ডার অনুযায়ী ঘোষিত দলে তিনে রাখা হয়েছে মঈন আলীকে। ওলি পোপ চোটের কারণে ছিটকে যাওয়ার পর হেডিংলিতে প্রথম ইনিংসে তিনে খেলেছিলেন হ্যারি ব্রুক। তবে দ্বিতীয় ইনিংসে সে পজিশনে আসেন মঈন। পরে অধিনায়ক বেন স্টোকস বলেন, আগের রাতে মঈন নিজেই কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালামের কাছে গিয়ে তিনে ব্যাটিং করার আগ্রহের কথা জানিয়েছিলেন। মঈনের যে প্রস্তাব 'পছন্দ হয়' স্টোকস ও ম্যাককালামের। সাত নম্বরের চেয়ে তিনে তিনি বেশি প্রভাব রাখতে পারেন বলেও বিশ্বাস করেন স্টোকস। মঈন তিনে চলে যাওয়াতে ব্রুক তাঁর নিয়মিত পজিশন পাঁচে খেলতে পারেন। সেখানে ৭৫ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংসে অবদান রাখেন ৩ উইকেটের রোমাঞ্চকর জয়ে। মঈনের তিনে যাওয়া ছাড়া বাকিদের ব্যাটিং পজিশন আগের মতোই আছে।

ত্রিনিদাদে নয়া মাইলস্টোনের সামনে বিরাট কোহলি, মাঠে নামলেই গড়বেন রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: বর্তমানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ব্যস্ত ভারতীয় দল। ডমিনিকায় ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে দাপটের সঙ্গে প্রথম টেস্ট জিতেছেন রোহিত শর্মারা। এ বার এই টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ ম্যাচ হবে ২০ জুলাই থেকে। আর সেই ম্যাচে মাঠে নামলেই রেকর্ড গড়বেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলি। ডমিনিকায় কোহলি ৭৬ রানের ইনিংস উপহার দেন। কিন্তু বিদেশের মাটিতে তাঁর সেঞ্চুরির খরা এখনও কাটেনি। এরই মাঝে ত্রিনিদাদে হতে চলা দ্বিতীয় ম্যাচে মাইলস্টোনের সামেন দাঁড়িয়ে বিরাট।

আসলে ডমিনিকায় বিরাট কোহলি তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেরিয়ারের ৪৯৯তম ম্যাচে খেলেছেন। ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচটি হতে চলেছে কোহলির আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের ৫০০তম ম্যাচ। ফলে পোর্ট অব স্পেনে দ্বিতীয় টেস্ট খেলার জন্য মাঠে নামলেই রেকর্ড গড়বেন কিং কোহলি। সচিন তেন্ডুলকর, রাহুল দ্রাবিড়, মহেন্দ্র সিং ধোনির পর চতুর্থ ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে ৫০০তম আন্তর্জাতিক ম্যাচে খেলতে চলেছেন ভিকে। টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেটারদের মধ্যে ক্রিকেটের তিন ফর্ম্যাট মিলিয়ে এখনও অবধি সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন ভারতীয় কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকর। তিনি ৬৬৪টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। মাস্টার ব্লাস্টারের পর সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা ভারতীয় ক্রিকেটারদের তালিকায় ২ নম্বরে রয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। তিনি ভারতের হয়ে ৫৩৮টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। এই তালিকায় তিন নম্বরে রয়েছেন বিরাট কোহলিদের বর্তমান হেড স্যার রাহুল দ্রাবিড়। তিনি মোট ৫০৯টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন।

এখনও অবধি ১১০টি টেস্টে কোহলি মোট ৮৫৫৫ রান করেছেন। তাঁর সর্বাধিক রান ২৫৪*। ওডিআই ক্রিকেটে ২৭৪টি ম্যাচে ১২৮৯৮ রান করেছেন। সর্বাধিক ১৮৩ রান। আন্তর্জাতিক ওডিআই ক্রিকেটে কোহলির নামে ৪টি উইকেটও রয়েছে।

আর ১১৫টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৪০০৮ রান করেছেন বিরাট। সর্বাধিক ১২২*। ওডিআইয়ের মতো আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটেও ৪টি উইকেট নিয়েছেন বিরাট। এ বার দেখার কেরিয়ারের ৫০০তম আন্তর্জাতিক ম্যাচে তিনি কেমন পারফর্ম করেন।

এশিয়াডে ভারতকে ফুটবল খেলার সুযোগ করে দিন, মোদিকে কাতর আরজি কোচ ইগর স্টিমাচের

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাত্র সপ্তাহ দুয়েকের ব্যবধানে দু'টি টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন সুনীল ছেত্রীরা। তবে কয়েনের উলটো পিঠের মতো আসন্ন এশিয়ান গেমসে নামার অনুমতি পাচ্ছে না ভারতীয় ফুটবল দল। ভারত যাতে এশিয়াডে অংশ নিতে পারে, তার জন্য এবার আসরে নামলেন খোদ ভারতীয় দলের কোচ ইগর স্টিমাচ। খেলার অনুমতি চেয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরকে আরজি জানালেন তিনি।

টুইটারে দীর্ঘ পোস্ট করে মোদির উদ্দেশে স্টিমাচ লিখেছেন, এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দল যে অংশ নিতে পারবে না, এবিষয়ে আপনি অবগত কি না জানি না। ২০১৭ সালে ভারত অনূর্ধ্ব-১৭ ফিফা বিশ্বকাপ আয়োজন করেছিল। নতুন প্রজন্মের খেলোয়াড় তুলে আনার জন্য প্রচুর খরচ করেছিল। আপনি সবসময় ফুটবলারদের বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্নকে সমর্থন জানিয়েছেন। আমার বিশ্বাস যে আপনি এভাবেই আমাদের সমর্থন করে যাবেন। গত ৪ বছরে ভারতীয় দল কঠোর পরিশ্রম করেছে এবং বেশ কিছু ভাল ফলও পেয়েছে। তারা প্রমাণ করেছে যে সমর্থন থাকলে দল দুর্দান্ত পারফর্ম করতে পারে।দ সম্প্রতি ফ্রান্সে মোদির বক্তৃতায় ফুটবল ও এমবাপের নাম উল্লেখ করেছিলেন মোদি। তারও প্রশংসা করেন স্টিমাচ। এরপরই তাঁর আরজি, আমি আপনাদের জানাতে চাই যে, ২০১৭-র অনূর্ধ্ব ১৭ দল অনূর্ধ্ব ২৩ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে দারুণ খেলেছিল। কিন্তু এই প্রতিভাবান দল এশিয়ান গেমসে খেলা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভেবে এদের এশিয়াডে অংশ নেওয়া খুব জরুরি। ভারতীয় ফুটবল দলের কোচ হিসাবে আমার মনে হয় আপনাদের এই বিষয়টি জানা দরকার, যাতে আপনারা ভারতীয় দলকে এবিষয়ে সাহায্য করতে পারেন।

উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বরে চিনের হাংঝৌয়ে আয়োজিত হতে চলা এশিয়ান গেমসে ভারতের পুরুষ ও মহিলা কোনও দলই খেলতে নামতে পারবে না। কারণ, গত এক বছরের র‍্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে ভারতীয় দল টুর্নামেন্টে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। এশিয়ার প্রথম আটে থাকা দলই অংশ নিতে পারবে। ইতিমধ্যেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে টুর্নামেন্টে খেলার অনুমতি চেয়ে আয়োজকদের চিঠি দিয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। এবার ভারতীয় দলকে নতুন করে স্বপ্ন দেখানো ক্রোট কোচ আবেদন জানালেন খোদ মোদির কাছে।

আয়ারল্যান্ড সফরে বিশ্রামে দ্রাবিড়?

নিজস্ব প্রতিনিধি: বর্তমানে ক্যারিবিয়ান সফরে গিয়েছে ভারতীয় দল। রোহিত শর্মাদের সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজে রয়েছেন তাঁদের হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড়ও। এই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের ৫ দিন পরেই আয়ার্ল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলার কথা ভারতের। সম্প্রতি সংবাদ ওয়েবসাইট, ক্রিকবাজের খবর অনুযায়ী, ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের পর বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে রাহুল দ্রাবিড়-সহ ভারতীয় টিমের সাপোর্ট স্টাফদের। তেমনটা হলে, দ্রাবিড়ের অনুপস্থিতিতে ভারতের আয়ার্ল্যান্ড সফরে তা হলে কে হবেন টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ?

অগস্টেই রয়েছে এশিয়া কাপ। তারপর ভারতের মাটিতে এ বছরই রয়েছে ওডিআই বিশ্বকাপ। তাই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের পর যে আয়ার্ল্যান্ড সফর রয়েছে ভারতের সেখান থেকে বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে রাহুল দ্রাবিড়-বিক্রম রাঠোরদের। আয়ার্ল্যান্ড সফরে তিনটি টি-২০ ম্যাচ খেলছে ভারতীয় দল। জানা গিয়েছে, ওই ৩ ম্যাচের টি-২০ সিরিজে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিতে চলেছেন হার্দিক পান্ডিয়া। কারণ, সূত্রের খবর, এশিয়া কাপের আগে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, রাহুল দ্রাবিড়ের অনুপস্থিতিতে ভারতের আয়ার্ল্যান্ড সফরে টিম ইন্ডিয়ার কোচ হিসেবে পাঠানো হতে পারে এনসিএ প্রধান ভিভিএস লক্ষণকে। একইসঙ্গে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে তাঁর সহকারীদেরও এই সফরে ভারতীয় টিমের পক্ষ থেকে আয়ার্ল্যান্ডে পাঠানো হতে পারে। তাই টিম ইন্ডিয়ার আসন্ন আয়ার্ল্যান্ড সফরে হেড কোচের দায়িত্বে থাকতে পারেন ভিভিএস লক্ষ্মণ। ব্যাটিং কোচ হতে পারেন হৃষীকেশ কানিতকর অথবা শীতাংশু কোটাক। আর বোলিং কোচ হতে পারেন ট্রয় কুলি অথবা সাইরাজ বাহুতুলে। উল্লেখ্য, ২০২২ সালেও আয়ার্ল্যান্ড সফরে গিয়েছিল ভারতীয় দল। সে বার হার্দিক পান্ডিয়ার নেতৃত্বে ২ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ খেলেছিল ভারতীয় দল। সে বারও রাহুল দ্রাবিড়কে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। আর হার্দিকদের সঙ্গে কোচ হিসেবে আয়ার্ল্যান্ডে গিয়েছিলেন ভিভিএস লক্ষ্মণ। সূত্রের খবর, এই আয়ার্ল্যান্ড সফরে জাতীয় দলে ফিরতে পারেন জসপ্রীত বুমরা ও শ্রেয়স আইয়ার। তাঁরা বর্তমানে এনসিএতে ভিভিএস লক্ষ্মণের তত্ত্বাবধানে অনুশীলন করছেন।

মেসিময় মায়ামি! 'স্বপ্নপূরণ হল', বললেন বেকহ্যাম

মায়ামি: মেসি বরণ করতে সেজে উঠেছিল ডিআরভি পিএনকে পার্ক স্টেডিয়াম। ভারতীয় সময় অনুযায়ী ১৭ তারিখ ভোরবেলা ইন্টার মায়ামিতে লিওনেল মেসির পথচলা শুরু হল। ২০ হাজার দর্শকদের সামনে ইন্টার মায়ামির ১০ নম্বর জার্সির নতুন সদস্যকে নিয়ে আসা হল। গ্যালারিময় তখন শুরু হয়ে গিয়েছে মেসির জন্য উৎসব। আর্জেন্টাইন সুপারস্টার লিওনেল মেসির হাতে ১০ নম্বর জার্সি তুলে দিলেন ইন্টার মায়ামির দুই মালিক ডেভিড বেকহ্যাম ও জর্জ মাস। মায়ামিতে মেসির আনুষ্ঠানিক যোগদানের দিন আরও এক সুখবর পাওয়া গিয়েছে। মেসি বরণের জন্য এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল মায়ামি। কিন্তু বৃষ্টির কারণে তা প্রায় ২ ঘন্টা দেরিতে শুরু হয়েছিল। কিন্তু তাতে মেসি ভক্তদের উত্তেজনায় ভাটা পড়েনি। মঞ্চে মেসির নাম ঘোষণা করতেই উল্লাসে ফেটে পড়েন তাঁর ভক্তরা।

মেসি বরণের অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে ইন্টার মায়ামির অন্যতম মালিক জর্জ মাস বলেন, 'এটা আমাদের কাছে গর্বের মুহূর্ত। লিও মেসির এই দলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত আমাদের দেশের ফুটবল ল্যান্ডস্কেপ বদলে দেবে। মেসিকে তাঁর প্রিয় ১০ নম্বর জার্সি দেওয়া হল।' ২০২৫ সাল অবধি ইন্টার মায়ামির সঙ্গে চুক্তি হয়েছে লিওনেল মেসির। নতুন ক্লাবের হয়ে পথচলা শুরু হওয়ার আগে মেসি বলেন, 'এখানে আমাকে সমর্থন করা প্রতিটা মানুষকে জানাই ধন্যবাদ। মায়ামিতে এসে আমি ভীষণ খুশি। আমি অনুশীলন শুরু করতে চাই। মাঠে নেমে মেজর লিগ সকার উপভোগ করতে চাই। লড়াই করার ইচ্ছেটা আগের মতোই রয়েছে। আমি জিততে চাই। ক্লাবের উন্নতিতে সাহায্য করতে চাই।'

মায়ামিতে মেসি যোগ দেওয়ার দিন ঘোষণা করা হয়েছে বার্সেলোনায় লিওর প্রাক্তন সতীর্থ সের্জিও বুস্কেতসও যোগ দিলেন ওই ক্লাবে। মেসির মতোই মিডফিল্ডার সের্জিও বুস্কেতসের সঙ্গেও ২০২৫ অবধি চুক্তি হয়েছে ইন্টার মায়ামির। সের্জিও বুস্কেতস ইন্টার মায়ামিতে পেয়েছেন ৫ নম্বর জার্সি।

ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ৮ বছরের সম্পর্কে ইতি, মোহনবাগানে যাচ্ছেন ইশান পোড়েল

নিজস্ব প্রতিনিধি: এই মুহূর্তে ভারতীয় ফুটবলে চলছে দলবদলের পালা। ফুটবলাররা এক দল থেকে অন্যদলে যোগ দিচ্ছেন। শুধু ফুটবল নয়, বর্ষার এই মরশুমে যেখানা ময়দান জুড়ে কলকাতা লিগ চলছে, ঠিক সেখানেই ক্রিকেটের দলবদলেও নেমে পড়েছে ক্লাবগুলি। বর্ষা চলে গেলেই অর্থাৎ পুজোর কিছু পরেই শুরু হয়ে যাবে ঘরোয়া ক্রিকেট লিগ। প্রথম ডিভিশন, দ্বিতীয় ডিভিশনের ক্লাবগুলি নিজেদের ঘর গুছিয়ে নিচ্ছে। মোহনবাগান হোক কিংবা ইস্টবেঙ্গল আসন্ন ঘরোয়া মরশুমের জন্য দল গঠনে ইতিমধ্যেই নেমে পড়েছে তারা।

নিজেদের দল গঠনে কোনও রকম খামতি রাখতে চাইছেন না ক্লাবের কর্মকর্তারা। প্রচুর সংখ্যক তরুণ ক্রিকেটারদের নিয়ে এই বছরের দল গঠন করছে মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব। কাজী জুনেইদ সইফি, শাকির গাদ্ধী, সুদীপ ঘরমি, অঙ্কুর পাল, সচিন যাদবরা মোহনবাগানে যোগ দিতে পারেন। এমনই সম্ভাবনা প্রবল। পাশাপাশি দীর্ঘ আট বছর ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলার পর সম্পর্ক ছিন্ন করেন ইশান পোড়েল এই বছর মোহনবাগানে যোগ দেবেন। বাংলার এই তারকা পেসার মোহনবাগান ক্রিকেট দলের যোগ দেওয়ার ফলে তাদের শক্তি যে অনেকটাই বাড়বে তা বলাই বাহুল্য। অন্যদিকে দল গঠনের বিষয়ে পিছিয়ে নেই মোহনবাগানের চির প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলও। নিজেদের মতো করে সর্বোচ্চ শক্তিশালী দল গঠন করতে মরিয়া তারা। জানা যাচ্ছে অভিষেক দাস, শুভ্রজিৎ দাস, মিথিলেশ দাস, অয়ন ভট্টাচার্য, ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়, বিনীত ময়রা, বলকেশ যাদব, অমিত কুইলারা ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিতে পারেন। তারুণ্যের উপর নির্ভর করে দল গড়তে চাইছে ইস্টবেঙ্গল কতৃপক্ষ। যাতে ঘরোয়া মরশুমে সিএবির টুর্নামেন্টগুলি জিততে পারে।

সদ্য শেষ হয়েছে দলীপ ট্রফি। এরপর শুরু হবে দেওধর ট্রফি, মুস্তাক আলি ট্রফি সহ একাধিক ঘরোয়া টুর্নামেন্ট। বোর্ডের ঘরোয়া মরশুম পুরোদমে শুরু হয়ে গেলে বাংলার খেলার জন্য অনেক ক্রিকেটারকেই ক্লাবগুলি পাবে না। সেই সব দিক দেখে দল গঠন করতে চাইছে তারা। শুধু এই দুই প্রধান নয়, পাশাপাশি প্রথম ডিভিশন এবং দ্বিতীয় ডিভিশনের ক্লাবগুলিও নেমে পড়েছে দলগঠনে। ট্রায়ালও শুরু হয়ে গিয়েছে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**